মাসিক

আত-তাহরীক

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘কেউ যদি আল্লাহ্র পথে কোন কিছু ব্যয় করে তাঁর জন্য সাতশ’ গুণ ছওয়াব লেখা হবে’ *(তিরমিযী হা/১৬২৫, সনদ ছহীহ)*।

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web : www.at-tahreek.com
২৬তম বর্ষ ১ম সংখ্যা
অক্টোবর ২০২২

প্রকাশক : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১

"التحريك" مجلة شهرية علمية دينية و أدبية
جلد : ٢٦، عدد : ١، ربيع الأول و ربيع الآخر ١٤٤٤هـ/ أكتوبر ٢٠٢٢م
رئيس مجلس الإدارة : الأستاذ الدكتور/ محمد أسد الله الغالب
تصدرها : حديث فاؤنديشن بنغلاديش (مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

পরিচিতি : অনিন্দ্যসুন্দর এই মসজিদটি উজবেকিস্তানের সামারকান্দ অঞ্চলের উরগুত শহরে অবস্থিত।

Monthly **AT-TAHREEK**
Chief Editor : Professor Dr. Muhammad Asadullah Al- Ghalib.
Editor : Dr. Muhammad Sakhawat Hossain.
Published by : Hadeeth Foundation Bangladesh, Rajshahi, Bangladesh.
Mailing Address : Editor, Monthly AT-TAHREEK Nawdapara (Aam Chattar, Airport Road), P.O. Sapura, Rajshahi. Ph. : 0247-860861. Mobile: 01715-002380, 01919-477154,
Circulation Department : 01558-340390, E-mail: tahreek@ymail.com

ডা. তামান্না তাসনীম

এমবিবিএস; এম.এস (কলোরেক্টাল সার্জারী)
বৃহদান্ত্র ও পায়ুপথ রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

বিশেষ সেবাসমূহ :

১.জটিল ফিস্টুলার আধুনিক চিকিৎসা
২. রাবার ব্যান্ড লাইগেশন ও লংগো পদ্ধতিতে ব্যথামুক্তভাবে পাইলসের চিকিৎসা
৩. স্টাপলিং পদ্ধতিতে কোলন (বৃহদান্ত্র) ও মলদ্বার ক্যান্সারের অপারেশন
৪. রেক্টাল প্রলাপস (মলদ্বার বের হয়ে আসা)-এর আধুনিক অপারেশন
৫. কলোনোস্কপির মাধ্যমে বৃহদান্ত্রের রোগ নির্ণয় ও পলিপের চিকিৎসা

ব্রেস্ট টিউমার এবং ক্যান্সারসহ মহিলাদের সব ধরণের সার্জিক্যাল সমস্যার অপারেশন মহিলা টীমের মাধ্যমে করা হয়।

চেম্বার :
ইসলামী ব্যাংক মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
নওদাপাড়া, বিমানবন্দর রোড, সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৮১০-০০০১২০, ০১৭৫৩-৯২৪৪৬৪।
সকাল ১১.০০ টা থেকে দুপুর ১.০০ টা পর্যন্ত।

চেম্বার :
ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল
লক্ষীপুর, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭৭৭-২৪২৫৩৬, ০১৭৩৮-৮৪১২০৮।
দুপুর ৩.০০ টা থেকে বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত।

চেম্বার :
রাজশাহী রয়্যাল হসপিটাল (প্রাঃ) লিঃ
শেরশাহ রোড, লক্ষীপুর, রাজশাহী।
ফোন : ০৭২১-৭৭১২৭৭, ০১৮৬৭-৫৫২৪৮৬
বিকাল ৫.০০ টা থেকে রাত্রি ৮.০০ টা পর্যন্ত।

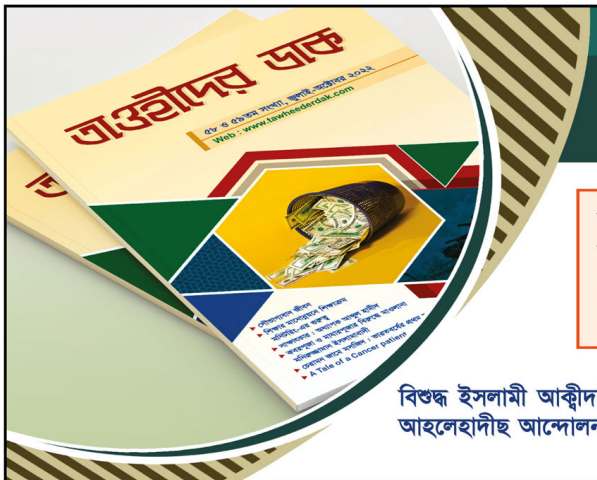

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর মুখপত্র

তাওহীদের ডাক

বাংলার যুবসমাজকে তাওহীদী চেতনায় উজ্জীবিত করার দৃপ্ত প্রতিজ্ঞা নিয়ে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে দ্বি-মাসিক 'তাওহীদের ডাক'। মূল্যবান প্রবন্ধ ও সাহিত্যপুষ্ট উক্ত পত্রিকাটি আজই সংগ্রহ করুন।

বিশুদ্ধ ইসলামী আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধ, মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্য, আহলেহাদীছ আন্দোলন, মনীষী চরিত, সাময়িক প্রসঙ্গ, কবিতা, মতামত, শিক্ষণীয় গল্প প্রভৃতি বিষয়ে লেখা প্রেরণ করুন।

ঠিকানা : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৯৯২
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৭৬৬-২০১৩৫৩, ই-মেইল : tawheederdak@gmail.com, ওয়েব সাইট : www.tawheederdak.com

بسم الله الرحمن الرحيم

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক আত-তাহরীক

"التحريك" مجلة شهرية علمية دينية و أدبية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

২৬তম বর্ষ	১ম সংখ্যা
রবীঃ আউঃ-রবীঃ আখের	১৪৪৪ হি.
আশ্বিন-কার্তিক	১৪২৯ বাং
অক্টোবর	২০২২ খৃ.

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্কুলেশন ম্যানেজার
মুহাম্মাদ কামরুল হাসান

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক, নওদাপাড়া (আমচত্বর) পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১
ই-মেইল : tahreek@ymail.com

সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
বই বিক্রয় বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
ফৎওয়া হটলাইন : ০১৯৭৯-৩৪০৩৯০
(আছর থেকে মাগরিব)

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ
রাজশাহী অফিস : ০৭২১-৭৬০৫২৫
ঢাকা অফিস : ০২-৯৫৬৮২৮৯

হাদিয়া : ৩০ টাকা মাত্র

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা	সাধারণ ডাক	রেজিঃ ডাক
বাংলাদেশ		৪৫০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	১০৫০/-	২২৫০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১৩০০/-	২৫০০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৯০০/-	৩১০০/-
আমেরিকা মহাদেশ	২৩০০/-	৩৫০০/-

সূচীপত্র

◆ **সম্পাদকীয়** ০২
◆ **দরসে কুরআন :** ০৩
▶ সাদৃশ্য অবলম্বন *-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব*
◆ **প্রবন্ধ :**
▶ ইবাদতের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা *(৩য় কিস্তি)* ০৭
-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম
▶ জুম'আর পূর্বে সুন্নাতে রাতেবা : একটি পর্যালোচনা ১২
-মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম
▶ বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব ও তাৎপর্য *(পূর্বে প্রকাশিতের পর)* ১৫
-ইহসান ইলাহী যহীর
▶ চিন্তার ইবাদত *(২য় কিস্তি) -আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ* ১৯
◆ **গ্রন্থ পর্যালোচনা :** ২৫
▶ সীরাতুর রাসূল (ছাঃ)
-প্রফেসর (অব.) ড. শহীদ নকীব ভূঁইয়া
◆ **মনীষী চরিত :** ২৯
▶ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)-এর ব্যাপারে কিছু আপত্তি পর্যালোচনা *(৩য় কিস্তি)*
-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব
◆ **হাদীছের গল্প :** ৩৫
▶ হোদায়বিয়ায় রাসূল (ছাঃ)-এর মু'জেযা এবং ছাহাবীগণের অতুলনীয় বীরত্ব *-মুসাম্মাৎ শারমিন আখতার*
◆ **দিশারী :** ৩৭
▶ পীরতন্ত্র : সংশয় নিরসন *(২য় কিস্তি)*
-মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম
◆ **কবিতা :** ৪০
▶ আল-'আওন ▶ মাযার
▶ আল্লাহ আমার রব
◆ **স্বদেশ-বিদেশ** ৪১
◆ **মুসলিম জাহান** ৪৩
◆ **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪৩
◆ **সংগঠন সংবাদ** ৪৪
◆ **প্রশ্নোত্তর** ৪৮

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

দে খাজা! দে দেলা দে!

জনৈক ব্যক্তি ভারতের রাজস্থান প্রদেশে অবস্থিত আজমীরে খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী (১১৩৮-১২৩৫ খৃ.)-র মাযার দেখতে গিয়েছে। সেখানে একটা ছোকরা এসে খাজার কাছে ভিক্ষা চাইল। তখন লোকটি তাকে একটা থাপ্পড় দিয়ে তার হাতে দু'টি টাকা দিয়ে বলল, ভাগ এখান থেকে! খাজা তো কবরে। তিনি কি দেখতে পান, না শুনতে পান? উনি তোকে কিভাবে দিবেন? তখন ছেলেটি খুশী হয়ে বলল, মেরা খাজা কেৎনাহী গরীবে নেওয়ায হ্যায় কে ওহ খোদ ভী দেতা হ্যায়, লোগুঁ সে দেলা ভী দেতা হ্যায়। অর্থাৎ 'আমার খাজা কতইনা গরীবের বন্ধু যে, তিনি নিজেও দেন, অন্যের থেকেও দিয়ে দেন'। অর্থাৎ তার ধারণায় ভাল-মন্দ সবকিছুর মালিক খাজা। খাজা মরেননি, কবরে বেঁচে আছেন। তিনি সবই শুনছেন, সবই দেখছেন এবং ভক্তের আবেদন পূরণ করছেন।

পৃথিবীর প্রথম রাসূল নূহ (আঃ) থেকে শুরু করে শেষ রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত সকল নবী-রাসূল মানুষকে অন্যের গোলামী থেকে মুক্ত করে আল্লাহ্র গোলামীতে ফিরিয়ে আনার জন্য দাওয়াত দিয়ে গেছেন। আর এটাই হ'ল 'তাওহীদ'। এই দাওয়াত পৃথিবীর যেখানেই পৌঁছেছে, সেখানেই রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে মানবতার দুশমনদের মধ্যে হৃৎকম্পন শুরু হয়েছে। সাথে সাথে তাওহীদের কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য তারা তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। ইব্রাহীম (আঃ)-এর বিরুদ্ধে নমরূদের শত্রুতা, মূসা (আঃ)-এর বিরুদ্ধে ফেরাঊনের অভিযান, ঈসা (আঃ)-এর বিরুদ্ধে তৎকালীন সম্রাটের হত্যা প্রচেষ্টা, শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধে গোটা আরবের কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠীর সম্মিলিত উত্থান- এ সবকিছুই আমাদেরকে উপরোক্ত কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। বলা বাহুল্য, মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতা ও সত্যিকারের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তাওহীদ বিশ্বাস অপরিহার্য।

প্রশ্ন হ'ল, মুঈনুদ্দীন চিশতী বা কোন পীর-আউলিয়া কি কবরে যিন্দা আছেন? তিনি বা কোন মূর্তি-প্রতিকৃতি কি ভক্তের আহ্বান শুনতে পান? আর শুনলেও কি এজন্য তাঁদের কিছু করার ক্ষমতা আছে? আল্লাহ বলেন, '(হে মুহাম্মাদ!) নিশ্চয়ই তুমি শুনাতে পারোনা কোন মৃতকে' *(নমল ২৭/৮০)*। 'নিশ্চয়ই তুমি মৃত্যুবরণ করবে এবং তারাও মৃত্যুবরণ করবে' *(যুমার ৩৯/৩০)*। 'বল, আমি আমার নিজের ক্ষতি বা উপকারের মালিক নই, যতটুকু আল্লাহ চান ততটুকু ব্যতীত' *(ইউনুস ১০/৪৯)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করে, তখন তার সকল কর্ম বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়' *(মুসলিম হা/১৬৩১; মিশকাত হা/২০৩)*।

বস্তুতঃ কবরপূজা বা অসীলাপূজার মূলে রয়েছে দু'টি কারণ। একটা হ'ল নৈরাশ্য বা Frustration এবং দ্বিতীয়টি হ'ল বাঁচার আকুতি। মানুষ যখন কোন কাজে ব্যর্থ হয় কিংবা কোন উদ্দেশ্য হাছিলে বিলম্ব হয়, তখন সে অধৈর্য হয়ে পড়ে এবং এক পর্যায়ে সে হতাশ হয়ে কোন মাধ্যম তালাশ করে। তাছাড়া প্রত্যেক মানুষের অবচেতন মনে একটা আধ্যাত্মিক ক্ষুধা রয়েছে। যা সর্বদা একজন উচ্চতর সত্তার নিকট আত্মসমর্পণের জন্য ব্যাকুল থাকে। যখন এই আত্মসমর্পণ আল্লাহ্র নিকটে হয়, তখন সে হয় 'মুসলমান'। আর যখন সেটি শয়তানী প্ররোচনায় কোন প্রাণহীন ব্যক্তি বা বস্তুর অসীলায় মুক্তির পথ খোঁজে, কুরআনের ভাষায় তখন সে হয় কাফের বা মুশরিক। আল্লাহ বলেন, 'আর যারা আল্লাহকে ছেড়ে অন্যকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছে... আল্লাহ সেই মিথ্যাবাদী ও কাফেরকে সরল পথে পরিচালিত করেন না' *(যুমার ৩৯/৩)*।

অনেকে কুরআনের অন্য একটি আয়াত 'অবতাগূ ইলায়হিল অসীলাহ' দ্বারা অসীলাপূজাকে অপরিহার্য বলতে চান। অথচ এর অর্থ 'তোমরা আল্লাহ্র নৈকট্য সন্ধান করো' *(মায়েদাহ ৫/৩৫)*। আর মানুষের নেক আমল এবং আল্লাহ্র রহমত হ'ল তাঁর নৈকট্য হাছিলের একমাত্র মাধ্যম। যেমন আল্লাহ বলেন, 'অতএব যে ব্যক্তি তার প্রভুর সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তার পালনকর্তার ইবাদতে কাউকে শরীক না করে' *(কাহ্ফ ১৮/১১০)*।

মুসলমান তার কালজয়ী কালেমা 'লা-ইলাহা' দিয়ে প্রথমে যাবতীয় ভক্তির প্রতিমা এবং অসীলার ইলাহগুলিকে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেয়। অতঃপর সেখানে কেবল আল্লাহ্র উবূদিয়াত তথা দাসত্বকে প্রতিষ্ঠিত করে। আর আল্লাহ কেবল এজন্যই জিন-ইনসানকে সৃষ্টি করেছেন *(যারিয়াত ৫১/৫৬)*। অতঃপর এক আল্লাহ্র উপর সে ভরসা করে ও তার নিকটে সিজদাবনত হয়ে যাবতীয় নৈরাশ্য ও হতাশা হ'তে মুক্তি লাভ করে। বস্তুতঃ দৈনিক পাঁচবার খোদ মালিকের নিকট যখন মুসলমান হাযিরা দেয়, তখন কোন কবরে বা তীর্থস্থানে ধর্ণা দেওয়ার কোন যুক্তি থাকতে পারে কি? কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি সেটা করি, তবে তখন আমরা 'মুশরিক' হয়ে যাই। অথচ আল্লাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে অন্যকে শরীক করে, আল্লাহ অবশ্যই তার উপরে জান্নাতকে হারাম করে দেন এবং তার ঠিকানা হয় জাহান্নাম' *(মায়েদাহ ৫/৭২)*।

এর চাইতে শিরকের বড় উদাহরণ আর কি হ'তে পারে যে, আজমীরের মসজিদে ছালাতে দাঁড়িয়ে 'ইইয়াকা না'বুদু ওয়া ইইয়াকা নাস্তা'ঈন' (আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি এবং কেবল তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি) বললাম। অতঃপর ছালাত শেষে খানকাহ্র পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে বা সিজদায় পড়ে কাতর কণ্ঠে নিজের ও অন্যদের জন্য দো'আ চেয়ে বললাম, ইয়া খাজা! এমদাদ কুন! এমদাদ কুন! (হে খাজা! সাহায্য করো, সাহায্য করো)। অথবা 'দে বাবা খাজা! দে দেলা দে! (হে বাবা খাজা, দাও! বা অন্যের থেকে দিয়ে দাও!)।

বস্তুতঃ সৃষ্টিজগতের ভরকেন্দ্র হ'ল 'তাওহীদ'। যার অর্থ একথা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ এক, তাঁর কোন শরীক নেই। তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তিনি চিরঞ্জীব ও সবকিছুর ধারক। তিনি রূযীদাতা, তিনিই সাহায্যদাতা, তিনিই পালনকর্তা, তিনি বিধানদাতা ও সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক। তিনি ব্যতীত অন্য কেউ আমাদের শর্তহীন আনুগত্য ও উপাসনা পাবার যোগ্য নয়। তিনি ব্যতীত অন্য কারু নিকটে মানুষের উন্নত মস্তক অবনত হবেনা। নিঃসন্দেহে মুসলিম উম্মাহ্র শ্রেষ্ঠত্ব অতদিন বজায় থাকবে, যতদিন তারা তাওহীদের উপরে দৃঢ় থাকবে। আল্লাহ আমাদেরকে তাওহীদের প্রকৃত মর্ম অনুধাবনের তাওফীক দান করুন-আমীন! *(স.স.)*।

সাদৃশ্য অবলম্বন

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

আল্লাহ বলেন, هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَّمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ– ‘তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউ কাফের ও কেউ মুমিন। আর তোমরা যা কিছু কর, সবই আল্লাহ দেখেন’ *(তাগাবুন ৬৪/২)*।

অত্র আয়াতে আল্লাহ পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, সৃষ্টিগতভাবেই মানুষ দু’ভাগে বিভক্ত। একদল সৃষ্টিকর্তা হিসাবে আল্লাহকে বিশ্বাস করে, আরেকদল অবিশ্বাস করে। ফলে দুই দলের বিশ্বাস ও কর্ম পৃথক হ’তে বাধ্য। বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূল (ছাঃ) বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَخْرَهَا بِالْآبَاءِ، فَالنَّاسُ رَجُلَانِ : مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ، أَنْتُمْ بَنُوْ آدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ– ‘হে জনগণ! আল্লাহ তোমাদের থেকে জাহেলিয়াতের অংশ ও পূর্ব পুরুষের অহংকার দূরীভূত করে দিয়েছেন। মানুষ দু’প্রকারের : মুমিন আল্লাহভীরু অথবা পাপাচারী হতভাগা। তোমরা আদম সন্তান। আর আদম ছিলেন মাটির তৈরী’ (অতএব মাটির কোন অহংকার নেই)। অতঃপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ– ‘হে মানবজাতি! আমরা তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী হ’তে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও গোত্রে বিভক্ত করেছি যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হ’তে পার। নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকটে সবচেয়ে সম্মানিত সেই ব্যক্তি, যিনি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে আল্লাহভীরু। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ এবং তিনি সবকিছুর খবর রাখেন’ *(হুজুরাত ৪৯/১৩)*।[১]

মুসলিম জীবন পরিচালিত হচ্ছে দু’টি মৌলিক ভিত্তির উপর।

১. তারা আবশ্যই বিগত অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট জাতি সমূহের সাদৃশ্য অবলম্বন করবে। তাই এ থেকে বিরত থাকার জন্য মুসলিম উম্মাহকে নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَآءَ، بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ، وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، إِنَّ اللهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ– ‘হে মুমিনগণ! তোমরা ইহূদী-নাছারাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করোনা। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, তারা তাদের মধ্যে গণ্য হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন করেন না’ *(মায়েদাহ ৫/৫১)*।

অতঃপর তিনি অমুসলিমদের বন্ধুরূপে গ্রহণ না করার নির্দেশ দিয়ে বলেন, لاَ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ إِلَّآ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللهِ الْمَصِيرُ– ‘মুমিনগণ যেন মুমিনদের ছেড়ে কাফেরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যারা এরূপ করবে, আল্লাহর সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না। তবে যদি তোমরা তাদের থেকে কোন অনিষ্টের আশংকা কর (সেটি স্বতন্ত্র)। আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর (প্রতিশোধ গ্রহণ) সম্পর্কে সতর্ক করে দিচ্ছেন। আর আল্লাহর কাছেই সকলের শেষ ঠিকানা’ *(আলে ইমরান-মাদানী ৩/২৮)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় উম্মতকে সাবধান করে বলেন, لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ، قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ! الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ : فَمَنْ؟ ‘অবশ্য অবশ্যই তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতি-নীতি পদে পদে অনুসরণ করবে। এমনকি যদি তারা গুই সাপের গর্তে ঢুকে পড়ে, তাহ’লে তোমরাও তাদের অনুসরণ করবে। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এরা কি ইহূদী-নাছারা? তিনি বললেন, তবে আর কারা’?[২] তিনি আরও বলেন, خَالِفُوا الْيَهُودَ وَالنَّصارَى...وَالْمُشْرِكِينَ– ‘তোমরা ইহূদী-নাছারা... ও মুশরিকদের বিরোধিতা কর’।[৩]

২. মুসলমানদের একটি দল ক্বিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর দেখানো সরল পথের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। যেমন আল্লাহ বলেন, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ– ‘তুমি বল এটাই আমার পথ। আমি ও আমার অনুসারীগণ ডাকি আল্লাহর দিকে জাগ্রত জ্ঞান সহকারে। আল্লাহ পবিত্র। আর আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই’ *(ইউসুফ ১২/১০৮)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ، لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَذَلِكَ– ‘চিরদিন আমার উম্মতের মধ্যে একটি দল হক-এর উপরে বিজয়ী থাকবে। পরিত্যাগকারীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এমতাবস্থায় ক্বিয়ামত এসে যাবে, অথচ তারা ঐভাবে থাকবে’ *(মুসলিম হা/১৯২০, রাবী ছাওবান (রাঃ)*।

তিনি আরও বলেন, إِنَّ الْإِسْلاَمَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ، قِيلَ : مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ : الَّذِينَ

১. *তিরমিযী হা/৩২৭০; আবুদাঊদ হা/৫১১৬; ঐ, মিশকাত হা/৪৮৯৯; ছহীহাহ হা/২৭০০; সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ৫৩৮ পৃ.।*

২. *বুখারী হা/৭৩২০; মুসলিম হা/২৬৬৯; মিশকাত হা/৫৩৬১।*

৩. *ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/২১৮৬; বুখারী হা/৫৮৯২; মুসলিম হা/২৫৯; মিশকাত হা/৪৪২১ রাবী আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ)।*

www.at-tahreek.com

يُصْلِحُونَ إِذَا فَسَدَ النَّاسُ– ‘ইসলাম নিঃসঙ্গভাবে যাত্রা শুরু করেছিল। সত্বর সেই অবস্থায় ফিরে আসবে। অতএব সুসংবাদ হ’ল সেই অল্পসংখ্যক লোকদের জন্য। বলা হ’ল, হে আল্লাহ্র রাসূল! তারা কারা? তিনি বললেন, যখন মানুষ নষ্ট হয়ে যায়, তখন তাদেরকে যারা সংস্কার করে’ *(ছহীহাহ হা/১২৭৩)*।

মুসলমান প্রতি মুহূর্তে উপরোক্ত দু’টি দিকের টানাপোড়েনের মধ্যে দিনাতিপাত করছে। হক ও বাতিলের যুদ্ধাবস্থার মধ্য দিয়ে সে এগিয়ে চলেছে তার নির্ধারিত আয়ুষ্কালের প্রান্ত সীমার দিকে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে। পিচ্ছিল রাস্তা দিয়ে চলার সময় পথিক যেভাবে সদা সতর্ক থাকে, মুমিন সেভাবে নিজেকে সর্বদা পথভ্রষ্টদের রীতি ও সাদৃশ্য অবলম্বনকে পরিহার করে চলে। মুমিনের ব্যক্তি জীবনে, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে অতি সুকৌশলে প্রবেশ করে নানাবিধ অনৈসলামী রীতি ও আচরণ। যা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা তার জন্য অনেক সময় দুরূহ হয়ে পড়ে। তবুও তাঁকে বাঁচতেই হয় পরকালে জান্নাত লাভের স্বার্থে।

অন্যদের সাথে সাদৃশ্য পরিদৃষ্ট হয় মূলতঃ ৩টি ক্ষেত্রে। ইবাদত, আদত ও ই’তিক্বাদে।

১ম ইবাদতের ক্ষেত্র সমূহে। যেমন ধর্মের নামে মীলাদ-ক্বিয়াম, কুলখানি-চেহলাম, শবেবরাত-শবে মেরাজ ইত্যাদি অনুষ্ঠান। এছাড়া সুন্নাতে খাৎনা অনুষ্ঠান, জন্ম দিবস পালন ও সারা বছর ভাল থাকার আশায় এদিন কেক কাটা, মৃত্যুদিবস পালন, এজন্য কালো ব্যাজ ধারণ, শোক দিবস, শোকের মাস, শোকের বছর, শোক সভা, শোক র‍্যালী, জাতীয় পতাকা অর্ধনমিতকরণ, মৃতের ছবিসহ সর্বত্র কালো ব্যানার টাঙানো, রাস্তার দর্শনীয় স্থান সমূহে পূর্ণদেহী বা অর্ধদেহী বিলবোর্ড, মূর্তি বা প্রতিকৃতি স্থাপন ও সে সবের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ইত্যাদি। বাংলাদেশে মুসলিম মাইয়েতের জন্য সাধারণতঃ ২৩টি শিরক ও ৯০টি বিদ‘আত অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।[৪] যা মুমিনকে প্রতিনিয়ত জান্নাতের পথ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

২য় আদত বা অভ্যাস ও আচরণের ক্ষেত্র সমূহে। যেমন ইহূদী-নাছারাদের ন্যায় ইসলামের কিছু অংশ পালন ও কিছু অংশ বর্জন, তাদের ন্যায় কুফরী রাজনীতি, পুঁজিবাদী ও সমাজবাদী অর্থব্যবস্থা ও বিচারব্যবস্থা, নারী নির্যাতন, মদ-জুয়া, বখাটেপনা ও বেহায়াপনা, শিক্ষাব্যবস্থায়, পোষাকে ও চুলে, লেখায় ও কথায়, খানা-পিনায় তাদের অনুকরণ, বিনা বিবাহে সন্তান লাভ, সমকামিতা, পরনারীর সাথে লিভ টুগেদার, হোটেলের একই কক্ষে বেগানা নারী-পুরুষের নির্জন বাস, ভালোবাসা দিবস, থার্টিফার্স্ট নাইট সহ নানাবিধ দিবস পালনের অনৈসলামী রীতি-নীতি নিত্যদিন আমদানী হচ্ছে। যেমন আমদানী হয়েছে (ক) সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ। যার ফলে আমরা আদর্শিক জাতীয়তাবাদ ভুলে ক্রমেই সংকীর্ণ ভাষা, বর্ণ ও অঞ্চল ভিত্তিক জাতীয়তাবাদের গণ্ডিভুক্ত হয়ে যাচ্ছি। সেই সাথে সৃষ্টি হচ্ছে দলীয় সংকীর্ণতা। অথচ রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَّةٍ يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً فَقُتِلَ فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ... ‘যে ব্যক্তি এমন পতাকাতলে যুদ্ধ করে, যার হক-বাতিল হওয়া সম্পর্কে তার কোন স্পষ্ট জ্ঞান নেই। সে দলীয় প্রেরণায় ক্রুদ্ধ হয়, দলীয় প্রেরণায় লোকদের আহ্বান করে ও দলীয় প্রেরণায় মানুষকে সাহায্য করে, অতঃপর নিহত হয়। এমতাবস্থায় সে জাহেলিয়াতের উপর নিহত হয়’...।[৫]

(খ) নারী স্বাধীনতার নামে চরম বেহায়াপনা ও পর্দাহীনতা। ফলে বেড়ে চলেছে নারী ধর্ষণ ও নারী নির্যাতন। অথচ আল্লাহ নারীদের বলেছেন, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، ‘তোমরা নিজ নিজ গৃহে অবস্থান কর এবং পূর্বতন জাহেলী যুগের নারীদের ন্যায় সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বেড়িয়ো না’ *(আহযাব ৩৩/৩৩)*। এতে বুঝা যায় যে, নারীরা বাইরে গেলে পূর্ণ পর্দা সহকারে যাবে। জাহেলী যুগের বেহায়া পোশাকে নয়। আল্লাহ পুরুষ ও নারী উভয়কে উভয়ের প্রতি দৃষ্টি নীচু করে চলার নির্দেশ দিয়েছেন। সেই সাথে নারীকে বলেছেন, ‘তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বুকের উপর রাখে। আর তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে...। আর তারা যেন এমনভাবে চলাফেরা না করে যাতে তাদের গোপন সৌন্দর্য প্রকট হয়ে পড়ে’... *(নূর ২৪/৩০-৩১)*। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘তোমরা দুনিয়াবী জৌলুস ও নারী জাতি থেকে সাবধান থাক। কেননা বনু ইস্রাঈলদের প্রথম ফিৎনা ছিল নারী জাতি’ *(মুসলিম হা/২৭৪২; মিশকাত হা/৩০৮৬)*। অথচ আমরা নারীদের ফুটবল ও ক্রিকেট সহ সব খেলা ও কর্মে পুরুষদের মুকাবিলায় দাঁড় করিয়েছি। শিক্ষাস্থল, কর্মস্থল, অফিস-আদালত সর্বত্র পুরুষের পাশাপাশি নারীর অবস্থান নিশ্চিত করেছি। যা নারীর স্বভাব বিরুদ্ধ।

(গ) লেবাস-পোষাক ও চুল : আজকাল মুসলিমদের পোষাকে ও চুলে অমুসলিমদের অনুকরণ ক্রমেই প্রকট হচ্ছে। পুরুষদের পোষাকে বুঝার উপায় থাকেনা যে তিনি মুসলিম না অমুসলিম! একদিন রাসূল (ছাঃ)-এর সামনে হলুদ পোষাক পরিহিত দু’জন ব্যক্তি আসলে তিনি তাদের বলেন, إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلاَ تَلْبَسْهَا– ‘এগুলি কাফেরদের পোষাক। এগুলি পরিধান করোনা’ *(মুসলিম হা/২০৭৭; মিশকাত হা/৪৩২৭)*। খলীফা ওমর (রাঃ) আযারবাইজানে অবস্থানরত মুসলিম সেনাপতিকে নির্দেশ লিখে পাঠান যে, وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَعُّمَ وَزِيَّ أَهْلِ الشِّرْكِ، ‘তোমরা বিলাসিতা হ’তে ও মুশরিকদের পোষাক হ’তে বিরত থাক’ *(মুসলিম হা/২০৬৯)*। এখন নারীদের পোষাক হ’ল অর্ধনগ্ন ও টাইটফিট অথবা মাথা ও বুকের অর্ধেক খালি ও নীচে পায়ের তলা পর্যন্ত ঝুলানো। অন্যদিকে পুরুষদের প্যান্ট-পায়জামা-লুঙ্গি পায়ের তলা পর্যন্ত ঝুলানো। অথচ রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فِي النَّارِ– ‘টাখনুর নীচে যেটুকু ঝুলে থাকবে, সেটুকু জাহান্নামের

৪. দ্র. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ২৩৫-২৩৮ পৃ.।

৫. মুসলিম হা/১৮৪৮; মিশকাত হা/৩৬৬৯ ‘নেতৃত্ব ও পদমর্যাদা’ অধ্যায়।

আগুনে পুড়বে' *(বুখারী হা/৫৭৮৭; মিশকাত হা/৪৩১৪)*।

নারীদের স্বভাবগত লম্বা চুল ক্রমেই খাটো হয়ে যাচ্ছে এবং মাথার উপরে ঝুটি হচ্ছে। অথচ রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'দু'টি দল হ'ল জাহান্নামের অধিবাসী। এক- নগ্ন পোষাকধারী নারী। যারা অন্যের প্রতি আকৃষ্ট এবং অন্যকে নিজের প্রতি আকৃষ্টকারী। যাদের মাথাগুলো লম্বা গলার বুখতী উটের হেলে পড়া কুঁজের মত। এরা জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না। দুই- ঐসব পুরুষ যাদের হাতে সর্বদা বেত থাকে গরুর লেজের মত, যা দিয়ে তারা মানুষকে পিটায়' *(আহমাদ হা/৯৬৭৮)*। ইতিপূর্বে ধ্বংসপ্রাপ্ত পৃথিবীর ৬টি জাতির অন্যতম 'আদ জাতির ধ্বংসের অন্যতম কারণ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 'আর যখন তোমরা কাউকে মার, তখন নিষ্ঠুর যালেমদের মত মার' *(শো'আরা ২৯/১৩০)*। বর্তমান গণতান্ত্রিক যুগে প্রকাশ্যভাবে পুলিশের লাঠি পেটা এবং হেফাযতে নিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলা নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। যা বিগত 'আদ জাতির ধ্বংসের কথা মনে করিয়ে দেয়।

পুরুষদের চুলেও নানা ধরনের কাটিং দেখা যায়। সেই সাথে দাড়ি মুণ্ডণ যেন ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। অথচ রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা গোঁফ ছাটো ও দাড়ি ছাড়ো' *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৪৪২১)*। এর বিপরীতে আমরা মুশরিকদের মত গোঁফ দীর্ঘ করি ও দাড়ি চেঁছে ফেলি। এরপরেও আমরা পরকালে নবীর শাফা'আত কামনা করি।

(ঘ) বর্তমানে বছরের প্রায় ৩৬৫ দিনই কোন না কোন দিবস পালনে কেটে যায়। জাহেলী যুগে এরূপ বহু ধরণের দিবস পালনের রীতি ছিল। ইসলাম এসে সব বাতিল করেছে এবং তার পরিবর্তে ঈদুল ফিৎর ও ঈদুল আযহা চালু করেছে। এছাড়া রয়েছে ঈদুল আযহার পরে আইয়ামে তাশরীক্বের ৩ দিন, আরাফা ও আশূরার দিন এবং জুম'আর দিন। এ কয়দিন বাদে বাকী সবই হ'ল কর্মের দিন। অথচ নানাবিধ অপ্রয়োজনীয় দিবসের পিছনে ব্যয় হচ্ছে মুমিনের অর্থ-সম্পদ ও তার মূল্যবান আয়ুষ্কাল। যার প্রতিটি মুহূর্ত ব্যয়িত হওয়া প্রয়োজন ছিল পরকালীন পাথেয় সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে। অথচ দুনিয়াতে তার প্রতিটি সেকেণ্ডের কর্মকাণ্ডের হিসাব আল্লাহ্র নিকট দিতে হবে এবং ক্বিয়ামতের দিন সে তার পুরাপুরি ফলাফল পাবে *(বাক্বারাহ ২/২৮১)*।

মুশরিকদের ব্যবহারিক রীতি-নীতি, তাদের আইন ও বিধি-বিধান সমূহ অনুসরণ করায় মুমিন জীবন থেকে ঈমানী চেতনা ক্রমেই বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের নেতাদের পোষাকে ও শিষ্টাচারে প্রথমেই চেনা যায়। কিন্তু বাংলাদেশী নেতাদের চেনা মুশকিল হয়। তারা ভাষা ও সংস্কৃতিতে অন্যের অনুকরণ করেন। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, অন্যদের রীতি-নীতির চাইতে ইসলামী রীতি-নীতি যে শ্রেষ্ঠ, এই অনুভূতিটুকুও আজ হারিয়ে যেতে বসেছে। ফলে অমুসলিমদের রক্তচোষা সূদী অর্থনীতির মাধ্যমে সমাজে চলছে ধনী-গরীবের পাহাড় প্রমাণ বৈষম্য। 'প্রত্যেকের ভোটের মূল্য সমান' গণ্যকারী প্রতারণাপূর্ণ নির্বাচন পদ্ধতির কারণে সমাজে নেতৃত্ব নিয়ে চলছে দলাদলি ও রক্তারক্তি। যা মহব্বতপূর্ণ মুসলিম সমাজকে পরস্পরে শত্রুসমাজে পরিণত করছে।

(ঙ) কথায়-বার্তায় ও বাহ্যিক শিষ্টাচারে ঘটেছে অন্যদের চরম সাদৃশ্য অবলম্বন। যেমন চাচা-চাচী, মামু-মামী, খালু-খালার স্থলে বলা হচ্ছে 'আংকেল-আন্টি'। চাচাতো-মামাতো-খালাতো ভাইদের বলা হচ্ছে 'কাজিন'। হিন্দুদের অনুকরণে বড় ভাইকে বলা হচ্ছে 'দাদা'। ইংরেজদের অনুকরণে বাপকে বলা হচ্ছে 'ড্যাডি'। দুপুরের খাবারকে বলা হচ্ছে 'লাঞ্চ'। সালাম দেওয়ার বদলে বলা হচ্ছে 'গুড মর্ণিং, গুড ইভিনিং, গুড নাইট' ইত্যাদি। বিস্ময়ের ক্ষেত্রে সুবহানাল্লাহ্র বদলে বলা হচ্ছে 'ওহ মাই গড!' অথবা 'ওয়াও!' আল্লাহ আপনাকে ভাল রাখুন-এর বদলে বলা হচ্ছে 'ভাল থাকুন'। সালাম-মুছাফাহার বদলে চালু হয়েছে দুই হাত ধরে মাথা ঝুঁকানো ও হিন্দুদের ন্যায় কুর্ণিশের ভঙ্গি করা। বিদায়ের সময় সালামের বদলে বলা হচ্ছে 'গুড বাই'। কেউ হাত নাড়িয়ে বলেন, 'বাই বাই, টা টা'।

৩য় ই'তিক্বাদ বা বিশ্বাসের ক্ষেত্র সমূহে। যেমন এরূপ ধারণা করা যে, কবরস্থ ব্যক্তি জীবিত আছেন, তিনি আমাদের কথা শুনছেন, আমাদের ভাল-মন্দ দেখছেন এবং আমাদেরকে বিপদাপদ থেকে রক্ষা করছেন। তার অসীলায় আমরা মামলায় বা ইলেকশনে জিতে যাব এবং পরকালে মুক্তি পাব। এই বিশ্বাস নিয়ে মৃত ব্যক্তির নিকট নিজের ও অন্যদের জন্য দো'আ চাওয়া, তার কবরে টাকা ফেলা। মুশরিকদের ন্যায় নিজেরা মিনার ও বেদী বানিয়ে বা সৌধ নির্মাণ করে সেখানে গিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন করা ইত্যাদি। কথিত পীর-আউলিয়া ও অন্যান্য ভ্রান্ত আক্বীদার লোকেরা বিভিন্ন কবরে এমনকি ভুয়া কবরে ধর্মের নামে ব্যবসা খুলে বসেছে। ইহূদীরা দুই উপাস্যের এবং খৃষ্টানরা তিন উপাস্যের পূজা করে *(তওবা ৯/৩০; মায়েদাহ ৫/৭৩)*। যদিও তারা ডলারে লেখে In God we trust এবং তাদের রাজার জন্য প্রার্থনা করে God save the king. তাদের দেখাদেখি মুসলমান নামধারী ভ্রান্ত লোকেরা মসজিদে আল্লাহ্র কাছে ও কবরে মৃতের কাছে প্রার্থনা করে। আবার দুই স্থানেই তারা সিজদা করে। এর ফলে তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হচ্ছে ও অন্যদের পথভ্রষ্ট করছে। অথচ এসব থেকে ইউটার্ণ করেই মুমিনকে সর্বদা জান্নাতের পথে চলতে হবে এক মনে এক ধ্যানে কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকিত সরল পথে।

সাদৃশ্য অবলম্বনের প্রভাব : সৈনিকের পোষাকধারী একজন ব্যক্তির উপর তার পোষাকের যে প্রভাব পড়ে, অন্যদের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী একজন মুসলিমের উপর তেমনি অন্যদের প্রভাব পড়ে। গেরুয়া বসনধারী ন্যাড়ামুণ্ড একজন বৌদ্ধের পোষাক এবং টুপী-দাড়ি ও ঢিলা পায়জামা-পাঞ্জাবীধারী একজন মুমিনের পোষাক তাদের নিজেদের উপরে যেমন প্রভাব বিস্তার করে। টাইট-ফিট পোশাক পরা একজন অর্ধনগ্ন নারী এবং ঢিলা বোরক্বায় সারা দেহ আবৃত একজন মুসলিম নারীর পোষাক তাদের নিজেদের উপরে যেমন প্রভাব বিস্তার করে, তেমনিভাবে তা অন্যদের থেকে তাদের বিশ্বাস ও কর্মের পার্থক্য নির্দেশ করে। এজন্যেই

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ– ‘যে ব্যক্তি যে জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করবে, সে তাদের মধ্যেই গণ্য হবে’।[৬] এটি প্রকট হয়ে দেখা দেয়, যখন মুমিন ভিন্ন পরিবেশে যায় বা সেখানে অবস্থান করে। সেখানে তার স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ন রাখা দুরূহ হয়ে পড়ে। কিন্তু জান্নাতের পথিক মুমিন কখনোই লক্ষ্যচ্যুত হয় না। বরং সেই-ই অন্যকে প্রভাবিত করে।

ইসলামী পোষাক ও রীতি-নীতি ভিনদেশী ও ভিন্নভাষীদের মধ্যে প্রথম সাক্ষাতেই মহব্বতের সঞ্চার করে। উভয়ের সম্ভাষণ ও অন্যান্য ইসলামী শিষ্টাচার পরস্পরকে চুম্বকের মত আকর্ষণ করে। ফলে সাদৃশ্য অবলম্বনের গুরুত্ব অন্য সবকিছুর চাইতে বেশী হয়ে দেখা দেয়।

এক্ষণে অমুসলিমদের সাদৃশ্য অবলম্বন না করার বিষয়ে মৌলিক বিধান হ’ল, (১) তাদের ধর্মীয় ও বৈষয়িক সকল প্রকারের সাদৃশ্য অবলম্বনের পুরোপুরি বিরোধিতা করা।

(২) তাদের বাহ্যিক আচার-আচরণ থেকে পুরোপুরি বিরত থাকা। যেমন বাম হাতে খানাপিনা, টেবিলে খাবার রেখে সেখান থেকে নিয়ে দাঁড়িয়ে পরস্পরে গল্প করতে করতে খাওয়া, ভোজসভা করা ও সেখানে ভাষণ দেওয়া ইত্যাদি। অথচ প্রয়োজন ছিল শুরুতে আল্লাহ্র নাম স্মরণ করা ও শেষে তাঁর প্রশংসা করা। যিনি এই সুন্দর খাবার আমার নিকটে এনে দিয়েছেন, তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতা মূল্যায়ন করা ও সে বিষয়ে চিন্তা-গবেষণা করা।

(৩) ইসলাম কেবল ছালাত-ছিয়াম-হজ্জ ইত্যাদি ইবাদতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে, বৈষয়িক ক্ষেত্রে অন্যদের বিধি-বিধান উত্তম, এই আপোষমুখী ধারণা পরিত্যাগ করা।

(৪) এ বিষয়ে নিশ্চিত বিশ্বাস পোষণ করা যে, অমুসলিমদের দ্বীনী ও দুনিয়াবী সকল রীতি-নীতি বাতিল অথবা মন্দ পরিণতির বাহন। স্বর্ণযুগে আমাদের পূর্ববর্তীগণ এই বিধানটি ভালভাবে বুঝেছিলেন এবং এর উপর আমল করেছিলেন। এ বিষয়ে উম্মতকে তাঁরা সাবধান করে গিয়েছেন, যেন মুসলমানদের মধ্যে ঐসব মন্দ রীতি প্রবেশের সুযোগ বন্ধ হয়ে যায়।

(৫) কোন কোন অমুসলিমের মধ্যে সুন্দর চরিত্র পাওয়া যায়। কিন্তু তাদের হৃদয়গুলি ঈমান শূন্য। তারা পরকালে আল্লাহ্র সাক্ষাৎ কামনা করেনা ও জান্নাতের আশায় কাজ করেনা। তাই ঐসব সদাচরণ ক্ষণস্থায়ী ও ফলবলহীন। তাই এদের দেখে ধোঁকা খাওয়া যাবেনা।

(৬) বিদেশী ভাষায় কথা না বলা। হযরত ওমর (রাঃ) বলেছিলেন, لاَ تَعَلَّمُوا رَطَانَةَ الأَعَاجِمِ– ‘তোমরা বিদেশী ভাষা শিখোনা’।[৭] এর কারণ ছিল যাতে অনারবদের রীতি-নীতি ও কৃষ্টি-কালচার আরবদের মধ্যে প্রবেশ না করে। যা পরবর্তীতে প্রবেশ করেছে অনূদিত বই সমূহের মাধ্যমে। অথচ বিদেশী ভাষায় কথা বলাকে আজকাল বড় ক্রেডিট মনে করা হয়। ফলে সে নিজেরটা হারায়, পরেরটাতেও আনকোরা হয়। কেবল বাধ্যগত অবস্থায় এটি জায়েয। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যায়েদ বিন ছাবেতকে ইবরানী তথা হিব্রু ভাষা শিখতে বলেছিলেন তাদের চিঠি পড়া ও তাদের নিকট চিঠি লেখার জন্য।[৮] এছাড়া তাদের আগত প্রতিনিধির সাথে দোভাষীর কাজ করার জন্য। যাতে তারা মুসলিমদের ধোঁকা দিতে না পারে। মুমিন তার মাতৃভাষায় সবকিছু করবে সহজ ও সাবলীলভাবে। কেননা ভাষা আল্লাহ্র সৃষ্টি এবং এটি তাঁর সৃষ্টিবৈচিত্র্যের অন্যতম নিদর্শন। যেমন তিনি বলেন, وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ– ‘আর তাঁর নিদর্শন সমূহের মধ্যে অন্যতম হ’ল, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করা এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা। নিশ্চয়ই এর মধ্যে বিজ্ঞদের জন্য নিদর্শন সমূহ রয়েছে’ *(রূম ৩০/২২)*।

(৭) অমুসলিমদের অনুকরণে বিভিন্ন স্মৃতিচিহ্ন ও স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন না করা। সেগুলিকে সম্মান করা ও রক্ষণাবেক্ষণ না করা। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর স্মৃতিবিজড়িত হেরা গুহা, ছওর গুহা, বায়‘আতুর রিযওয়ানের বৃক্ষ, হোদায়বিয়ার কূয়া প্রভৃতি। অনুরূপভাবে বদর, ওহোদ, খন্দক যুদ্ধ সমূহ প্রভৃতি স্থান নিয়ে বাড়াবাড়ি করা নিষিদ্ধ।

বর্তমান যুগে নেতাদের ও সৎকর্মশীল মৃত ব্যক্তিদের স্মৃতি বিজড়িত স্থান সমূহ নিয়ে বাড়াবাড়ি চলছে। এসব স্থানকে রীতিমত পূজার স্থানে পরিণত করা হয়েছে। এমনকি দেশের প্রেসিডেন্ট, প্রধান বিচারপতি, প্রধান সেনাপতিদেরকেও এসব স্থানে যেতে বাধ্য করা হচ্ছে। নইলে তাদেরকে রাষ্ট্রদ্রোহী সাব্যস্ত করা হচ্ছে। ২০০২ সালের ২১শে জুন এদেশে একজন প্রেসিডেন্টের তো চাকুরী গেল মুহূর্তের মধ্যে মৃত নেতার কবরে এসে ফুল না দেওয়ার কারণে। অথচ এগুলি সবই অমুসলিমদের সাদৃশ্য অবলম্বন মাত্র। যা ইসলামে নিষিদ্ধ।

অতএব মুসলিম উম্মাহকে সকল প্রকার শয়তানী ধোঁকা থেকে মুখ ফিরিয়ে ছিরাতে মুস্তাক্বীমের অনুসারী হ’তে হবে এবং পরকালে জান্নাত লাভের জন্য দুনিয়াতে পাথেয় সঞ্চয় করতে হবে। আর একদল মুমিন সর্বদা দ্বীনের পাহারাদার হিসাবে কাজ করবে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُوْلُهُ يَنْفُوْنَ عَنْهُ تَحْرِيْفَ الْغَالِيْنَ وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِيْنَ وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِيْنَ– ‘কুরআনের এই ইলমকে বহন করবে পরবর্তী যুগের ন্যায়নিষ্ঠগণ। তারা এই ইলম থেকে সীমালংঘনকারীদের পরিবর্তন, বাতিলপন্থীদের মিথ্যাচার ও মূর্খদের অপব্যাখ্যা সমূহ দূর করে দিবে’।[৯] বস্তুতঃ এরাই হবে আল্লাহ্র দ্বীনের হেফাযতকারী। যারা কোন অবস্থায় অমুসলিমদের সাদৃশ্য অবলম্বন করবে না কথায়-কর্মে, পোষাকে বা ব্যবহারিক রীতি-নীতিতে। আল্লাহ আমাদেরকে উক্ত হকপন্থী দলের অন্তর্ভুক্ত করুন- আমীন!

---

৬. আবুদাঊদ/৪০৩১; মিশকাত হা/৪৩৪৭, রাবী আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ)।
৭. বায়হাক্বী হা/১৯৩৩৩; ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ‘উল ফাতাওয়া ২৫/৩২৫।
৮. আল-ইছাবাহ, যায়েদ বিন ছাবেত ক্রমিক ২৮৮২।
৯. হায়ছামী, মাজমা‘উয যাওয়ায়েদ হা/৬০১; বায়হাক্বী ১০/২০৯ হা/২১৪৩৯; মিশকাত হা/২৪৮; ছহীহাহ হা/২৭০-এর আলোচনা।

ইবাদতের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

(৩য় কিস্তি)

(২) তরীকা সঠিক হওয়া :

ইবাদত কবুলের অন্যতম শর্ত হ'ল ইবাদত সম্পাদনের পদ্ধতি সঠিক হওয়া তথা আল্লাহ ও তদীয় রাসূল প্রদর্শিত পদ্ধতি অনুযায়ী হওয়া। অন্যথায় ইবাদত কবুল হয় না। আল্লাহ বলেন, قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا– 'বলে দাও, আমরা কি তোমাদেরকে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত আমলকারীদের সম্পর্কে জানিয়ে দেব? পার্থিব জীবনে যাদের সকল প্রচেষ্টা বিফলে গেছে। অথচ তারা ভেবেছে যে, তারা সৎকর্ম করছে। ওরা হ'ল তারাই, যারা তাদের প্রতিপালকের আয়াত সমূহকে এবং তার সাথে সাক্ষাতকে অস্বীকার করে। ফলে তাদের সকল কর্ম নিস্ফল হয়ে যায়। ক্বিয়ামতের দিন আমরা তাদের জন্য দাড়িপাল্লা দণ্ডায়মান করব না' *(কাহফ ১৮/১০৩-১০৫)*।

অর্থাৎ আল্লাহ স্বীয় রাসূলের মাধ্যমে ইবাদত করার যে পদ্ধতি মানুষকে জানিয়েছেন, সে পদ্ধতিতে ইবাদত না করলে তা কবুল হবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ أَحْدَثَ فِى أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ، 'যে ব্যক্তি আমাদের এই দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু প্রবর্তন করবে, তা প্রত্যাখ্যাত'।[১] তিনি আরো বলেন,مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا، فَهُوَ رَدٌّ، 'যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করল, যাতে আমাদের নির্দেশনা নেই, তা প্রত্যাখ্যাত'।[২]

রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত অনুসরণের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন,وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا، 'আর রাসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত হও' *(হাশর ৫৯/৭)*। তিনি আরো বলেন, قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، 'তুমি বল, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তবে আমার অনুসরণ কর। তাহ'লে আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন ও তোমাদের গোনাহসমূহ মাফ করে দিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(আলে ইমরান ৩/৩১)*।

রাসূল (ছাঃ) স্বয়ং সুন্নাত আঁকড়ে ধরার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِى وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّيْنَ الرَّاشِدِيْنَ تَمَسَّكُوْا بِهَا وَعَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، 'অতএব তোমরা অবশ্যই আমার সুন্নাত এবং আমার হিদায়াতপ্রাপ্ত খলীফাগণের সুন্নাত অনুসরণ করবে ও তা শক্তভাবে আঁকড়ে ধরবে। আর তা মাড়ির দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে থাকবে। সাবধান! (ধর্মে) নবাবিষ্কার থেকে বেঁচে থাকবে। কারণ প্রতিটি নবাবিষ্কার হ'ল বিদ'আত এবং প্রতিটি বিদ'আত হ'ল ভ্রষ্টতা'।[৩] তিনি আরো বলেন, كُلُّ أُمَّتِى يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، إِلاَّ مَنْ أَبَى. قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَمَنْ يَأْبَى، قَالَ مَنْ أَطَاعَنِى دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِى فَقَدْ أَبَى، 'আমার সকল উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে, তবে 'আবা' ব্যতীত। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, 'আবা' কে? তিনি বললেন, যে আমার অনুসরণ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যে আমার অবাধ্য হবে সে-ই 'আবা' বা অস্বীকারকারী'।[৪] অতএব সকল ইবাদত রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত তথা তাঁর তরীকা মোতাবেক সম্পন্ন হ'তে হবে।

দ্বীনের মধ্যে কেউ বিদ'আত করলে ঐ ব্যক্তির কোন আমল কবুল হয় না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ. 'যদি কেউ এতে (মদীনায়) বিদ'আত করে অথবা বিদ'আতীকে আশ্রয় দেয়, তাহ'লে তার উপর আল্লাহ, ফেরেশতা মণ্ডলী ও সকল মানুষের অভিসম্পাত। ঐ ব্যক্তির কোন ফরয ও নফল ইবাদত কবুল হবে না'।[৫]

সুন্নাত পরিপন্থী আমল করার কারণে পরকালে ঐ আমলকারী রাসূল (ছাঃ)-এর শাফা'আত থেকেও বঞ্চিত হবে। হাদীছে এসেছে,

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم إِنِّى فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، مَنْ مَرَّ عَلَىَّ شَرِبَ، وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا، لَيَرِدَنَّ عَلَىَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِى، ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِى وَبَيْنَهُمْ فَأَقُوْلُ إِنَّهُمْ مِنِّيْ. فَيُقَالُ: إِنَّكَ لاَ تَدْرِيْ مَا أَحْدَثُوْا بَعْدَكَ؟ فَأَقُوْلُ : سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِيْ،

'সাহল ইবনু সা'দ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আমি তোমাদের পূর্বেই হাওযে কাওছারের কাছে পৌঁছে যাব। যে ব্যক্তি আমার কাছে পৌঁছবে, সে পানি পান করবে। আর যে একবার পান করবে, সে আর কখনো পিপাসিত হবে না। এমন সময় আমার কাছে এমন কিছু লোক আসবে যাদেরকে আমি চিনতে পারব এবং তারাও আমাকে চিনতে পারবে। অতঃপর আমার ও তাদের

১. *বুখারী হা/২৬৯৭; মিশকাত হা/১৪০।*
২. *বুখারী তরজমাতুল বাব-২০; মুসলিম হা/১৭১৮।*
৩. *আবূদাঊদ হা/৪৬০৭; মিশকাত হা/১৬৫; ছহীহুল জামে' হা/২৫৪৯।*
৪. *বুখারী হা/৭২৮০; মিশকাত হা/১৪৩।*
৫. *বুখারী হা/১৮৭০; মুসলিম হা/১৩৬৬।*

www.at-tahreek.com

মাঝে আড়াল করে দেয়া হবে। তখন আমি বলব, এরাতো আমার উম্মত। তখন আমাকে বলা হবে, আপনি জানেন না, আপনার অবর্তমানে তারা কি নতুন সৃষ্টি করেছিল। আমি তখন বলব, যারা আমার অবর্তমানে (আমার দ্বীনে) পরিবর্তন করেছ, তারা দূর হও, দূর হও'।[৬] অর্থাৎ এ ধরনের লোক আমার শাফা'আত ও আল্লাহ্র রহমত থেকে বঞ্চিত হবে।

রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতের বিপরীত আমল করলে পরিণতি হবে জাহান্নাম। তিনি বলেন, وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِى النَّارِ. '(দ্বীনের মধ্যে) প্রত্যেক নবাবিষ্কৃত বিষয়ই নিকৃষ্ট। আর প্রত্যেক নতুন সৃষ্টিই বিদ'আত এবং প্রত্যক বিদ'আতই ভ্রষ্টতা। আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম হ'ল জাহান্নাম'।[৭]

(৩) ইখলাছ বা একনিষ্ঠতা :

ইবাদত কবুলের আরেকটি শর্ত হচ্ছে ইখলাছ বা একনিষ্ঠতা। যেকোন আমল আল্লাহ্র জন্য খাছ করাকে ইখলাছ বলা হয়। ইখলাছ সম্পর্কে কুরআন ও হাদীছে অনেক বর্ণনা এসেছে। তন্মধ্যে কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হ'ল।-

আল্লাহ বলেন, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ، 'তাদেরকে এছাড়া কোন নির্দেশ করা হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্র ইবাদত করবে' *(বাইয়েনাহ ৯৫/৫)*।

আল্লাহ স্বীয় নবীকে সম্বোধন করে বলেন, قُلِ اللهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِيْنِيْ، فَاعْبُدُوْا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُوْنِهِ، 'বল, আমি নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ্র ইবাদত করি। অতএব তোমরা তাঁর পরিবর্তে যার ইচ্ছা ইবাদত কর' *(যুমার ৩৯/১৪-১৫)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّيْنَ، أَلَا لِلَّهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ- 'আমরা তোমার নিকট এই কিতাব যথার্থরূপে নাযিল করেছি। অতএব তুমি একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্র ইবাদত কর। জেনে রাখ, নিষ্ঠাপূর্ণ ইবাদত আল্লাহ্রই নিমিত্তে' *(যুমার ৩৯/২-৩)*।

ইখলাছ বা নিয়তের যথার্থতার উপরে মানুষের কর্মফল নির্ভর করে। ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لاِمْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيْبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. 'নিঃসন্দেহে যাবতীয় আমলের ফলাফল নিয়তের উপর নির্ভরশীল। প্রত্যেককে তার নিয়ত অনুযায়ী প্রতিদান দেয়া হবে। অতএব যার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হবে, সে হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টি হিসাবেই গণ্য হবে। আর যার হিজরত দুনিয়া অর্জন অথবা কোন মহিলাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে হবে, তার হিজরত সে হিসাবেই গণ্য হবে'।[৮] এ হাদীছের ব্যাখ্যায় ইবনু রজব হাম্বলী (রহঃ) বলেন,

وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام كما أن حديث الأعمال بالنيات ميزان للأعمال في باطنها وهو ميزان للأعمال في ظاهرها فكما أن كل عمل لا يراد به وجه الله تعالى فليس لعامله فيه ثواب فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله فهو مردود على عامله،

'এই হাদীছটি ইসলামের মূলনীতি সমূহের একটি বড় মূলনীতি। যেমনভাবে এ নিয়তের হাদীছটি গোপন ও প্রকাশ্য আমলের মানদণ্ড। অনুরূপভাবে প্রত্যেক আমল, যা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করা হয় না, তাতে আমলকারীর জন্য কোন ছওয়াব নেই। তদ্রূপ প্রত্যেক ঐ আমল, যাতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ থাকে না, তা আমলকারীর প্রতি ফেরৎ দেওয়া হয়'।[৯]

ইবাদতে ইখলাছ না থাকলে তা নিষ্ফল হয়ে যায়। আল্লাহ বলেন, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا 'আর আমরা সেদিন তাদের কৃতকর্ম সমূহের দিকে মনোনিবেশ করব। অতঃপর সেগুলিকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করব' *(ফুরক্বান ২৫/২৩)*। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, وذلك لأنها فقدت الشرط الشرعي، إما الإخلاص فيها، وإما المتابعة لشرع الله. فكل عمل لا يكون خالصا وعلى الشريعة المرضية، فهو باطل. 'এটা এজন্য যে, এখানে শারঈ শর্ত অনুপস্থিত রয়েছে। তা হ'ল আমলে ইখলাছ বা একনিষ্ঠতা এবং আল্লাহ্র বিধানের অনুগামী হওয়া। সুতরাং প্রত্যেক আমল, যা একনিষ্ঠভাবে সম্পাদিত হয় না এবং শরী'আত অনুযায়ী হয় না তা বাতিল।[১০]

মহান আল্লাহ মানুষের অন্তরের প্রতি তথা তার নিয়তের প্রতি লক্ষ্য করেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوْبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. 'আল্লাহ তোমাদের আকৃতি এবং সম্পদের দিকে তাকান না। তবে তিনি তোমাদের অন্তর ও আমলের দিকে তাকান'।[১১] আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ شَجَاعَةً وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً وَيُقَاتِلُ رِيَاءً أَىُّ ذَلِكَ فِى

৬. *বুখারী হা/৬৫৮৩; মুসলিম হা/২২৯৬; মিশকাত হা/৫৫৭১।*
৭. *নাসাঈ হা/১৫৭৮; ইবনু মাজাহ হা/৪৫; ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/১৭৮৫।*
৮. *বুখারী হা/১, ৬৬৮৯; মুসলিম হা/১৯০৭; মিশকাত হা/১।*
৯. *ইবনু রজব হাম্বলী, জামেউল উলূম ওয়াল হিকাম (বৈরূত : দারুল মা'রিফাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪০৮ হিঃ), পৃঃ ৫৯।*
১০. *তাফসীর ইবনে কাছীর ৬/১০৩ পৃঃ।*
১১. *মুসলিম হা/৪৬৫১; মিশকাত হা/৫৩১৪।*

سَبِيلِ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِى سَبِيلِ اللهِ. 'রাসূল (ছাঃ)-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, ঐ সকল ব্যক্তি সম্পর্কে, যারা লড়াই করে বীরত্ব প্রকাশের জন্য, লড়াই করে অহমিকা প্রদর্শনের জন্য ও লড়াই করে লোক দেখানো ভাবনা নিয়ে। তাদের মধ্যে কে আল্লাহ্র জন্য লড়াই করল? রাসূল (ছাঃ) বললেন, যে লড়াই করে আল্লাহ্র কালেমা (বাণী) উঁচু করার জন্য সেই আল্লাহ্র পথে লড়াই করে'।[১২]

প্রকৃত ইখলাছ বা একনিষ্ঠতা হচ্ছে, আল্লাহ্র সন্তুষ্টি এবং পরকালীন শান্তি ও মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে ইবাদত করা। যেমন আল্লাহ বলেন, وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، 'আর তার প্রতি কারও অনুগ্রহের প্রতিদান হিসাবে নয়, বরং শুধু তার মহান প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের প্রত্যাশায়' *(লায়ল ৯২/১৯-২০)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، 'যে কেউ পার্থিব সুখ-সম্ভোগ কামনা করে, আমি তাকে যা ইচ্ছা সত্বর দিয়ে থাকি। পরে তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত করে দেই, তারা তাতে নিন্দিত-বিতাড়িত অবস্থায় প্রবেশ করবে। আর যারা (ঈমান নিয়ে) পরকাল কামনা করে এবং এর জন্য যথাযথ চেষ্টা-সাধনা করে, তাদের চেষ্টা স্বীকৃত হয়ে থাকে' *(বানী ইসরাঈল ১৭/১৮-১৯)*।

বস্তুতঃ আমল বিশুদ্ধ হবার জন্য প্রয়োজন মনের সকল প্রকার রোগ হ'তে অন্তরকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা। যেমন হিংসা-অহংকার, ধোঁকা-প্রতারণা, গীবত-তোহমত, চোগলখুরী, পরশ্রীকাতরতা ইত্যাদি। তদ্রূপ মানুষের দোষ-ত্রুটির দিকে দৃষ্টি দেওয়া থেকেও নিজেকে দূরে রাখতে হবে। আর ইবাদতের মাধ্যমে মানুষের প্রশংসা অর্জন, অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়া, তাদের খেদমত বা ভালবাসা অর্জন করার উদ্দেশ্য পরিহার করতে হবে। কারণ এসবই হচ্ছে মাখলূকের নিকট মুখাপেক্ষী হওয়া। যা শিরকের নামান্তর। হাদীছে কুদসীতে আল্লাহ বলেন, أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِى غَيْرِى تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ 'আমি শিরককারীদের শিরক হ'তে সম্পূর্ণ মুক্ত। যে ব্যক্তি আমলে (ইবাদতে) আমার সাথে অন্যকে শরীক করে, আমি তাকে তার সেই শিরকসহ বর্জন করি'।[১৩]

তিনি আরো বলেন, أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ فَمَنْ عَمِلَ لِى عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ غَيْرِى فَأَنَا مِنْهُ بَرِىءٌ وَهُوَ لِلَّذِى أَشْرَكَ، 'আমি শিরককারীদের শিরক থেকে মুক্ত। যে ব্যক্তি আমার জন্য কোন আমল করল এবং তাতে শরীক করল, আমি এ শিরক থেকে মুক্ত। আর তা হবে ঐ ব্যক্তির জন্য, যার সাথে সে শরীক করল'।[১৪] অন্য একটি হাদীছে এসেছে,

عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الأَصْغَرُ. قَالُوا وَمَا الشِّرْكُ الأَصْغَرُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ الرِّيَاءُ يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا جُزِىَ النَّاسُ بِأَعْمَالِهِمْ اذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاءُونَ فِى الدُّنْيَا فَانْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً.

'মাহমূদ ইবনু লাবীদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, আমি তোমাদের জন্য যে ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা বেশী আশঙ্কা করছি তাহ'ল ছোট শিরক। লোকেরা (ছাহাবীগণ) প্রশ্ন করল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! ছোট শিরক কি? তিনি বললেন, লোক দেখানো আমল। আমলের বিনিময় প্রদানের দিন আল্লাহ ঐ সকল লোকেদেরকে বলবেন, তোমরা সেই সমস্ত লোকদের কাছে যাও, যাদেরকে দেখিয়ে দুনিয়াতে তোমরা আমল করেছিলে। আর লক্ষ্য করো তাদের নিকট থেকে কোন বিনিময় পাও কি-না'?[১৫]

ছোট শিরক বা গোপন শিরকের উদাহরণ হাদীছে এভাবে এসেছে,

عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَشِرْكَ السَّرَائِرِ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا شِرْكُ السَّرَائِرِ؟ قَالَ : يَقُومُ الرَّجُلُ فَيُصَلِّي فَيُزَيِّنُ صَلاَتَهُ جَاهِدًا لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ النَّاسِ إِلَيْهِ، فَذَلِكَ شِرْكُ السَّرَائِرِ.

'মাহমূদ বিন লাবীদ (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) (একদা স্বগৃহ হ'তে) বের হয়ে বললেন, হে মানবমণ্ডলী! তোমরা গুপ্ত শিরক হ'তে সাবধান হও। তারা (ছাহাবীগণ) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! গুপ্ত শিরক কি? তিনি বললেন, মানুষ ছালাতে দাঁড়িয়ে তার ছালাতকে সুশোভিত করে, যাতে লোকেরা তার প্রতি লক্ষ্য করে দেখে। এটাই (লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে ছালাত আদায় করা) হ'ল গুপ্ত শিরক'।[১৬]

পক্ষান্তরে ইখলাছ যথার্থ হ'লে আমল না করেও ছওয়াব বা প্রতিদান পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে হাদীছে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيمَا يَرْوِى عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ قَالَ إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا

১২. *মুসলিম হা/১৯০৪; ইবনু মাজাহ হা/২৭৮৩; তিরমিযী হা/১৬৪৬।*
১৩. *মুসলিম হা/২৯৫৮; মিশকাত হা/৫৩১৫।*
১৪. *ইবনু মাজাহ হা/৪২০২; ছহীহুত তারগীব হা/৩৪।*
১৫. *আহমাদ হা/২৩৬৮৬; মিশকাত হা/৫৩৩৪; ছহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৩২; ছহীহাহ হা/৯৫১।*
১৬. *বায়হাক্বী হা/৩৪০০; ইবনে খুযাইমা হা/৯৩৭; ছহীহুত তারগীব হা/৩১।*

فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً.

'ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) তাঁর প্রতিপালক হ'তে বর্ণনা করে বলেন (হাদীছে কুদসী), আল্লাহ নেকী ও গোনাহ লিখে দেন। এরপর সেগুলোর বর্ণনা দেন। সুতরাং যে ব্যক্তি কোন সৎ কাজের ইচ্ছা করল, কিন্তু তা বাস্তবায়ন করল না, আল্লাহ তার জন্য একটি পূর্ণ নেকী লিখবেন। আর যে ভাল কাজের ইচ্ছা করল এবং তা বাস্তবায়নও করল তবে আল্লাহ তার জন্য দশ গুণ থেকে সাতশ' গুণ পর্যন্ত এমনকি এর চেয়েও অধিক নেকী লিখে দেন। আর যে ব্যক্তি কোন মন্দ কাজের ইচ্ছা করল, কিন্তু তা বাস্তবায়ন করল না, আল্লাহ তাঁর কাছে তার জন্য পূর্ণ নেকী লিখবেন। আর যদি সে মন্দ কাজের ইচ্ছা করার পর তা বাস্তবায়ন করে, তবে তার জন্য আল্লাহ মাত্র একটা গুনাহ লিখেন'।[১৭]

ইখলাছের কারণে জিহাদ না করেও জিহাদের ছওয়াব পাওয়া যায়। জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বর্ণিত, তিনি বলেন, كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِى غَزَاةٍ فَقَالَ إِنَّ بِالْمَدِينَةِ لَرِجَالاً مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا وَلاَ قَطَعْتُمْ وَادِيًا إِلاَّ كَانُوا مَعَكُمْ حَبَسَهُمُ الْمَرَضُ. 'আমরা নবী করীম (ছাঃ)-এর সাথে এক যুদ্ধে ছিলাম। তখন তিনি বললেন, মদীনাতে কিছু লোক এমন আছে যে, তোমরা যত সফর করছ এবং যে কোন উপত্যকা অতিক্রম করছ, তারা তোমাদের সঙ্গে আছেন। অসুস্থতা তাদেরকে আঁটকে রেখেছে'।[১৮] আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ فِى غَزَاةٍ فَقَالَ إِنَّ أَقْوَامًا بِالْمَدِينَةِ خَلْفَنَا، مَا سَلَكْنَا شِعْبًا وَلاَ وَادِيًا إِلاَّ وَهُمْ مَعَنَا فِيهِ، حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ. 'নবী করীম (ছাঃ) এক যুদ্ধে ছিলেন, তখন তিনি বললেন, কিছু লোক মদীনায় আমাদের পেছনে রয়েছে। আমরা যে কোন ঘাঁটি বা উপত্যকা অতিক্রম করি না কেন তারা আমাদের সঙ্গেই আছেন। ওযরই তাদের আঁটকে রেখেছে'।[১৯]

ইখলাছপূর্ণ ইবাদতের কারণে পরকালে মুক্তি পাওয়া যাবে। এ প্রসঙ্গে, আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, يَغْزُو جَيْشٌ الْكَعْبَةَ، فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الأَرْضِ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ. قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، وَفِيهِمْ أَسْوَاقُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ. قَالَ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ. 'একদল সৈন্য কা'বা (ধ্বংসের উদ্দেশ্যে) অভিযান চালাবে। যখন তারা বায়দা নামক স্থানে পৌঁছবে তখন তাদের আগের পিছের সকলকে যমীনে ধ্বসিয়ে দেয়া হবে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! তাদের অগ্রবাহিনী ও পশ্চাৎবাহিনী সকলকে কিভাবে ধ্বসিয়ে দেয়া হবে, অথচ সেনাবাহিনীতে তাদের বাযারের (পণ্য-সামগ্রী বহনকারী) লোকও থাকবে এবং এমন লোকও থাকবে যারা তাদের দলভুক্ত নয়। তিনি বললেন, তাদের আগের পিছের সকলকে ধ্বসিয়ে দেয়া হবে। তারপরে (ক্বিয়ামতের দিন) তাদের নিয়ত অনুযায়ী উঠানো হবে'।[২০]

ইখলাছপূর্ণ আমলের কারণে দুনিয়াবী জীবনেও বড় বড় বিপদ-মুছীবত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তোমাদের পূর্ববর্তীদের মধ্যে তিন ব্যক্তি সফরে বের হয়ে তারা রাত কাটাবার জন্য একটি গুহায় আশ্রয় নেয়। হঠাৎ পাহাড় হ'তে এক খণ্ড পাথর পড়ে গুহার মুখ বন্ধ হয়ে যায়। তখন তারা নিজেদের মধ্যে বলতে লাগল, তোমাদের সৎকর্মের অসীলায় আল্লাহ্র কাছে দো'আ করা ছাড়া আর কোন কিছুই এ পাথর হ'তে তোমাদেরকে মুক্ত করতে পারবে না। তখন তাদের মধ্যে একজন বলতে লাগল, হে আল্লাহ! আমার পিতা-মাতা খুব বৃদ্ধ ছিলেন। আমি কখনো তাদের আগে আমার পরিবার-পরিজনকে কিংবা দাস-দাসীকে দুধ পান করাতাম না। একদিন কোন একটি জিনিসের তালাশে আমাকে অনেক দূরে চলে যেতে হয়। কাজেই আমি তাঁদের ঘুমিয়ে পড়ার পূর্বে ফিরতে পারলাম না। আমি তাঁদের জন্য দুধ দোহন করে নিয়ে এলাম। কিন্তু তাঁদেরকে ঘুমন্ত পেলাম। তাদের আগে আমার পরিবার-পরিজন ও দাস-দাসীকে দুধ পান করতে দেওয়াটাও আমি পসন্দ করলাম না। তাই আমি তাঁদের জেগে উঠার অপেক্ষায় পেয়ালাটি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। এভাবে ভোরের আলো ফুটে উঠল। তারপর তাঁরা জাগলেন এবং দুধ পান করলেন। হে আল্লাহ! যদি আমি তোমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এ কাজ করে থাকি, তবে এ পাথরের কারণে আমরা যে বিপদে পড়েছি, তা আমাদের হ'তে দূর করে দাও। ফলে পাথর সামান্য সরে গেল, কিন্তু তাতে তারা বের হ'তে পারল না।

নবী করীম (ছাঃ) বলেন, তারপর দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ! আমার এক চাচাতো বোন ছিল। সে আমার খুব প্রিয় ছিল। আমি তার সাথে সঙ্গত হ'তে চাইলাম। কিন্তু সে বাধা দিল। তারপর এক বছর ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে সে আমার কাছে (সাহায্যের জন্য) এল। আমি তাকে একশ' বিশ দীনার এ শর্তে দিলাম যে, সে আমার সাথে একান্তে মিলিত হবে। তাতে সে রাযী হ'ল। আমি যখন সম্পূর্ণ সুযোগ লাভ করলাম, তখন সে বলল, আমি তোমাকে অবৈধভাবে মোহর ভাঙ্গার অনুমতি দিতে পারি না। ফলে সে আমার সর্বাধিক প্রিয় হওয়া

---

১৭. বুখারী হা/৬৪৯১; মুসলিম হা/১৩১; মিশকাত হা/২৩৭৪।
১৮. মুসলিম হা/১৯১১।
১৯. বুখারী হা/২৮৩৯; ছহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব হা/১২।
২০. বুখারী হা/২১১৮; মুসলিম হা/২৮৮৩।

সত্ত্বেও আমি তার সাথে সঙ্গত হওয়া পাপ মনে করে তার কাছ হ'তে ফিরে আসলাম এবং আমি তাকে যে স্বর্ণমুদ্রা দিয়েছিলাম, তাও ছেড়ে দিলাম। হে আল্লাহ! আমি যদি এ কাজ তোমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য করে থাকি, তবে আমরা যে বিপদে পড়ে আছি তা দূর কর। তখন সেই পাথরটি (আরো একটু) সরে পড়ল। কিন্তু তাতে তারা বের হ'তে পারছিল না।

নবী করীম (ছাঃ) বলেন, তারপর তৃতীয় ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ! আমি কয়েকজন মজুর নিয়োগ করেছিলাম এবং আমি তাদেরকে তাদের মজুরীও দিয়েছিলাম। কিন্তু একজন লোক তার প্রাপ্য না নিয়ে চলে গেল। আমি তার মজুরীর টাকা কাজে খাটিয়ে তা বাড়াতে লাগলাম। তাতে প্রচুর ধন-সম্পদ অর্জিত হ'ল। কিন্তু কিছুকাল পর সে আমার নিকট এসে বলল, হে আল্লাহ্র বান্দা! আমাকে আমার মজুরী দিয়ে দাও। আমি তাকে বললাম, এসব উট, গরু, ছাগল ও গোলাম যা তুমি দেখতে পাচ্ছ, তা সবই তোমার মজুরী। সে বলল, হে আল্লাহ্র বান্দা! তুমি আমার সাথে বিদ্রূপ করো না। তখন আমি বললাম, আমি তোমার সাথে মোটেই বিদ্রূপ করছি না। তখন সে সবই গ্রহণ করল এবং নিয়ে চলে গেল। তা হ'তে একটাও ছেড়ে গেল না। হে আল্লাহ! আমি যদি তোমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য এ কাজ করে থাকি, তবে আমরা যে বিপদে পড়েছি, তা দূর কর। তখন সে পাথরটি সম্পূর্ণ সরে পড়ল। তারপর তারা বেরিয়ে এসে পথ চলতে লাগল'।[২১]

পক্ষান্তরে ইবাদতে ইখলাছ না থাকলে পরকালে শাস্তি পেতে হবে ও জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হ'তে হবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'নিশ্চয়ই সর্বপ্রথম ব্যক্তি ক্বিয়ামতের দিন যার ফায়ছালা করা হবে, সে ব্যক্তি যে শহীদ হয়েছিল। তাকে আনা হবে, অতঃপর তাকে তাঁর (আল্লাহ্র) নে'মতরাজি জানানো হবে, সে তা স্বীকার করবে। তিনি বলবেন, তুমি এর বিনিময়ে কি আমল করেছ? সে বলবে, আপনার জন্য জিহাদ করে এমনকি শহীদ হয়েছি। তিনি বলবেন, মিথ্যা বলেছ, তবে তুমি এজন্য জিহাদ করেছ যেন তোমাকে বীর বলা হয়, অতএব তোমাকে তা বলা হয়েছে। অতঃপর তার ব্যাপারে নির্দেশ দেয়া হবে, তাকে তার চেহারার ওপর ভর করে টেনে-হিঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ কর। তাকে তাই করা হবে। আরও এক ব্যক্তি যে ইলম শিখেছে, শিক্ষা দিয়েছে ও কুরআন তিলাওয়াত করেছে। তাকে আনা হবে। অতঃপর তাকে তাঁর নে'মতরাজি জানানো হবে, সে তা স্বীকার করবে। তিনি বলবেন, তুমি এর বিনিময়ে কি আমল করেছ? সে বলবে, আমি ইলম শিখেছি, শিক্ষা দিয়েছি ও আপনার জন্য কুরআন তিলাওয়াত করেছি। তিনি বলবেন, মিথ্যা বলেছ। তবে তুমি ইলম শিক্ষা করেছ যেন বলা হয়, সে আলেম; কুরআন তিলাওয়াত করেছ যেন বলা হয়, সে ক্বারী। অতএব তা বলা হয়েছে। অতঃপর তার ব্যাপারে নির্দেশ দেয়া হবে যে, তাকে চেহারার ওপর ভর করে টেনে-হিঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার, তাকে তাই করা হবে। আরও এক ব্যক্তি যাকে আল্লাহ সচ্ছলতা দিয়েছেন ও সকল প্রকার সম্পদ দান করেছেন, তাকে আনা হবে। তাকে তাঁর নে'মতরাজি জানানো হবে, সে তা স্বীকার করবে। তিনি বলবেন, তুমি এর বিনিময়ে কি আমল করেছ? সে বলবে, এমন খাত নেই যেখানে খরচ করা আপনি পসন্দ করেন, আমি তাতে আপনার জন্য খরচ করিনি। তিনি বলবেন, মিথ্যা বলেছ। তুমি তো খরচ করেছ যেন বলা হয়, সে দানশীল। অতএব তা বলা হয়েছে। অতঃপর তার ব্যাপারে নির্দেশ দেয়া হবে, তাকে তার চেহারার ওপর ভর করে টেনে-হিঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে'।[২২]

অতএব উপরোক্ত তিনটি শর্ত ব্যতীত ইবাদত কবুল হবে না। আক্বীদা সঠিক হওয়া ইবাদতের অস্তিত্বের জন্য শর্ত। ইখলাছ বা নিয়ত সঠিক হওয়া এবং ইবাদত সুন্নাত অনুযায়ী সম্পন্ন হওয়া ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য আবশ্যিক পূর্বশর্ত। অতএব ইবাদত কবুল হওয়ার আশা করা যাবে, যদি ঐ তিনটি শর্ত একত্রে পাওয়া যায়। আর এসব ব্যতিরেকে ইবাদত কবুলের আশা করা নির্বুদ্ধিতা মাত্র। এমনকি নিয়তের বিশুদ্ধতা তথা ইখলাছের তারতম্যে ইবাদত ছোট অথবা বড় শিরকে পরিণত হয়ে যায়। ইবাদতের উদ্দেশ্য যদি গায়রুল্লাহ হয়, তাহ'লে তা হবে শিরক। ইবাদতে যদি রিয়া বা লোক দেখানো ভাবনা চলে আসে, তাহ'লে ঐ ইবাদত ছোট শিরকে পরিণত হয়ে যায়। আর নিয়তের বিশুদ্ধতা থাকার পরও যদি আমল সুন্নাত মোতাবিক না হয়, তাহ'লে তা হবে বিদ'আত ও শরী'আতে নবাবিষ্কৃত কাজ, যার পরিণাম ভ্রষ্টতা। এটা নিঃসন্দেহে প্রত্যাখ্যাত। আর কোন কাজ ইখলাছ এবং সুন্নাতে রাসূলের অনুসরণ ছাড়া কবুল হয় না।

এজন্য ফুযাইল ইবনু আয়ায আল্লাহ্র বাণী, لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا 'তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য, কে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সুন্দর আমল করে'? *(মুলক ৬৭/২)* এর তাফসীরে বলেন, 'সেটা হচ্ছে আমলে একনিষ্ঠতা ও যথার্থতা। তারা বলল, হে আবু আলী! আমলের একনিষ্ঠতা ও যথার্থতা কি? উত্তরে তিনি বলেন, যখন আমল ইখলাছপূর্ণ হবে কিন্তু সঠিকভাবে আদায় করা হয় না, তা কবুল হবে না। আবার সঠিকভাবে আদায় হ'লেও একনিষ্ঠ না হ'লে তাও কবুল হবে না যতক্ষণ তা ইখলাছপূর্ণ ও বিশুদ্ধ না হয়। ইখলাছ হচ্ছে কেবল মাত্র আল্লাহ্র জন্য ইবাদত হওয়া। আর বিশুদ্ধতা হচ্ছে রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত অনুযায়ী ইবাদত সম্পন্ন হওয়া। অতঃপর তিনি আল্লাহ্র বাণী পাঠ করেন। (অর্থ) 'যে তার প্রভুর সাথে সাক্ষাতের আশা করে সে যেন নেক আমল করে এবং তার প্রভুর ইবাদতে কাউকে শরীক না করে' *(কাহফ ১৮/১১০)*।[২৩] *(ক্রমশঃ)*

---

২১. বুখারী হা/২২১৫, ২২৭২; মুসলিম হা/২৭৪৩।

২২. মুসলিম হা/১৯০৫; ছহীহুল জামে' হা/২০১৪।

২৩. ইবনুল ক্বাইয়িম, মাদারিজুস সালেকীন ২/৯৩; তাফসীরে বাগাভী ৫/১২৪।

জুম'আর পূর্বে সুন্নাতে রাতেবা : একটি পর্যালোচনা

-মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম

জুম'আর দিন মুসলমানদের সাপ্তাহিক ঈদ। এটি সপ্তাহের শ্রেষ্ঠ দিন। এ দিনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজের সমাধান করা হয়েছে। এ দিনে আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ দিনে তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে এবং এ দিনেই তাঁকে জান্নাত থেকে বের করে (দুনিয়ায় পাঠিয়ে) দেয়া হয়েছে। আর ক্বিয়ামতও সংঘটিত হবে জুম'আর দিনেই।[১] রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমাদের দিনগুলির মধ্যে সর্বোত্তম দিন হচ্ছে জুম'আর দিন। সুতরাং ঐ দিন তোমরা আমার উপর অধিকমাত্রায় দরূদ পড়। কেননা তোমাদের দরূদ আমার কাছে পেশ করা হয়। লোকেরা বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি তো (মৃত্যুর পর) পচে-গলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবেন। তখন আমাদের দরূদ কিভাবে আপনার কাছে পেশ করা হবে? তিনি বললেন, আল্লাহ নবী-রাসূলগণের দেহসমূহকে খেয়ে ফেলা মাটির উপর হারাম করে দিয়েছেন।[২]

এই দিনে একটি সময় আছে যখন লোকদের দো'আ কবুল হয়। এজন্য এই দিনের যাবতীয় ইবাদত সুন্নাহ ভিত্তিক হওয়া আবশ্যক। বিশেষতঃ জুম'আর দিনের নফল ছালাত। এই নফল ছালাতের নাম নিয়ে যেমন রয়েছে বিভ্রান্তি তেমনি রাক'আত সংখ্যার ব্যাপারেও রয়েছে মতপার্থক্য। একশ্রেণীর আলেম রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের আমলকে তোয়াক্কা না করে যঈফ ও জাল বর্ণনাকে পুঁজি করে সমাজে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন। অপরদিকে যারা ছহীহ হাদীছ ও সালাফদের আমলের অনুসরণ করছেন তাদের দ্বীনী ইলম নিয়ে অনর্থক সমালোচনা করা হচ্ছে। বিষয়টি স্পষ্ট করে তোলার জন্যই আমাদের এই প্রয়াস।-

জুম'আর ফরয ছালাতের পূর্বে করণীয় :

জুম'আর দিন আগেভাগে মসজিদে যাওয়ার বিশেষ ফযীলত রয়েছে। যেমন উট, গরু, দুম্বা কুরবানীর ছওয়াব বা মুরগী ও ডিম দান করার ছওয়াব। সেজন্য মুছল্লীগণ মসজিদে তাড়াতাড়ি গমন করে ইমামের খুৎবার জন্য মিম্বরে আরোহণের পূর্ব পর্যন্ত নফল ছালাত আদায় করবেন। সেটি দুই, চার, ছয়, আট বা আরো অধিক রাক'আত হ'তে পারে।[৩] কারণ হাদীছে নির্দিষ্ট রাক'আত সংখ্যা উল্লেখ করা হয়নি। তাছাড়া রাসূল (ছাঃ), ছাহাবায়ে কেরাম বা তাবেঈনে ইযামের আমল ও বাণী দ্বারা জুম'আর পূর্বে চার বা দুই রাক'আত সুন্নাতে রাতেবা প্রমাণিত নয়।

যেমন সালমান ফারেসী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لاَ يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ، أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ، فَلاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّى مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الإِمَامُ، إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى، 'যে ব্যক্তি জুম'আর দিন গোসল করবে এবং সাধ্যমত পবিত্রতা অর্জন করবে, তারপর নিজের তেল হ'তে তার শরীরে কিছু মাখাবে অথবা ঘরে সুগন্ধি থাকলে কিছু সুগন্ধি লাগাবে। তারপর মসজিদের দিকে রওনা হবে। দু'ব্যক্তির মধ্যে ফাঁক করবে না। অতঃপর যতটুকু সম্ভব ছালাত (নফল) আদায় করবে এবং চুপচাপ বসে ইমামের খুৎবা শুনবে। তার এই জুম'আ ও আগের জুম'আর মধ্যবর্তী সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে'।[৪] অন্য বর্ণনায় এসেছে, مَنِ اغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى، وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، 'যে ব্যক্তি গোসল করে জুম'আর ছালাত আদায় করতে আসল ও যতটুকু সম্ভব ছালাত আদায় করল, ইমামের খুৎবা শেষ হওয়া পর্যন্ত চুপচাপ থাকল। এরপর ইমামের সাথে ছালাত (ফরয) আদায় করল। তাহ'লে তার এই জুম'আ থেকে বিগত জুম'আর মাঝখানের, বরং এর চেয়েও তিন দিন আগের গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হবে'।[৫]

সম্মানিত পাঠক, রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী- فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ 'যতটুকু সম্ভব ছালাত আদায় করল' বাক্য দ্বারা এ কথা সুস্পষ্ট যে, রাসূল (ছাঃ) এ সময়ে অধিক রাক'আত নফল ছালাত আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন। অন্য রেওয়ায়াতে এসেছে, ثُمَّ يَرْكَعُ مَا قُضِيَ لَهُ، আবার কোন রেওয়ায়াতে এসেছে, فَيَرْكَعُ إِنْ بَدَا لَهُ، যেগুলোর সারমর্ম হচ্ছে- সময় ও সাধ্যানুযায়ী খুৎবা শুরুর পূর্ব পর্যন্ত নফল ছালাত আদায় করতে থাকবে।[৬] উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, أَنَّ التَّنَفُّلَ قَبْلَ خُرُوْجِ الْإِمَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مُسْتَحَبٌّ، 'জুম'আর দিনে ইমামের খুৎবার জন্য বের হওয়ার পূর্বে নফল ছালাত আদায় করা মুস্তাহাব। তিনি আরো বলেন, وَفِيهِ أَنَّ النَّوَافِلَ الْمُطْلَقَةَ لَا حَدَّ لَهَا، 'জুম'আর দিনে সাধারণ নফল ছালাত রয়েছে, যার রাক'আত সংখ্যা নির্দিষ্ট নয়'।[৭] ইবনুল মুলাক্কিন (রহঃ) বলেন, فيه أن التنفل قبل خروج الإمام يوم الجمعة مستحب وأن

১. *মুসলিম হা/৮৫৪; মিশকাত হা/১৩৫৬।*
২. *আবূদাঊদ হা/১০৪৭; নাসাঈ হা/১৩৭৪; ছহীহুত তারগীব হা/১৬৭৪।*
৩. *ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ২৪/১৮৯।*
৪. *বুখারী হা/৮৮৩; মিশকাত হা/১৩৮১।*
৫. *মুসলিম হা/৮৫৭; মিশকাত হা/১৩৮২।*
৬. *ইবনু হাজার, ফাৎহুল বারী ২/৩৭২।*
৭. *শরহ মুসলিম ৬/১৪৬।*

النوافل المطلقة لا حد لها، ‘জুম‘আর দিনে ইমামের খুৎবার জন্য বের হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত নফল ছালাত আদায় করা মুস্তাহাব হওয়ার প্রমাণ রয়েছে। আর সাধারণ নফল ছালাতের রাক‘আত সংখ্যা নির্দিষ্ট নয়’।[৮]

ছাহেবে মির‘আত বলেন, ‘এতে জুম‘আর পূর্বে নফল ছালাত শরী‘আতসিদ্ধ হওয়ার দলীল রয়েছে। আর এর সংখ্যা নির্দিষ্ট নয়’।[৯] ইমাম শাওকানী (রহঃ) বলেন, ‘এই হাদীছে জুম‘আর পূর্বে (বহু রাক‘আত) ছালাত শরী‘আত সম্মত হওয়ার ব্যাপারে দলীল রয়েছে’।[১০]

আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ (রহঃ) বলেন, وليس للجمعة سنة معينة محددة قبلها، ولكن الإنسان إذا دخل المسجد يوم الجمعة فله أن يصلي ما قدر له، ‘জুম‘আর ছালাতের পূর্বে নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট সংখ্যক সুন্নাত ছালাত নেই। লোকেরা জুম‘আর দিনে যখন মসজিদে প্রবেশ করবে তখন তার সাধ্যানুযায়ী নফল ছালাত আদায় করবে’।[১১]

জুম‘আর ছালাতের পূর্বে ছাহাবায়ে কেরাম যা করতেন :

জুম‘আর দিনে ছাহাবী ও তাবেঈনে ইযাম যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মসজিদে গমন করতেন। অতঃপর সময় সাপেক্ষে ছালাত আদায় করতেন। যখন ইমাম খুৎবা দেওয়ার জন্য মসজিদে চলে আসতেন তখন তারা ইমামের খুৎবা শুনতেন। ইমাম গাযালী (রহঃ) বলেন, وَكَانَ يرى فِي الْقرن الأول بعد طُلُوع الْفجْر الطرقات مَمْلُوءَة من النَّاس يَمْشُونَ فِي السرج ويزدحمون فِيهَا الى الْجَامِع كأيام العيد حتى اندرس ذلك فقيل أول بدعة حدثت في الإسلام ترك البكور إلى الجامع ‘ইসলামের প্রথম যুগে দেখা যেত যে, ফজর উদয় হওয়ার পরেই লোকদের ভিড়ে রাস্তাগুলো ভরে যেত। তারা ঈদের দিনের ন্যায় দিনের আলোতে হেঁটে জুম‘আ মসজিদে ভিড় জমাত। বর্তমানে তা উঠে গেছে। বলা হয়ে থাকে যে, ইসলামে প্রথম যে বিদ‘আত চালু হয়েছে তা হচ্ছে- জুম‘আ মসজিদে সকাল সকাল গমনাগমন ছেড়ে দেওয়া’।

ইবনু মাসঊদ (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে,

ودخل ابن مسعود رضي الله عنه بكرة الجامع فَرَأى ثَلَاثَة نفر قد سَبَقُوهُ بالبكور فَاغْتَمَّ لذَلِك وَجعل يَقُول لنَفسِهِ معاتبا إِيَّاهَا رَابِع أَرْبَعَة وَمَا رَابِع أَرْبَعَة بِسَعِيد–

‘একদা ইবনু মাসঊদ (রাঃ) জুম‘আর সকালে মসজিদে প্রবেশ করে দেখলেন তিনজন সদস্যের একটি দল তার পূর্বেই অতি সকালে মসজিদে প্রবেশ করেছে। এতে তিনি বিষণ্ন মনে নিজেকে ভর্ৎসনা করে বলা শুরু করলেন, আমি চারজনের চতুর্থজন! চারজনের চতুর্থ ব্যক্তি খুব সৌভাগ্যশালী নয়’।[১২]

আবু তালিব মাক্কী বলেন, ছাহাবীগণের কেউ কেউ জুম‘আর দিনের ফযীলত লাভের জন্য আগের দিন রাতে মসজিদে ঘুমাতেন। আবার কেউ অতিরিক্ত মর্যাদা লাভের জন্য শনিবার রাতেও মসজিদে অবস্থান করতেন। আর সালাফদের অনেকে ফজরের ছালাত জুম‘আ মসজিদে গিয়ে আদায় করতেন এবং জুম‘আর জন্য অপেক্ষা করতেন, যাতে প্রথম মুহূর্তের (উট কুরবানীর) ফযীলত লাভ করতে ও কুরআন খতম করতে পারেন। আর সাধারণ মুমিনগণ নিজেদের ওয়াক্তিয়া মসজিদে ফজরের ছালাত আদায় করে জুম‘আ মসজিদে চলে যেতেন’।[১৩]

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, وَهَذَا هُوَ الْمَأْثُورُ عَنِ الصَّحَابَةِ كَانُوا إِذَا أَتَوْا الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يُصَلُّونَ مِنْ حِينِ يَدْخُلُونَ مَا تَيَسَّرَ فَمِنْهُمْ مَنْ يُصَلِّي عَشْرَ رَكَعَاتٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يُصَلِّي اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً وَمِنْهُمْ مَنْ يُصَلِّي ثَمَانِ رَكَعَاتٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يُصَلِّي أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ. ‘ছাহাবীগণ থেকে এটাই বর্ণিত হয়েছে যে, জুম‘আর দিনে তারা যখন মসজিদে আসতেন তখন প্রবেশ করার পর থেকে সাধ্যমত ছালাত আদায় করতে থাকতেন। তাদের কেউ দশ রাক‘আত আদায় করতেন, কেউ বারো রাক‘আত পড়তেন, কেউ আট রাক‘আত পড়তেন, কেউ আবার তার থেকেও কম পড়তেন।[১৪]

যেমন আইউব (রহঃ) বলেন, আমি নাফে‘ (রহঃ)-কে أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ؟ فَقَالَ: قَدْ كَانَ يُطِيلُ الصَّلَاةَ قَبْلَهَا، وَيُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ، وَيُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ– ‘ইবনু ওমর (রাঃ) কি জুম‘আর ছালাতের পূর্বে কোন ছালাত আদায় করতেন? তিনি বললেন, ইবনে ওমর (রাঃ) জুম‘আর ফরযের পূর্ববর্তী ছালাত দীর্ঘায়িত করতেন এবং জুম‘আর ছালাত আদায়ের পর ঘরে ফিরে দুই রাক‘আত ছালাত আদায় করতেন। তিনি আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এইরূপে জুম‘আর দিনে ছালাত আদায় করতেন। অর্থাৎ জুম‘আর পরে বাড়িতে দুই রাক‘আত সুন্নাত ছালাত আদায় করতেন’।[১৫] আরেকটি হাদীছে এসেছে,

---

৮. *আত-তাওযীহ ৭/৪০৫।*
৯. *মির‘আত ৪/৪৫৮।*
১০. *নায়লুল আওতার ৩/৩০৩।*
১১. *শারহু সুনানি আবীদাউদ ৩/৪০।*
১২. *গাযালী, ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন ১/১৮২; আবু শামাহ, আল-বা‘য়েছ ৯৭ পৃ.।*
১৩. *কূতুল কুলূব ১/১২৭।*
১৪. *মাজমূ‘উল ফাতাওয়া ২৪/১৮৯।*
১৫. *আবূদাউদ হা/১১২৮; ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/১৮৩৬; আলবানী, তামামুল মিন্নাহ ৩২৬ পৃ.।*

عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَغْدُو إِلَى الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَيُصَلِّي رَكَعَاتٍ يُطِيلُ فِيهِنَّ الْقِيَامَ، فَإِذَا انْصَرَفَ الْإِمَامُ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَقَالَ: هَكَذَا كَانَ يَفْعَلُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ–

'নাফে' হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, জুম'আর দিনে ইবনু ওমর সকাল সকাল মসজিদে যেতেন এবং অনেক রাক'আত ছালাত আদায় করতেন। তাতে তিনি ক্বিয়াম দীর্ঘ করতেন। যখন ইমাম সালাম ফিরাতেন বাড়ি ফিরে গিয়ে দুই রাক'আত ছালাত আদায় করতেন। আর বলতেন, এভাবেই রাসূল (ছাঃ) আমল করতেন'।[১৬] অর্থাৎ জুম'আর পরে বাড়িতে গিয়ে দুই রাক'আত সুন্নাত আদায় করতেন। উক্ত আছারে রাক'আত সংখ্যা উল্লেখ নেই। যা প্রমাণ করে যে, ইবনু ওমর (রাঃ) মসজিদে আগেভাগে গিয়ে অনেক নফল ছালাত আদায় করতেন। অবশ্য কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে ইবনু ওমর (রাঃ) জুম'আর পূর্বে ১২ রাক'আত নফল ছালাত আদায় করতেন। আর ইবনু আব্বাস (রাঃ) ৮ রাক'আত আদায় করতেন।[১৭]

ইসলামের পঞ্চম খলীফাখ্যাত ওমর ইবনু আব্দিল আযীয (রহঃ) বলতেন, صَلِّ قَبْلَ الْجُمُعَةِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ 'জুম'আর পূর্বে দশ রাক'আত নফল ছালাত আদায় কর'।[১৮] অন্যদিকে আলী ও আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) জুম'আর পূর্বে এবং পরে চার রাক'আত করে ছালাত আদায় করতেন মর্মে আছার বর্ণিত হয়েছে।[১৯] প্রখ্যাত তাবেঈ আত্বা বিন রাবাহ জুম'আর পূর্বে বারো রাক'আত নফল ছালাত আদায় করতেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি উম্মে হাবীবা থেকে এর স্বপক্ষে হাদীছ বর্ণনা করেন।[২০]

তাহ্ইয়াতুল মসজিদ আদায়ের বিধান :

যেকোন সময় মসজিদে প্রবেশ করলে তাহ্ইয়াতুল মসজিদ দু'রাক'আত ছালাত আদায় করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ।[২১] এমনকি খুৎবা চলাকালীন কথা বলা বা অন্যান্য কাজ নিষেধ হ'লেও তাহ্ইয়াতুল মসজিদ আদায় করার বিধান রয়েছে। জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ، فَجَلَسَ، فَقَالَ لَهُ: يَا سُلَيْكُ قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا، ثُمَّ قَالَ: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا، 'রাসূল (ছাঃ)-এর খুৎবা চলাকালীন সুলাইক গাতফানী মসজিদে প্রবেশ করে বসে পড়লে রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, তুমি দাঁড়াও এবং সংক্ষেপে দু'রাক'আত ছালাত আদায় কর। অতঃপর তিনি বললেন, তোমাদের কেউ যখন ইমামের খুৎবা চলাকালীন সময়ে উপস্থিত হয়, সে যেন দু'রাকআত ছালাত পড়ে নেয়'।[২২]

আব্দুল্লাহ বিন আবী সারহ বলেন, একদা ছাহাবী আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) মসজিদে প্রবেশ করলেন। তখন মারওয়ান বিন হাকাম খুৎবা দিচ্ছিলেন। তিনি ছালাত পড়তে শুরু করলে প্রহরীরা তাঁকে বসতে আদেশ করল। কিন্তু তিনি তাদের কথা না শুনেই ছালাত শেষ করলেন। ছালাত শেষে লোকেরা তাকে বলল, আল্লাহ আপনাকে রহম করুন। এক্ষণি ওরা যে আপনাকে অপমান করত। উত্তরে তিনি বললেন, আমি সে ছালাত কেন ছাড়ব, যে ছালাত পড়তে নবী করীম (ছাঃ)-কে আদেশ করতে দেখেছি।[২৩]

আ'লা ইবনু খালিদ আল-কুরাশী (রহঃ) বলেন, আমি হাসান বছরী (রহঃ)-কে দেখেছি যে, তিনি জুম'আর দিন মসজিদে আসলেন তখন ইমাম খুৎবা দিচ্ছিলেন। এতদসত্ত্বেও তিনি দু'রাকআত ছালাত আদায় করে বসলেন।[২৪] ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেন, হাসান বছরী (রহঃ) এই কাজ হাদীছের অনুসরণেই করেছেন।[২৫]

ইবনু আবী ওমর (রহঃ) বলেন, ইবনু উয়ায়না (রহঃ) যখনই আসতেন ইমামের খুৎবারত অবস্থায়ও এই দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতেন এবং পড়ার জন্য আদেশ করতেন।[২৬] তাছাড়া যেকোন সময় মসজিদে প্রবেশকালে বসার পূর্বে দু'রাক'আত ছালাত আদায়ের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করবে, তখন সে যেন বসার পূর্বে দু'রাক'আত ছালাত পড়ে নেয়'।[২৭] ইমামের খুৎবাকালীন সময়ে দু'রাক'আত 'তাহ্ইয়াতুল মসজিদ' সুন্নাতসম্মত হওয়ার ব্যাপারে ইজমা' দাবী করেছেন ইমাম ইবনু হাযম ও হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ)।[২৮] এতগুলো বর্ণনা থাকার পরেও কেউ কেউ খুৎবাকালীন দু'রাক'আত তাহ্ইয়াতুল মসজিদ আদায় করতে নিষেধ করেন। আবার কেউ মাকরূহ বলেন। এগুলো রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতের প্রতি চরম ধৃষ্টতা বৈ কিছুই না।

(ক্রমশঃ)

---

১৬. *আহমাদ হা/৫৮০৭।*
১৭. *আবু শামাহ, আল-বা'য়েছ ৯৭ পৃ.।*
১৮. *মুছান্নাফে ইবনু আবী শায়বাহ হা/৫৩৬২।*
১৯. *তিরমিযী হা/৫২৩; ইবনু আবী শায়বাহ হা/৫৩৬০; মুছান্নাফে আব্দুর রাযযাক হা/৫৫২৪; শারহু মা'আনিল আছার হা/১৯৭০।*
২০. *মুছান্নাফে আব্দুর রাযযাক হা/৫২২১।*
২১. *নববী, আল-মাজমূ' ৪/৫৫১; ইবনু কুদামাহ, মুগনী ২/২৩৬; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৭/১৩৭।*
২২. *মুসলিম হা/৮৭৫; মিশকাত হা/১৪১১।*
২৩. *তিরমিযী হা/৫১১; ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/১৭৯৯, ১৮৩০; বুখারী, আল কেরাতু খালফাল ইমাম হা/১০৩।*
২৪. *মুছান্নাফে ইবনু আবী শায়বাহ হা/৫১৬৪-৬৫; আব্দুর রাযযাক হা/৫৫১৫।*
২৫. *তিরমিযী হা/৫১১-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য; আলবানী, আছ-ছামারুল মুস্তাত্বাব ৬২১ পৃ.।*
২৬. *তিরমিযী হা/৫১১-এর আলোচনা।*
২৭. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৭০৪।*
২৮. *ইবনু হাযম, আল-মুহাল্লা ৩/২৭৭; ইবনু হাজার, ফাৎহুল বারী ২/৪১১।*

বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

-ইহসান ইলাহী যহীর*

(পূর্বে প্রকাশিতের পর)

বৃক্ষরোপণ ও বৃক্ষসম্পদ উন্নয়নের আবশ্যকতা

মানব জীবনে বৃক্ষের গুরুত্ব ও অবদান : জীবজগতের জন্য আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠ উপহার হ'ল বৃক্ষ। পরিবেশ ও জীবজগতের পরম বন্ধু এই বৃক্ষ। বাস্তবে আমরা দেখি, বৃক্ষ আমাদের ফল-ফসল দেয়, ফুল দেয়, ছায়া দেয় ও কাঠ দেয়। আর বিজ্ঞানের কল্যাণে আমরা জানতে পেরেছি যে, বৃক্ষ আমাদের আরও অনেক উপকার সাধন করে। যেমন মাটিকে উর্বর করে তোলে বৃক্ষ। বেঁচে থাকার জন্য আমাদের অতীব প্রয়োজনীয় উপাদান অক্সিজেন আসে এই বৃক্ষ থেকে। যেখানে বৃক্ষ বেশী থাকে, সেখানে বৃষ্টিপাতও বেশী হয়। বন্যা-জলোচ্ছ্বাসে মাটির ক্ষয়রোধ, খরায় ছায়া, ঘূর্ণিঝড়, অতিবৃষ্টি-অনাবৃষ্টি হ্রাসে বৃক্ষের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বৃক্ষ ছাড়া প্রাণীকুলের জন্য পৃথিবীতে বসবাস করা প্রায় অসম্ভব। পৃথিবীর শত কোটি মানুষের খাদ্য, ঔষধ, বস্ত্রের সুতা, ভারসাম্যপূর্ণ আবহাওয়া, পরিষ্কার পানি প্রবাহ, কৃষি জমিতে উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বেকারত্ব দূর করা ইত্যাদির ক্ষেত্রে বৃক্ষ অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আর বৃক্ষহীন রুক্ষ মাটি দেশের জন্য, দশের জন্য অভিশাপ স্বরূপ। মোটকথা পৃথিবী বাসোপযোগী থাকা ও মানুষের জীবন ধারণের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে এই বৃক্ষ। সুতরাং আমাদের জীবনে বৃক্ষের গুরুত্ব ও অবদান অপরিসীম।

বৃক্ষের বিনিময়ে মুক্তিপণ : খায়বারের ইহূদীদের ভয়াবহ চক্রান্ত ও দুষ্কর্মের কারণে রাসূল (ছাঃ) সপ্তম হিজরীতে সেখানে অভিযান পরিচালনা করেন। খায়বার বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সেখানকার ইহূদীদেরকে নির্মূল করতে চেয়েছিলেন এবং তারা সবকিছু ফেলে জান নিয়ে চলে যেতে রাযীও হয়েছিল। কিন্তু কতিপয় ইহূদী নেতার আবেদনের প্রেক্ষিতে উৎপন্ন ফল-ফসলের অর্ধাংশ প্রদানের বিনিময়ে রাসূল (ছাঃ) তাদের এ প্রস্তাবে সাময়িকভাবে সম্মত হ'ন। যেমন হাদীছে এসেছে,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَّعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَطْرُ ثَمَرِهَا– ‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খায়বারের খেজুর গাছের বাগান ও জমি সেখানকার ইহূদীদেরকে দিয়েছিলেন। তারা নিজেদের অর্থে তাতে কাজ করবে। আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার ফলের অর্ধাংশ পাবেন’।[১] উপরোক্ত হাদীছে ভূমি আবাদ ও গাছের ফলমূলের মুক্তিপণের বিনিময়ে রাসূল (ছাঃ) ইহূদীদের সাময়িকভাবে ছাড় দিয়েছিলেন বলে প্রতীয়মান হয়। তবে ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে তাদেরকে খায়বার থেকে বহিষ্কার করা হয়।[২]

আবাদেই মালিকানা : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ عَمَّرَ أَرْضاً لَيْسَتْ لأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا– ‘যে ব্যক্তি এমন জমি আবাদ করেছে, যা অন্য কারও মালিকানায় নেই; সে ব্যক্তিই তার হকদার। তাবেঈ উরওয়া বিন যুবায়ের (রহঃ) বলেন, ওমর (রাঃ) তাঁর খেলাফতকালেও মুসলমানদের জন্য একই হুকুম দিয়েছিলেন’।[৩] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لِعِرْقِ ظَالِمٍ حَقٌّ– ‘যে ব্যক্তি পতিত অনাবাদী ভূমি চাষাবাদের উপযোগী করে, সেটা তার হক। অন্যায়ভাবে যবর দলখকারীর কোন হক নেই’।[৪] উল্লেখিত হাদীছদ্বয়ে পতিত অনাবাদী ভূমি আবাদেই সাময়িক মালিকানা প্রদান সাব্যস্ত হয়।

বৃক্ষের অপরিহার্যতা : শিশুর পুষ্টি ও সুষম বিকাশের জন্য মাতৃদুগ্ধ যেমন অপরিহার্য, তেমনি জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশ রক্ষার জন্যও বৃক্ষ অপরিহার্য। পরিবেশ শান্ত-শীতল ও মনোমুগ্ধকর রাখে বৃক্ষ। বৃক্ষ আল্লাহ্র অপরূপ সৃষ্টি। পৃথিবীর শোভাবর্ধনে বৃক্ষের অবদান অপরিসীম। চৈত্রের খরতাপে বৃক্ষের ঝিরিঝিরি বাতাস আমাদের দেহ-মন শীতল করে। নির্মল বায়ু স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। গ্রীষ্মের উত্তপ্ত রৌদ্রে বৃক্ষছায়া প্রশান্তি ও স্বস্তি আনে। প্রচুর পরিমাণ বৃক্ষ থাকলে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকে। ফলে মানুষ সহজে রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয় না। জমির উর্বরাশক্তি ও ফলন বাড়াতে বৃক্ষের অবদান অপরিসীম। এমনকি গবাদিপশুর জন্য ঘাসের উৎপাদন বাড়াতেও রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশনা রয়েছে। তিনি বলেন,– لاَ يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ فَضْلَ مَاءٍ لِيَمْنَعَ بِهِ الْكَلأَ– ‘তোমাদের কেউ যেন ঘাস উৎপাদনে বাধা দেওয়ার উদ্দেশ্যে উদ্বৃত্ত পানি ব্যবহারে কাউকে বাধা না দেয়’।[৫]

গাছের ডালপালা দিয়ে মিসওয়াক : মিসওয়াক করা একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। মুখকে পরিচ্ছন্ন ও দুর্গন্ধ মুক্ত রাখার জন্য এবং রোগ-জীবাণু থেকে বাঁচানোর জন্য সর্বদা দাঁত পরিষ্কার রাখা যরূরী। আয়েশা (রাঃ) বলেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, اَلسِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِّلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِّلرَّبِّ– ‘মিসওয়াক হ'ল মুখ পরিষ্কারকারী এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উপায়’।[৬] গাছের কাঁচা বা শুকনো যেকোন ডালের মাধ্যমে যেকোন

---

* কোরপাই, বুড়িচং, কুমিল্লা।

১. মুসলিম হা/১৫৫১; মিশকাত হা/২৯৭২ রাবী আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ)।

২. ইবনু হিশাম, আস-সীরাতুন নববিইয়াহ ২/৩৫৭ পৃ.; ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ৪/২১৯ প্রভৃতি।

৩. আহমাদ হা/২৪৯২৭; মিশকাত হা/২৯৯১ রাবী আয়েশা (রাঃ)।

৪. আবূদাঊদ হা/৩০৭৩; তিরমিযী হা/১৩৭৮; মিশকাত হা/২৯৪৪ রাবী সাঈদ বিন যায়েদ (রাঃ)।

৫. ইবনু মাজাহ হা/২৪৭৮; বুখারী হা/২৩৫৩; মুসলিম হা/১৫৬৬ রাবী আবূ হুরায়রা (রাঃ)।

৬. আহমাদ হা/২৪৩৭৭; নাসাঈ হা/৫; মিশকাত হা/৩৮১ হাদীছ ছহীহ।

সময় মিসওয়াক করা যায়।[৭] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) লম্বা ডাল দিয়ে মিসওয়াক করতেন (ঐ)। তিনি বলেন, لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ– 'আমার উম্মতের উপর কষ্টকর মনে না করলে আমি তাদেরকে প্রতি ছালাতের পূর্বে মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম'।[৮] যদিও শায়েখ উছায়মীন, শায়েখ বিন বায ও আব্দুর রহমান জিবরীন (রহঃ) বলেন, ব্রাশ-পেস্ট ব্যবহার করলেও মিসওয়াক করার সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে। কেননা শুধু মিসওয়াক ব্যবহারের চেয়ে ব্রাশ-পেস্ট ব্যবহারে মুখ বেশী পরিষ্কার হয় এবং মুখকে দুর্গন্ধ মুক্ত রাখে।[৯]

বর্তমান বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে বৃক্ষ রোপণের আবশ্যকতা : উন্নয়নশীল দেশগুলি নিজেদের দেশকে উন্নত দেশে রূপান্তরিত করার চেষ্টায় অবিরাম ছুটে চলছে। অন্যদিকে উন্নত দেশগুলি নিজেদেরকে আরও সমৃদ্ধশালী করতে অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আর এসব করতে গিয়ে সমস্ত চাপ এসে পড়ছে বনাঞ্চলের উপর। উন্নত দেশগুলিতে অধিক হারে বৃক্ষনিধনের ফলে বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর কার্বনডাই অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় বায়ুমণ্ডলের ওযন স্তরে ফাটল ধরছে। যার ফলে আবহাওয়ার পরিবর্তনজনিত নিত্য-নতুন সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। আর এই সকল সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য আমাদেরকে বেশী বেশী বৃক্ষরোপণ করতে হবে।

আবহাওয়া পরিবর্তন রোধে বৃক্ষরোপণ : বৃক্ষের সংখ্যা কমে যাওয়ায় আবহাওয়ার আচরণ বদলে যাচ্ছে। গরমের সময় ঠাণ্ডা, ঠাণ্ডার সময় গরম পড়ে, বর্ষাকালে স্বল্প পরিমাণে বৃষ্টি হয়। আবহাওয়া পরিবর্তনের কারণে কৃষি উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে। তাই পরিবেশ বাঁচাতে বৃক্ষ রোপণের বিকল্প নেই। মাদ্রাসা, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বৃক্ষরোপণে উৎসাহিত করা যেতে পারে। 'পাঠচক্র' বা 'বই মেলা'র ন্যায় 'বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী' পালন করা যেতে পারে। মাদ্রাসা, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে এ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

গ্রীন হাউজ ইফেক্ট প্রতিরোধে বৃক্ষ রোপণ : বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা মতে, পৃথিবীর দক্ষিণ মেরুতে অবস্থিত বরফের চাদরে আচ্ছাদিত মহাদেশ এন্টার্কটিকা থেকে প্রতি বছর ষোল হাজার কোটি টন বরফ গলে যাচ্ছে। ফলে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পেয়ে উপকূলীয় অঞ্চলগুলো ডুবে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে। আর সমুদ্র পৃষ্ঠের পানি যদি ১ মিটারও বাড়ে, তাহ'লে পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ, বিশেষ করে মালদ্বীপ ও বাংলাদেশের মত দেশগুলির উপকূলীয় অঞ্চলগুলির বহুলাংশ ১০ ফুট পানির নীচে তলিয়ে যেতে পারে। সেকারণ এর থেকে রেহাই পেতে হ'লে আমাদেরকে অধিকহারে বৃক্ষরোপণ করতে হবে। কেননা এই বৃক্ষকুল গ্রীন হাউজ ইফেক্ট ও বৈশ্বিক উষ্ণায়ন প্রতিরোধ করে পৃথিবীকে বাসযোগ্য রাখতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

বায়ুদূষণ রোধে বৃক্ষ রোপণ : বৃক্ষ পরিবেশ থেকে ক্ষতিকর কার্বনডাই অক্সাইড গ্রহণ করে অক্সিজেন নিঃসরণ করে। কিন্তু অধিকহারে বৃক্ষনিধনের ফলে দিন দিন বাতাসে কার্বনডাই অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বৃক্ষহীনতার ফলে বায়ু দূষণের জন্য দায়ী অন্যান্য উৎসগুলিকেও পরিবেশ নিজ সক্ষমতায় পরিশোধন করতে পারছে না। ফলে সৃষ্টি হচ্ছে বায়ুদূষণ এবং এই কারণে মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে বায়ুবাহিত বিভিন্ন প্রাণঘাতী রোগে। তাই বায়ুদূষণ এবং তার থেকে সৃষ্ট রোগবালাই থেকে মুক্ত থাকতে আমাদেরকে পর্যাপ্ত পরিমাণে বনায়ন নিশ্চিত করতে হবে। বছরে একটি প্রাপ্তবয়স্ক বড় বৃক্ষ বাতাস থেকে ২৭ কেজির অধিক ক্ষতিকারক গ্যাস কার্বনডাই অক্সাইড শোষণ করে এবং ১০টি শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের সমপরিমাণ তাপ নিয়ন্ত্রণ করে আবহাওয়াকে নাতিশীতোষ্ণ রাখে। আল্লাহর সৃষ্টি নৈপুণ্যের অন্যতম হ'ল বৃক্ষ থেকে অক্সিজেন তৈরী। বৃক্ষের সবুজ পাতার ক্লোরোফিল ও সূর্যালোকের সমন্বয়ে সালোক সংশ্লেষণের মাধ্যমে এক ধরনের রন্ধন প্রক্রিয়ায় বিষাক্ত এই কার্বনডাই অক্সাইড অক্সিজেনে পরিণত হয়। আর কার্বনডাই অক্সাইড বৃক্ষের জন্য শ্বসন ক্রিয়া ও শর্করা জাতীয় খাদ্যের যোগান দেয়'।[১০]

ভূমির ক্ষয়রোধে বৃক্ষরোপণ : বনভূমি ধ্বংসের ফলে ভূমিক্ষয় বৃদ্ধি পায় এবং ক্ষরা ও মরুকরণ দেখা দেয়। তাই ভূমিক্ষয় রোধের জন্য বৃক্ষরোপণ করা খুবই প্রয়োজন। সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, বন্যা ও ভূমিক্ষয় রোধে উপকূলীয় অঞ্চলগুলিতে সবুজ বেষ্টনী গড়ে তোলা আবশ্যক। সেজন্য বলা হয় যে, 'দেশের বায়ু দেশের মাটি, গাছ লাগিয়ে করবো খাঁটি'।

বজ্রপাত নিরোধে বৃক্ষরোপণ : বজ্রপাত নিরোধে তাল ও নারিকেল গাছ রোপণের উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। বজ্রপাত নিরোধে তালগাছ রোপণ করে ইতিমধ্যেই সুফল পেয়েছে থাইল্যাণ্ড ও ভিয়েতনাম। আর এজন্যই বজ্রপাতের ক্ষয়-ক্ষতি কমাতে দেশব্যাপী তালবীজ রোপণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। জানা গেছে যে, বজ্রপাতের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধে দেশ জুড়েই তাল ও নারিকেল গাছ রোপণের উদ্যোগ নিয়েছে পরিবেশ, বন ও আবহাওয়া

৭. *বুখারী 'ছিয়াম' অধ্যায়, 'ছিয়াম পালনকারীর জন্য কাঁচা ও শুকনা বস্তু দ্বারা মিসওয়াক করা' অনুচ্ছেদ-২৭; তরজমাতুল বাব-২৭, ৭/২৩৪ পৃ.; لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَاكَ الصَّائِمُ بِالسِّوَاكِ الرَّطْبِ وَالْيَابِسِ– মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/৯১৭৩, ২/২৯৬ পৃ., রাবী আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ)।*

৮. *আবুদাঊদ হা/৪৭; বুখারী হা/৮৮৭; মুসলিম হা/২৫২; মিশকাত হা/৩৭৬ রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।*

৯. *শায়েখ ছালেহ আল-উছায়মীন (১৩৪৭-১৪২১ হি./১৯২৯-২০০১ খৃ.), ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ দারব, ৭/২ পৃ.; শায়েখ বিন বায, উছায়মীন এবং আব্দুর রহমান আল-জিবরীন সমন্বয়ে সংকলিত; ফাতাওয়া ইসলামিইয়াহ (রিয়ায : দারুল ওয়াত্বান, ১৪১৩-১৪১৫ হিজরীতে ৪ খণ্ডে প্রকাশিত) ২/১২৭ পৃ.।*

১০. *ড. সরোজ কান্তি সিংহ হাজারী এবং অধ্যাপক হারাধন নাগ, রসায়ন প্রথম পত্র : একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী (ঢাকা : হাসান বুক হাউস, চতুর্থ সংস্করণ ২০১৯)।*

পরিবর্তন মন্ত্রণালয়। তাল ও নারিকেল পাতার আগা সূচালো হওয়ায় এগুলি বজ্রপাত রোধে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। সবুজ এই প্রযুক্তিকে কাজে লাগানো হ'লে বজ্রপাতে মৃত্যুর হার অনেকটাই কমবে বলে আশা করা হচ্ছে। শক্ত মযবূত গভীরমূলী বৃক্ষ বলে ঝড়-তুফান, টর্নেডো, বাতাস প্রতিরোধ এবং মাটির ক্ষয়রোধে তাল ও নারিকেল গাছের ভূমিকা অনস্বীকার্য। প্রচলিত আছে যে, বজ্রপাত হ'লে সেটি তালগাছ বা অন্য বড় কোন গাছের উপর পড়ে। আর বজ্রপাতের বিদ্যুৎ রশ্মি গাছ হয়ে তা মাটিতে চলে যায়। এতে মানুষের তেমন ক্ষয়-ক্ষতি হয় না।

ছাদকৃষি ও ছাদবাগান : যদি ছাদকৃষি ও ছাদবাগানের মাধ্যমে বাসা-বাড়ীর ছাদগুলিকে একটুখানি সবুজায়ন করা যায়, তাহ'লে টপ ফ্লোরের তাপমাত্রা কমে আসবে। পরিবেশ বিজ্ঞানীদে মতে, ছাদবাগান বাইরের তাপমাত্রার চেয়ে ঘরের তাপমাত্রা প্রায় ১.৭৩ ডিগ্রী সেলসিয়াস কমাতে সাহায্য করে। সুতরাং শুধুমাত্র শখে নয়, বরং পরিবেশ রক্ষায় ছাদবাগান প্রয়োজন। সবজির একটা গাছ তিন মাসের জন্য ৩ জনের অক্সিজেন সরবরাহ করতে পারে। আর শহরে ফাঁকা ময়দান কম। সেজন্য নতুন বাড়ীর অন্তত ২৫ শতাংশ ছাদে বাগান করা যেতে পারে। শুধু পরিবেশগত দিকই নয়, বরং ছাদবাগানে বাড়ীর মালিক-ভাড়াটিয়ারা অর্থনৈতিকভাবেও লাভবান হ'তে পারেন। শখের পাশাপাশি বাণিজ্যিক বিবেচনায় অনেকেই ছাদবাগান করে সফলতা পেয়েছেন।

একটি বৃক্ষ একটি প্রাণ : গাছপালার উপর আমরা নির্ভরশীল খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, ঔষধ, আসবাবপত্র, জ্বালানী, নির্মল বায়ু এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশের জন্য। গাছপালার সুন্দর শ্যামলিমা আমাদের মনে অনাবিল আনন্দ সৃষ্টি করে। (১) আমরা প্রধানতঃ কি খাই? কেউ ভাত, আবার কেউ রুটি খাই। ভাত আসে মূলতঃ ধান থেকে, আর রুটি আসে গম থেকে। এ দু'টিই কৃষিজ উদ্ভিদ থেকে উৎপন্ন হয়। কারণ খাদ্যের জন্য এদের চাষাবাদ করা হয়। (২) আবার ভাত বা রুটির সঙ্গে আমরা তরকারী খাই। তরকারী উদ্ভিদ থেকেই আসে। তরি-তরকারীর মধ্যে আলু, কচু, ডাটা, ওলকপি প্রভৃতিকে 'কাণ্ড সবজি' বলা হয়। কারণ তারা উদ্ভিদের কাণ্ড। (৩) মূলা, মিষ্টি আলু, শাক আলু, গাজর, শালগম, বীট প্রভৃতি হ'ল 'মূল সবজি'। কারণ এসব গাছের মূলই সাধারণতঃ সবজি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। (৪) বাঁধাকপি, পালংশাক, পুঁইশাক, লেটুস প্রভৃতি হ'ল 'পাতা সবজি'। ফুলকপি, ব্রকলি প্রভৃতি 'ফুল সবজি'। (৫) আর লাউ, কুমড়া, শশা, খিরা, ঝিঙ্গা, চিচিঙ্গা, কাকরোল, পটল, শিম, বেগুন, ঢেঁড়শ, পেঁপে, বরবটি প্রভৃতি হ'ল 'ফল সবজি'। (৬) মসুর, মুগ, মটর, ছোলা প্রভৃতি ডাল এরা বিভিন্ন উদ্ভিদের শস্যফল। ডালে প্রচুর আমিষ থাকে। এছাড়াও অন্যান্য খাদ্যশস্যের মধ্যে রয়েছে ভুট্টা, যব, কাউন ইত্যাদি। সকল সবজি আমরা পেয়ে থাকি বিভিন্ন উদ্ভিদ থেকে। সেকারণ এক একটি বৃক্ষ এক একটি প্রাণের মত কাজ করে।

ফলজ, বনজ ও ভেষজ বৃক্ষ : স্বাস্থ্যবিজ্ঞানীদের মতে, আহারের পর ফল খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। তাছাড়া সুস্থ শরীর গঠনের জন্য ফল অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। (ক) ফলে বিভিন্ন প্রকার ভিটামিন আছে। সব রকম ফলই গাছপালা থেকে পাওয়া যায়। রসগোল্লা, চমচম, সন্দেশ, মিষ্টি, সেমাই, পায়েস প্রভৃতি কে-না পসন্দ করে! মিষ্টি তৈরীর জন্য প্রয়োজন চিনি বা গুড়। আর এগুলি আসে ইক্ষু, তাল, খেঁজুর প্রভৃতি গাছপালার সুমিষ্ট রস থেকে প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে। (খ) শীত নিবারণ ও শরীর ঢাকার জন্য চাই বস্ত্র। শালীন বস্ত্র সভ্য সমাজের জন্য আল্লাহ্র বিশেষ দান *(আ'রাফ ৭/২৬)*। সুতা দিয়ে বস্ত্র তৈরী হয়। আর সুতা আসে বনজ বৃক্ষের তুলা থেকে। তুলা হ'ল কার্পাস গাছের বীজের বর্ধিত কিছু ত্বকলোম। পাট এবং পাটজাতীয় আঁশ থেকেও কিছু বস্ত্র তৈরী করা হয়। অর্থাৎ বস্ত্রের জন্যও আমরা উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল। (গ) মাছ-গোশত-সবজি প্রভৃতি কাঁচা খাওয়া যায় না। তাই এদের রান্না করতে হয়। রান্না করতে এদের সঙ্গে লাগে বিভিন্ন প্রকার মসলা এবং তেল। মসলা এবং তেলও কিন্তু ভেষজ উদ্ভিদেরই অংশ। এগুলি ভেষজ গুণসম্পন্ন এবং পশু ও মানুষের রোগনিবারক উদ্ভিদ। মসলার মধ্যে জিরা, ধনিয়া, মরিচ, এলাচ, গোলমরিচ প্রভৃতি ভেষজ ফল। লবঙ্গ ফুলের কুঁড়ি। জাফরান ফুলের গর্ভদণ্ড। যাকে ইংরেজিতে বলে স্টিগমা (Stigma)। দারুচিনি গাছের বাকল। তেজপাতা, পুদিনা, ধনিয়া প্রভৃতি গাছের পাতা। রসুন, পেঁয়াজ প্রভৃতি রসালো শল্কপত্র। আদা, হলুদ প্রভৃতি মাটির নিচের কাণ্ড। তেলের মধ্যে রাইস ব্রান, সরিষা, তিল, বাদাম, পাম, ক্যানোলা, সয়াবিন, সূর্যমুখী তেল, ভুট্টার তেল, অলিভ ওয়েল, নারিকেল প্রভৃতি প্রধান। আর এগুলির তেল বীজ থেকে পেষণের মাধ্যমে আহরণ করা হয়।

বৃক্ষ থেকে জীবন রক্ষাকারী ঔষধ : আমাদের চারদিকে রয়েছে রোগ-জীবাণুর ছড়াছড়ি। তাই আমরা মাঝে-মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়ি। কখনও সামান্য অসুস্থ হই, আবার কখনও গুরুতর অসুখে পড়ি। কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত ঔষধ। জীবন রক্ষাকারী ভেষজ বিভিন্ন ঔষধের মূল্যবান উপাদানও আমরা বৃক্ষ থেকে পাই। হোমিওপ্যাথী, অ্যালোপ্যাথী, ইউনানী ও আয়ুর্বেদী সহ সকল প্রকার চিকিৎসা পদ্ধতির শতকরা প্রায় নব্বই ভাগ ঔষধই বিভিন্ন গাছপালা থেকে সংগ্রহ করা হয়। আর পথ্যের অধিকাংশই আসে উদ্ভিদ থেকে। পেনিসিলিন (Penicillin), টেরামাইসিন (Terramycin), স্ট্রেপ্টোমাইসিন (Streptomycin), এমোক্সিসিলিন (Amoxicillin), অ্যাম্পিসিলিন (Ampicillin), নাফসিলিন (Nafcillin), এরোমাইসিন (Eromycin), এরিথ্রোমাইসিন (Erythromycin) প্রভৃতি মহামূল্যবান অ্যান্টিবায়োটিক ঔষধ অতিক্ষুদ্র বিভিন্ন উদ্ভিদ থেকে সংগ্রহ করা হয়।

সভ্যতা বিনির্মাণে বৃক্ষ : (১) আমরা যে ঘরে বসবাস করি, তা দালান হ'লে তাতে চাই কাঠের সুন্দর দরজা-জানালা।

বিভিন্ন অভিজাত আসবাবপত্র বৃক্ষের কাঠ থেকেই বানানো হয়। আর যদি তা বাঁশ বা কাঠ নির্মিত ঘর হয় তবে তো আর কথাই নেই, সম্পূর্ণটাই উদ্ভিদ নির্ভর। ইট পোড়াতেও কিন্তু খড়ি বা কয়লার দরকার হয়। খড়ি সরাসরি গাছপালা থেকেই আসে। আর কয়লা আসে খনি থেকে।

(২) কাগজ হ'ল সভ্য জগতের অতীব প্রয়োজনীয় বস্তু। যে বই পড়ে জ্ঞান আহরণ করা হয়, তার জন্য চাই কাগজ। কাগজের প্রধান উপকরণও কিন্তু উদ্ভিদ। যে কাগজে খবর ছাপা হয় তা হ'ল নিউজপ্রিন্ট। আমাদের দেশে নিউজপ্রিন্ট উৎপন্ন হয়। এর কাঁচামাল সুন্দরবনের গেওয়া গাছ। আর সাদা কাগজের প্রধান কাঁচামাল হ'ল বাঁশ ও আখের ছোবড়া।

(৩) বিরতিহীনভাবে কাজ করতে করতে অথবা পড়তে পড়তে আমরা যখন একটু ক্লান্ত ও অবসাদগ্রস্ত হই, তখন এক কাপ চা বা কফি পান করি। আর 'চা' আসে চা গাছের কচি পাতা থেকে। আর 'কফি' আসে কফি গাছের বীজ থেকে।

বৃক্ষপূজা হ'তে বিরত থাকুন!

বৃক্ষের বিবিধ উপকারিতা সম্পর্কে আমরা অবগত হ'লাম। এজন্য আবার বিশেষ কোন বৃক্ষকে বিশেষ সময়ে যেন পূজা না করি। কেননা বৃক্ষরাজি নিজেই আল্লাহর উদ্দেশ্যে সিজদাবনত থাকে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ– 'আর তৃণলতা ও বৃক্ষরাজি উভয়ে থাকে সিজদাবনত' *(আর-রহমান ৫৫/৬)*।

অষ্টম হিজরীতে হোনায়েন যুদ্ধে যাওয়ার পথে ছাহাবায়ে কেরাম 'যাতু আনওয়াত্ব' (ذَاتُ أَنْوَاطٍ) নামক একটি বড় বৃক্ষ দেখতে পান। মুশরিকরা গাছটিকে 'মঙ্গলবৃক্ষ' বলে ধারণা করে তার ডালে সমরাস্ত্র সমূহ ঝুলিয়ে রাখত। তা দেখে ছাহাবীদের কেউ বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! তাদের 'যাতু আনওয়াত্বে'র ন্যায় আমাদের জন্য একটা 'যাতু আনওয়াত্বে'র ব্যবস্থা করুন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আশ্চার্যান্বিত হয়ে বলে উঠলেন, 'সুবহানাল্লাহ! এটিতো সেরূপ মারাত্মক কথা যেরূপ কথা মূসার কওম বলেছিল, اِجْعَل لَّنَا إِلٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ، 'তাদের যেমন অনেক উপাস্য রয়েছে তদ্রুপ আমাদের জন্যও একজন উপাস্যের ব্যবস্থা করে দিন' *(আ'রাফ ৭/১৩৮)*। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) বললেন, وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ– 'সেই সত্তার কসম করে বলছি যাঁর হাতে আমার জীবন নিহিত, অবশ্যই তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতি অবলম্বন করবে'।[১১] অতএব বিভিন্ন দরগাহ-খানক্বাহ ও মাযারে বিবিধ নিয়তে সুতা গিঁট দেওয়া ও নানাবিধ বৃক্ষপূজার কুসংস্কার থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

১১. *তিরমিযী হা/২১৮০; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৬৭০২; আহমাদ হা/২১৯৫০; মিশকাত হা/৫৪০৮ রাবী আবু ওয়াক্বেদ লাইছী (রাঃ)।*

বনাঞ্চল উন্নয়নে প্রস্তাবনা : দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অন্যান্য চাহিদা পূরণের জন্য বনভূমি ও ফলজ, বনজ এবং ভেষজ সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু আমাদের দেশে প্রয়োজনের তুলনায় গাছপালার পরিমাণ অত্যন্ত কম। অবাধে বৃক্ষ নিধনের ফলে দেশে বনভূমি সংকুচিত হয়ে আসছে। কিন্তু আমাদের সার্বিক প্রয়োজনে এই সম্পদের সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ করা অতীব প্রয়োজন। আর এজন্য যা করণীয়-

(১) অবাধে বৃক্ষনিধনকারীদের প্রতিহত করতে হবে। (২) নতুন নতুন বনভূমি গড়ে তুলতে হবে। পতিত জমি, সরকারী খাস জমি, নদী তীর, বাঁধ, পাহাড়ী এলাকা ও উপত্যকা, রাস্তা ও রেল লাইনের দু'পাশে এবং সমুদ্র উপকূলে প্রচুর পরিমাণে গাছ লাগাতে হবে। (৩) জনসাধারণের মধ্যে বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে চারাবৃক্ষ বিতরণ, রোপণ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে। (৪) দেশের কোন মাটিও যেন অনাবাদী না থাকে, সেজন্য বৃহৎ জাতীয় পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে। বছরে যেন গড়ে কমপক্ষে ৩টি ফসল উৎপন্ন হয়, সেজন্য কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। (৫) সরকারী তত্ত্বাবধানে বনাঞ্চল সংরক্ষণ ও বৃক্ষরোপণ করতে হবে। বনজ সম্পদ রক্ষায় ও এর উন্নয়নের জন্য বনবিভাগের কর্মকর্তাদের যথেষ্ট প্রশিক্ষণ দিতে হবে। (৬) ১টি বৃক্ষ কাটা হ'লে তদস্থলে কমপক্ষে ৩টি নতুন বৃক্ষরোপণ করে সেই শূন্যতা পূরণ করতে হবে। সেই সাথে জ্বালানী কাঠের বিকল্প তৃণমূল পর্যায়ে সম্প্রসারিত করতে হবে। (৭) বৃক্ষরোপণ অভিযানকে শুধুমাত্র একটি সপ্তাহে সীমাবদ্ধ না রেখে পুরা বর্ষাকাল ও বছরের অন্যান্য সময়ে তা চালিয়ে যেতে হবে।

উপসংহার : বিশ্ব মানবতার শেষনবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণের প্রতি তাকীদ দিয়েছেন। নিবন্ধে উল্লেখিত কুরআনে কারীমের আয়াত সমূহ ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছহীহ হাদীছ সমূহ যার বাস্তব প্রমাণ। সেই সাথে বিশ্বের সমকালীন পরিবেশবিদগণ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বৃক্ষ রোপণের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছেন। তাই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম সমূহ, ইন্টারনেট, সভা-সেমিনার, রেডিও-টিভিসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে এ বিষয়ে ফলাওভাবে প্রচারণা চালানো উচিৎ। অতএব পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং বিশ্বকে ফুলে-ফলে সুশোভিত ও সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে এবং পৃথিবীর অস্তিত্ব রক্ষায় বৃক্ষরোপণের প্রতি আমাদেরকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন- আমীন!

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর
কেন্দ্রীয় বায়তুল মাল ফাণ্ডকে সমৃদ্ধ করুন!

একাউন্ট নং : আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ, কেন্দ্রীয় বায়তুল মাল ফাণ্ড, হিসাব নং ২০৫০১১৩০২০০৩২৪৫০৭, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ, রাজশাহী শাখা।
বিকাশ নং- ০১৭১১-৫৭৮০৫৭।

চিন্তার ইবাদত

-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ*

(২য় কিস্তি)

৫. চিন্তা-ভাবনা না করা গাফেল ও মুশরিকদের বৈশিষ্ট্য :

যাদের মাঝে চিন্তা-ভাবনার গুণ নেই, অমানিশার ঘোর আঁধারে আচ্ছন্ন হয় তাদের হৃদয়জগৎ। ফলে তারা আল্লাহ্র দেওয়া আলো-বাতাস এবং অথৈ নে'মতে ডুবে থেকেও তাঁর বড়ত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে। মহাবিশ্বের অনাচে-কানাচে আল্লাহ্র অসংখ্য সৃষ্টি নিদর্শন দেখেও তারা সৃষ্টিকর্তার পরিচয় লাভে ব্যর্থ হয়। ফলশ্রুতিতে তারা নিজেদের অজান্তেই শিরকের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে যায়। মহান আল্লাহ বলেন, وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُوْنَ– 'আর নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে কতই না নিদর্শন রয়েছে, যেগুলি তারা অতিক্রম করে। অথচ সেগুলিকে তারা এড়িয়ে যায়। তাদের অধিকাংশ আল্লাহকে বিশ্বাস করে। অথচ তারা শিরক করে' *(ইউসুফ ১২/১০৫-১০৬)*। ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন, 'এই আয়াতের মাধ্যমে পূর্ববর্তী সম্প্রদায়ের শাস্তির দিকে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, যারা আল্লাহ্র সৃষ্টিরাজি অবলোকন করত। কিন্তু এগুলো নিয়ে তারা চিন্তা-ভাবনা করত না'।[১]

আব্দুর রহমান আস-সা'দী (রহঃ) বলেন, তারা আকাশ-যমীন ও যাবতীয় সৃষ্টিরাজি দেখে আল্লাহ্র রুবূবিয়্যাতের স্বীকৃতি দিত। আল্লাহ্কে সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা এবং সবকিছুর নিয়ন্তা হিসাবে বিশ্বাস করত। কিন্তু তাঁর ইবাদত করতে গিয়ে শিরকে লিপ্ত হ'ত। অর্থাৎ তাওহীদে রুবূবিয়্যাতে বিশ্বাসী হ'লেও তাওহীদে উলূহিয়্যাতের ক্ষেত্রে তারা আল্লাহ্র সাথে শরীক করত। এর মূল কারণ হচ্ছে তারা আল্লাহ্র সৃষ্টি ও নিজেদের নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করত না।[২] ইমাম বাগাভী (রহঃ) বলেন, মুশরিকদের বৈশিষ্ট্য হ'ল- لَا يَتَفَكَّرُوْنَ فِيْهَا وَلَا يَعْتَبِرُوْنَ بِهَا، 'তারা (আল্লাহ্র সৃষ্টিরাজি নিয়ে) চিন্তা-গবেষণা করে না এবং উপদেশ হাছিল করে না'।[৩]

হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, এই আয়াতে মহান আল্লাহ্ অধিকাংশ মানুষের উদাসীনতার ব্যাপারে আলোকপাত করেছেন, যারা আল্লাহ্র তাওহীদের অকাট্য প্রমাণবাহী নিদর্শন সমূহ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে না। কেননা আল্লাহ আকাশ-যমীন সৃষ্টি করেছেন। চন্দ্র, সূর্য, দেদীপ্যমান তারকারাজি এবং ঘূর্ণয়মান নক্ষত্ররাজির মাধ্যমে তিনি আকাশের শোভা বর্ধন করেছেন। আর সবকিছু করেছেন তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীন। অপরদিকে যমীনকে বসবাসযোগ্য করে ছড়িয়ে দিয়েছেন অগণিত নে'মত। গাছ-গাছালী, বাগ-বাগিচা, সুদৃঢ় পর্বতমালা, ঊর্মিল স্ফীত সমুদ্র, তটভূমির উপরে আছড়ে পড়া উন্মত্ত তরঙ্গমালা, জন-মানবহীন বিরাণ মরুভূমি, একই মাটি থেকে উৎপন্ন নানা ধরনের ভিন্ন স্বাদের ফল-ফলাদী এবং হরেক সুবাসের রঙ-বেরঙের পুষ্পরাজি, জন্ম-মৃত্যু, উষর ভূমিকে আসমানী বারিধারায় সিক্ত করে তাতে উদ্ভিদ অঙ্কুরোদগমের অলৌকিকত্ব- এসবই মহান আল্লাহ্র অপরূপ সৃষ্টির অনন্য নির্দশন। এতে রয়েছে চিন্তাশীল বান্দাদের জন্য উপদেশ। এতে রয়েছে আল্লাহ্র একত্ব, বড়ত্ব, অমুখাপেক্ষিতা এবং সীমাহীনতার সমুজ্জ্বল প্রমাণ।[৪]

বান্দা যদি তার হৃদয়ের দুয়ার খুলে দিয়ে এই বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা না করে, তাহ'লে সে জেনে হোক বা না জেনে হোক শিরক করে বসবে। সুতরাং শিরকের মতো ঈমান বিধ্বংসী ভয়ংকর পাপ থেকে বাঁচার জন্য চিন্তার ইবাদতের গুরুত্ব অপরিসীম।

৬. চিন্তা-ভাবনা করা বিচক্ষণ বান্দার বৈশিষ্ট্য :

চিন্তা-ভাবনা ছাড়া মানব হৃদয় প্রশস্ত হয় না। জ্ঞানের দিগন্ত উন্মোচিত হয় না। হৃদয় যমীনে উপকারী ভাবনার আবাদ হয় না। সেজন্য মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের চিন্তার ইবাদত করার নির্দেশ দিয়েছেন। যারা তাঁর সৃষ্টির নিপুণত্ব নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে, তাদেরকে বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ হিসাবে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন, إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ، الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ– 'নিশ্চয়ই আসমান ও যমীনের সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিবসের আগমন-নির্গমনে জ্ঞানীদের জন্য (আল্লাহ্র) নিদর্শন সমূহ রয়েছে। যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আসমান ও যমীনের সৃষ্টি বিষয়ে চিন্তা-গবেষণা করে এবং বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি এগুলিকে অনর্থক সৃষ্টি করনি। মহা পবিত্র তুমি। অতএব তুমি আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাও!' *(আলে ইমরান ৩/১৯০-১৯১)*।

আব্দুর রহমান আস-সা'দী (রহঃ) বলেন, دل هذا على أن التفكر عبادة من صفات أولياء الله العارفين، فإذا تفكروا بها، عرفوا أن الله لم يخلقها عبثا، 'এই আয়াত প্রমাণ করে যে, চিন্তার ইবাদত করা আল্লাহ্র জ্ঞানী বন্ধুদের বৈশিষ্ট্য। যখন তারা এগুলো (আকাশ-যমীন, দিন-রাতের আবর্তন-বিবর্তন) নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেন, তখন তারা বুঝতে পারেন যে, আল্লাহ এগুলো অনর্থক সৃষ্টি করেননি'।[৫]

---

* এম.এ, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১. তাফসীরে কুরতুবী ৯/২৭২।
২. আব্দুর রহমান সা'দী, তাইসীরুল কারীমির রহমান, পৃ. ৪০৬।
৩. তাফসীরে বাগাভী ৪/২৮৩।
৪. তাফসীরে ইবনে কাছীর ৪/৪১৮।
৫. তাইসীরুল কারীমির রহমান, পৃ. ১৬১।

ইমাম কুরতুবী (রহঃ) 'উলুল আল্‌বাব' বা জ্ঞানীদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে বলেন, هي التفكر في قدرة الله تعالى ومخلوقاته والعبر الذي بث، ليكون ذلك أزيد بصائرهم: وفي كل شيء له آية + تدل على أنه واحد، 'সেটা হচ্ছে আল্লাহ্‌র কুদরত, তাঁর সৃষ্টিরাজি এবং ছড়িয়ে থাকা দৃষ্টান্ত সমূহ নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা, যেন তাদের দূরদর্শিতা আরো বৃদ্ধি পায়। কেননা সবকিছুতেই আল্লাহ্‌র নিদর্শন রয়েছে, যা প্রমাণ করে যে, তিনি এক ও একক'।[৬]

শায়খ আবূ সুলাইমান আদ-দারাণী (রহঃ) বলেন, একদিন আমি চিন্তাশীল হৃদয়ে ঘর থেকে বের হ'লাম। ফলে যে বস্তুতেই আমার চোখ পড়ল, সেখানেই দেখতে পেলাম আল্লাহ্‌র অফুরন্ত নে'মত এবং আমার জন্য উপদেশের খোরাক'।[৭]

হাসান বছরী (রহঃ) বলেন, يَا ابْنَ آدَمَ، كُلْ فِي ثُلُثِ بَطْنِكَ، وَاشْرَبْ فِي ثُلُثِهِ، وَدَعْ ثُلُثَهُ الْآخَرَ تتنفَّس لِلْفِكْرَةِ، 'হে আদম সন্তান! তুমি তোমার পেটের এক-তৃতীয়াংশে খাদ্য খাও, এক তৃতীয়াংশে পান কর এবং বাকীটুকু রেখে দাও চিন্তা-ভাবনার সাথে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের জন্য'।[৮]

৭. বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষে চিন্তার প্রভাব :

বিশ্বে দু'ভাবে যুদ্ধ হয়। একটি হ'ল বিপদজনক হাতিয়ার ব্যবহার করে রক্তপাতের মাধ্যমে। আরেকটি হ'ল কোন রক্তপাত ছাড়াই প্রতিপক্ষের বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা এবং দৃষ্টিভঙ্গির উপর প্রভাব ফেলার মাধ্যমে। যুদ্ধের এই দ্বিতীয় প্রকারকে বলা হয় Ideological War বা চিন্তাযুদ্ধ। এই যুদ্ধ সশস্ত্র যুদ্ধের চেয়েও ভয়ংকর। অধুনা বিশ্বে মুসলিম উম্মাহ বাতিলপন্থীদের পক্ষ থেকে একটি সর্বগ্রাসী ও মারাত্মক ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ, বুদ্ধিবৃত্তিক ও মতাদর্শিক আক্রমণের শিকার। বর্তমান মুসলিমদের সাথে অমুসলিমদের সশস্ত্র যুদ্ধ না থাকলেও চিন্তাযুদ্ধ চলছে তুমুলভাবে। দুঃখজনক হ'লেও সত্য যে, এই চিন্তাযুদ্ধে মুসলিমরাই ধরাশায়ী হচ্ছে বেশী। সেক্যুলারিজমের বিষবাষ্পে নীল হয়ে যাচ্ছে আমাদের কোমল চেতনাবোধ। সাম্রাজ্যবাদ প্রাচ্যবাদের কাঁধে ভর করে চষে বেড়াচ্ছে আমাদের মনজগত। ইহুদীদের গুপ্ত সংগঠন ও সংস্থাগুলো কেটে দিচ্ছে আমাদের ঈমানী প্রতিরোধব্যূহের একেকটি শিকড়। গ্লোবালাইজেশন অন্তসারশূণ্য করে ফেলেছে আমাদের চিন্তা-চেতনা। গ্রিকদর্শন, মুক্তচিন্তা, হিউমেনিজম, ইনলাইটম্যান্ট মুভমেন্ট, মর্ডানিজম সহ হরেক রকমের তত্ত্ব ও মতবাদের ধূম্রজালে মুসলিম সমাজ মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। ফলে তারা নামে মুসলিম থাকলেও চিন্তা-চেতনা ও কাজে-কর্মে আচরণ করছে অমুসলিমদের মতই। ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুন ভুলে গিয়ে আমদানী করছে বস্তা পঁচা পাশ্চাত্য সংস্কৃতি। মুসলিম হয়েও ধর্মহীন পৃথিবী গড়ার খোয়াব দেখছে প্রতিনিয়ত। ঈমানী শক্তির বদলে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে প্রযুক্তি ও অস্ত্রশক্তির উপর। কিন্তু এই তাইরে নাইরে প্রচেষ্টার ফলাফল নেই বললেই চলে। উপরন্তু লাঞ্ছনার ঘানি টানতে হচ্ছে আমাদের গোটা মুসলিম জাতিকে।

যদি আমরা আমাদের চিন্তার দিগন্তকে প্রসারিত করতে না পারি, ইহুদী-খ্রিষ্টানদের মুহুর্মুহু চৈন্তিক আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য ঈমানী বর্মে আচ্ছাদিত হয়ে হৃদয়জগতে বিশুদ্ধ চিন্তার লালন না করি, শারঈ বিধি-বিধানকে স্বাভাবিক করার কুপ্রবৃত্তি থেকে নিজেদের হেফাযত করতে না পারি, চিন্তাযুদ্ধে ধরাশায়ী মুসলিম উম্মাহ্‌র জন্য উত্তোরণের পথ তালাশ না করি, তাহ'লে আমাদের এই দৈন্যদশার কালো মেঘ অপসারণ করা কখনো সম্ভব হবে না। সুতরাং বিধর্মীদের ঈমান বিধ্বংসী ষড়যন্ত্রের বেড়াজাল ছিন্ন করে ইসলামের চিরন্তন আদর্শকে সমুজ্জ্বল মহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য বুদ্ধিবৃত্তিক উন্মেষ সাধন ছাড়া মুসলিম উম্মাহ্‌র কোন গত্যন্তর নেই। আর এই বুদ্ধিবৃত্তিক উন্মেষের মূল যোগানদাতা হ'ল চিন্তার ইবাদত। মুসলিমরা যখন চিন্তার ইবাদতে অভ্যস্ত হবেন, কুরআন-হাদীছ গবেষণায় উন্মীলিত হবেন, নির্ভরযোগ্য আলেমদের বই-পুস্তক, প্রবন্ধ-নিবন্ধ অধ্যয়নে গুরুত্বারোপ করবেন, তখন তাদের চিন্তা-চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত হবে। ফলে তারা আদর্শিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সবগুলো রণাঙ্গণে ইসলামের চৌকষ ও যোগ্য সৈনিকে পরিণত হবেন। আর মুহাম্মাদী আদর্শের আলোকিত চিন্তার অধিকারী এই বান্দাদের জামা'আতবদ্ধ ঐকান্তিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে বিশুদ্ধ ইসলামের বিপ্লব সাধিত হবে। আল্লাহ্‌র যমীনে আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ।

৮. গাফেল হৃদয় শাস্তির সম্মুখীন হয় :

যাদের হৃদয় আছে, কিন্তু তারা সেই হৃদয় দিয়ে আল্লাহ্‌র সৃষ্টি নিদর্শন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে না এবং উপদেশ হাছিল করে না, তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ– 'আমরা বহু জিন ও ইনসানকে সৃষ্টি করেছি জাহান্নামের জন্য। যাদের হৃদয় আছে কিন্তু বুঝে না। চোখ আছে কিন্তু দেখে না। কান আছে কিন্তু শোনে না। ওরা হ'ল চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায়, বরং তার চাইতেও পথভ্রষ্ট। ওরা হ'ল উদাসীন' *(আ'রাফ ৭/১৭৯)*।

আবূ জা'ফর তাবারী (রহঃ) এই আয়াতের তাফসীরে বলেন, لهؤلاء الذين ذرأهم الله لجهنم من خلقه قلوب لا يتفكرون بها في آيات الله، ولا يتدبرون بها أدلته على وحدانيته، ولا يعتبرون بها حُجَجه لرسله، فيعلموا توحيد ربِّهم، ويعرفوا

৬. *তাফসীরে কুরতুবী, ৪/৩১৩।*
৭. *জামালুদ্দীন ক্বাসেমী, মাহাসীনুত তা'বীল (তাফসীরে ক্বাসেমী), ২/৪৮০।*
৮. *তাফসীর ইবনে কাছীর, ২/১৮৫।*

حقيقة نبوّة أنبيائهم، 'মহান আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিকূলের মধ্য থেকে তাদেরকেই জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছেন, যাদের হৃদয় আছে; কিন্তু সেই হৃদয় দিয়ে আল্লাহ্র নিদর্শনাবলী নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে না, তাঁর একত্বের প্রমাণবাহী দৃষ্টান্ত সমূহ নিয়ে গভীরভাবে ভেবে দেখে না এবং তাঁর নবী-রাসূলদের দলীল-প্রমাণ থেকেও উপদেশ হাছিল করে না। যদি তারা গভীরভাবে চিন্তা করত, তাহ'লে তাদের রবের তাওহীদ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করত এবং তাদের নবীদের নবুঅতের সত্যতা সম্পর্কেও অবগত হ'তে পারত'।[৯] অর্থাৎ মানুষ যদি আল্লাহ্র সৃষ্টি ও তাঁর বড়ত্ব নিয়ে চিন্তা করত, তাহ'লে তারা আল্লাহ্র প্রতি খালেছভাবে ঈমান আনত এবং তাঁর নবী-রাসূলদের অনুগত্য করত। কিন্তু গভীর চিন্তার অধিকারী না হওয়ার করণে তারা চোখ থাকতেও অন্ধ, কান থাকতেও বধির হয়ে পড়েছে। তাদের চিন্তা-ভাবনার শুষ্কতা ও অনুধাবনের ঔদাসীন্যের কারণে খুব সহজে তারা শয়তানের খপ্পরে পড়ে গেছে এবং আল্লাহ্র অবধ্যতায় লিপ্ত হয়েছে। বিশর আল-হাফী (রহঃ) বলেন, لو تفكر الناس في عظمة الله تعالى لما عصوه، 'মানুষ যদি আল্লাহ্র বড়ত্ব নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করত, তাহ'লে তারা কখনই আল্লাহ্র অবাধ্যতা করত না'।[১০] অর্থাৎ মানুষের পাপাচার ও অবাধ্যতার অন্যতম মূল কারণ হচ্ছে চিন্তার ইবাদতে নিমগ্ন না থাকা।

চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রসমূহ

মহান আল্লাহ মানুষকে স্বাধীন চিন্তাশক্তি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন এবং কল্যাণকর কাজের জন্য সেই চিন্তা শক্তি ব্যয় করার নির্দেশ দিয়েছেন। সে যেন মহাবিশ্ব, আকাশ-যমীন, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, রাত-দিনের আবর্তন-বিবর্তন, অন্ধকার-আলো, পৃথিবীর আহ্নিক গতি-বার্ষিক গতি, জন্ম-মৃত্যু, গাছ-গাছালী, ফসল-ফলাদি প্রভৃতি নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে, এর মাধ্যমে মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারে এবং তাঁর অনুগত্যে নিজেকে সোপর্দ করতে পারে। ইসলামী শরী'আতে চিন্তা-ভাবনা করার কিছু ক্ষেত্র ও উপাদান বাৎলে দেওয়া হয়েছে। নিম্নে এ ব্যাপারে আলোকপাত করা হ'ল-

১. নিজেকে নিয়ে চিন্তা করা :

অন্য কিছুর চেয়ে নিজেকে নিয়ে চিন্তা করা অতি উত্তম। কারণ আমরা অন্যদের চেয়ে নিজেদের সবচেয়ে বেশী নিকটবর্তী থাকি। তাই অন্য কিছুর চেয়ে নিজেদের সম্পর্কে আমরা অধিক জানি। এজন্য মহান আল্লাহ নিজেকে নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ– 'আর নিদর্শন রয়েছে তোমাদের মাঝেও, তোমরা কি দেখ না' *(যারিয়াত ৫১/০৮)*? এখানে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চর্ম চোখ দিয়ে নিজেকে দেখতে বলা হয়নি; বরং অন্তরের গভীর দৃষ্টি দিয়ে নিজেকে পর্যবেক্ষণ করতে বলা হয়েছে।

ইমাম গাযালী বলেন, 'আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীর মাঝে অন্যতম নিদর্শন হ'ল 'বীর্য থেকে মানুষের সৃষ্টি'। আপনার জন্য সবচেয়ে নিকটবর্তী নিদর্শন আপনি নিজেই। আপনার মাঝেই তো কত আশ্চর্যের বিষয় বিদ্যমান। এসব আশ্চর্যের বিষয় আমাকে-আপনাকে আল্লাহ্র বড়ত্বের কথা মনে করিয়ে দেয়। মানব সৃষ্টির মাঝে আল্লাহ্র কত কুদরত বিদ্যমান, তার শতভাগের এক ভাগ জানতে গেলেও শত শত বছর কেটে যাবে, তবুও জানার শেষ হবে না। কিন্তু আপনি তো অন্যমনস্ক! হে গাফেল ব্যক্তি! আপনি নিজের সম্পর্কে উদাসীন, নিজেকেই আপনি জানেন না, তাহ'লে অন্য কিছু সম্পর্কে জানার ব্যাপারে আপনি কিভাবে আগ্রহী হবেন? ভেবে দেখুন! আপনি কেবল এক ফোঁটা বীর্য থেকে সৃষ্টি হয়েছেন।

আল্লাহ বলেন, قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ، مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ، مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ، ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ، ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ، ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ، 'ধ্বংস হৌক মানুষ! সে কতই না অকৃতজ্ঞ। (সে কি ভেবে দেখে না) কি বস্তু হ'তে (আল্লাহ) তাকে সৃষ্টি করেছেন? শুক্রবিন্দু হ'তে। তিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তার তাক্বদীর নির্ধারণ করেছেন। অতঃপর তার (ভূমিষ্ঠ হওয়ার) রাস্তা সহজ করে দিয়েছেন। অতঃপর তিনি তার মৃত্যু ঘটান ও তাকে কবরস্থ করেন। অতঃপর যখন তিনি ইচ্ছা করবেন তাকে পুনর্জীবিত করবেন' *(আবাসা ৮০/১৭-২২)*। তিনি আরো বলেন, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ– 'তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে অন্যতম এই যে, তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তোমরা এখন (জীবিত) মানুষ হিসাবে ছড়িয়ে পড়েছ' *(রূম ৩০/২০)*।

যদি আপনি দেওয়ালের ওপর কোন মানুষের ছবি দেখেন, তবে আশ্চর্য হয়ে যান। আবাক-বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকেন। চিত্রকরের চিত্রকর্ম আপনাকে বিমুগ্ধ করে। ছবিটি মানুষের আকৃতির মতো হওয়ার কারণে অবলিলায় বলে ফেলেন- 'এটা তো একদম মানুষের মতই!'। চিত্রকরের শিল্পকৌশল, দক্ষতা, তাঁর হাতের নিপুণতা এবং পারদর্শিতা আপনাকে মুগ্ধ করে তোলে। আপনার অন্তরে সে বিরাট স্থান করে নেয়। যদিও আপনি জানেন যে, এটা কেবল রঙ ও কলমের সংমিশ্রণ। এগুলোর কোনটিই চিত্রকরের নিজের কাজ বা নিজের সৃষ্টি নয়। দুর্ভাগ্যজন হ'লেও সত্য যে, আপনি মানুষের তৈরী একটা স্থির চিত্রকর্ম দেখে যতটা অবাক হয়ে যান, বাস্তব মানুষকে দেখে অতটা বিস্মিত হ'তে পারেন না। এমনকি আপনার সেই মহান স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অনুভূতিও হৃদয়ে জাগ্রত হয় না। মনের উঠানে একবারো

৯. *তাফসীরে ত্বাবারী ১৩/২৭৮।*
১০. *ইবনু কুদামা, মুখতাছার মিনহাজুল ক্বাছেদীন, পৃ. ৩৭৮।*

ঝরে পড়ে না শুকরিয়ার বৃষ্টি ফোঁটা। কিন্তু আপনি যদি ভাবনার দুয়ার খুলে দিয়ে দৃষ্টি প্রসারিত করে নিজের দিকে একবার তাকান, তাহ'লে আরো বিস্ময়াভিভূত ও হতভম্ব হয়ে যাবেন।

এক ফোঁটা বীর্যের কথা চিন্তা করুন! এটা যদি কোথাও ফেলা হয়, তাহ'লে বাতাসে নষ্ট হয়ে যাবে, পঁচে যাবে। কিন্তু কিভাবে রাব্বুল আলামীন স্বামী-স্ত্রীর মিলনের মাধ্যমে পুরুষের মেরুদণ্ড ও বক্ষপাঁজরের থেকে সেই শুক্রবিন্দু বের করে আনলেন? কিভাবে শিরা-উপশিরা থেকে নির্গত করে নারীর স্রাবের রক্তকে রেহেমের মাঝে প্রবেশ করালেন? এরপর কিভাবে তিনি শুক্রবিন্দু থেকে সৃষ্টি করলেন একটি প্রাণ! কিভাবে তাকে সেখানে আহার যোগালেন! কিভাবে তাকে প্রবৃদ্ধি দান করলেন, তাকে প্রতিপালন করলেন! কিভাবে তিনি সাদা-শুভ্র শুক্রবিন্দুকে লাল রক্তপিণ্ডে পরিণত করলেন! এরপর তাকে পরিণত করলেন গোশতপিণ্ডে! এরপর কিভাবে তিনি সেই গোশতপিণ্ডতে তৈরী করলেন রগ, ধমনী, শিরা-উপশিরা, হাড় ও গোশত! কিভাবে তিনি গোশত, হাড়, শিরা-উপশিরা প্রভৃতিকে বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাঝে স্থাপন করলেন! এরপর সৃষ্টি করলেন গোলাকার মাথা। শরীরের মাঝে উদ্ভাসিত করলেন নাক, কান, চোখ, মুখসহ নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। এরপর হাত-পার সংযোজন করলেন। হাত-পায়ের মাথায় দিলেন আঙুল। আর আঙুলের মাথায় দিলেন নখ। তারপর কিভাবে তিনি গঠন করলেন হৃদয়, পাকস্থলী, যকৃত, প্লীহা, ফুসফুস, গর্ভাশয়, মূত্রাশয়, অন্ত্রাদির মতো আভ্যন্তরীণ অঙ্গগুলো! যার প্রতিটি বিশেষ আকারের, বিশেষ পরিমাপের বিশেষ কর্যক্রমের জন্য সৃষ্টি। তারপর কিভাবে তিনি এক অঙ্গের সাথে অপর অঙ্গকে সংস্থাপন করলেন। অতঃপর তৈরী করলেন হাড়-হাড্ডি। আর সেই হাড়কে শরীরের মূলভিত্তি বানালেন। এর মধ্যে কিছু হাড় ছোট, কিছু বড়। কিছু লম্বা তো কিছু গোলাকার। কিছু ফাঁপা, আবার কিছু ভরাট। কিছু মোটা তো কিছু চিকন। কিছু নরম, কিছু শক্ত।

কিভাবে তিনি এক ফোঁটা শুক্রাণুকে মাতৃগর্ভে এমন সুন্দর আকার দিলেন? তার জন্য সর্বোত্তম তাক্বদীর নির্ধারণ করলেন? অতঃপর তার মাঝে পয়দা করলেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি। তাকে দিলেন বোধশক্তি ও বাকশক্তি। তার জন্য সৃষ্টি করলেন পিঠ, যা পেটের জন্য ভিত্তি হয়েছে। তার পেটকে সৃষ্টি করলেন বিবিধ খাদ্যের আধার হিসাবে। তার মাথাকে সৃষ্টি করলেন সকল ভাবাবেগ, অনুভূতি ও জ্ঞান সংরক্ষণকারী রূপে।

এবার গর্ভাশয়ে অন্ধকারের মাঝে ভ্রূণের সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করে দেখুন! যদি গর্ভাশয়ের ওপর থেকে এ আরবরণ সরিয়ে নেওয়া হ'ত, যদি তার মাঝে দেখার সুযোগ পাওয়া যেত, তাহ'লে কিভাবে ধীরে ধীরে একটি শিশুর আকৃতি আসে তা দেখা যেত। সাথে এও দেখা যেত যে, একজন রূপকার তাঁর অলৌকিক নৈপুণ্যে কিভাবে আকৃতি দিচ্ছেন, কিন্তু তার কোন সরঞ্জাম দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। আপনি কি এমন কোন রূপকার ও কাজের লোককে দেখেছেন, যিনি তার যন্ত্রে হাত না দিয়ে কাজ করে? আপনি কি দেখেছেন- কোন কারিগর তার বানানো বস্তুকে না ধরে, সেই জিনিষের সামনে না এসেই কাজ করে? সুবহানাল্লাহ! মহান আল্লাহ কতই না উচ্চ মর্যাদার অধিকারী! কতই না অনুপম তাঁর সৃষ্টি কৌশল! কতই না সুস্পষ্ট তাঁর নিদর্শন ও দলীল-প্রমাণ!'[১১]

২. আসমান-যমীন ও অন্যান্য সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করা :

মহান আল্লাহ্‌র অজস্র সৃষ্টির মধ্যে এক রহস্যময় সৃষ্টির নাম আকাশ। সুনিপুণ আকাশের দিকে তাকালে, একটু চিন্তা করলে মনের গহিনে নানা প্রশ্ন উঁকি দেয়, কে সেই কারিগর? যিনি এ খুঁটিহীন বিশাল আকাশকে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন? আল্লাহ বলেন, وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، 'আমরা তোমাদের মাথার উপরে নির্মাণ করেছি কঠিন সপ্ত আকাশ এবং তন্মধ্যে স্থাপন করেছি কিরণময় প্রদীপ। আমরা পানিপূর্ণ মেঘমালা হ'তে প্রচুর বারিপাত করি। যাতে তা দ্বারা উৎপন্ন করি শস্য ও উদ্ভিদ এবং ঘনপল্লবিত উদ্যানসমূহ' *(নাবা ৭৮/১২-১৬)*।

আকাশের রহস্যের শেষ কোথায় তা আল্লাহই ভালো জানেন। সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা এ সপ্তস্তর বা সাত আকাশের পুরুত্ব ও দূরত্ব নিয়ে কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা করেছেন। তাদের ধারণা, এ সপ্তাকাশের প্রথম স্তরের পুরুত্ব আনুমানিক ৬.৫ ট্রিলিয়ন কিলোমিটার। দ্বিতীয় আকাশের ব্যাস ১৩০ হাযার আলোকবর্ষ, তৃতীয় স্তরের বিস্তার ২ মিলিয়ন আলোকবর্ষ। চতুর্থ স্তরের ব্যাস ১০০ মিলিয়ন আলোকবর্ষ। পঞ্চম স্তরটি ১ বিলিয়ন আলোকবর্ষের দূরত্বে, ষষ্ঠ স্তরটি অবস্থিত ২০ বিলিয়ন আলোকবর্ষের আর সপ্তম স্তরটি বিস্তৃত হয়ে আছে অসীম দূরত্ব পর্যন্ত। এগুলো স্রেফ অনুমান মাত্র। কারণ প্রকৃত বাস্তবতার সন্ধান পাওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

কত সময় অযথা নষ্ট হয়, অথচ বান্দা একটু সময় নিয়ে আল্লাহ্‌র এ সুনিপুণ আকাশ নিয়ে ভাবে না । তাই তো আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، 'আর আমরা আকাশকে সুরক্ষিত ছাদে পরিণত করেছি। অথচ তারা সেখানকার নিদর্শন সমূহ থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে' *(আম্বিয়া ২১/৩২)*। ইমাম ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার অর্থ হচ্ছে, لَا يَتَفَكَّرُونَ فِيمَا خَلَقَ اللهُ فِيهَا، 'আল্লাহ (আসমান সমূহে) যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, তা নিয়ে তারা চিন্তা-গবেষণা করে না'।[১২]

---

১১. *গাযালী, ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন, ৪/৪৩৫-৪৪০। ঈষৎ সংক্ষেপিত ও পরিমার্জিত।*

১২. *তাফসীরে ইবনে কাছীর, ৫/৩৪১।*

ইমাম শাওক্বানী (রহঃ) বলেন, তারা আকাশ ও সৌর জগৎকে নিয়ে সেইভাবে চিন্তা-গবেষণা করে না, যা তাদেরকে ঈমান আনতে বাধ্য করবে।[১৩] অর্থাৎ তারা হয়ত এগুলো নিয়ে কিছু চিন্তা-ভাবনা করে, কিন্তু এই চিন্তা-ভাবনা যদি তাদেরকে ঈমানের পথে না নিয়ে আসে, তাহ'লে সেই গবেষণার কোন মূল্য নেই। যেমনভাবে বিশ্বের বিভিন্ন মহাকাশ সংস্থা সৌরজগৎ নিয়ে রাত-দিন গবেষণা করে চলেছে, কিন্তু এগুলোর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র প্রতি তারা অবিশ্বাসী রয়ে গেছে। যদিও তাদের অনেকেই মহাকাশ গবেষণা করতে গিয়ে তাওহীদের আলোকিত রাজপথের পথিক হয়ে গেছেন। তাই জ্ঞানীদের উচিত আকাশের নান্দনিকতা, সুনিপুণ-সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা এবং এর সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা। যা মহান রবের পরিচয় জানতে, সৃষ্টির উদ্দেশ্য জানতে, সর্বোপরি মহান রবের অনুগত বান্দা হয়ে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচতে সাহায্য করবে। জ্ঞানীদের পরিচয় দিয়ে আল্লাহ বলেন, وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ– 'তারা আকাশ ও যমীনের সৃষ্টি বিষয়ে চিন্তা-গবেষণা করে এবং বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি এগুলিকে অনর্থক সৃষ্টি করোনি। মহা পবিত্র তুমি। অতএব তুমি আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাও' *(আলে ইমরান ৩/১৯১)*।

আকাশ ও যমীন শুধু নিগূঢ় রহস্যের কেন্দ্রবিন্দু নয়; রবং মনোহর রূপমাধুরী, অনুপম সৌন্দর্য ও নান্দনিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এই সৃষ্টিরাজি। যার লালিত্য অবলোকন করে প্রশান্ত হয় চিত্ত। বিমুগ্ধতার আবেশে সিক্ত হয় মনোজগৎ। নিঃসীম নীলাকাশ ও দিগন্তপ্রসারী যমীন ক্ষণে ক্ষণে তার রূপ-রং বদলায়। সকালে একরম, তো বিকেলে আরেক রকম। দিনে এক রকম, রাতে রূপ পাল্টিয়ে আরেক রকম। এগুলোর পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে এক মহান কারিগরের অসংখ্য নিদর্শন।

সেজন্য আকাশ-যমীন সহ আল্লাহ্র যাবতীয় সৃষ্টিরাজি নিয়ে গবেষণা ও চিন্তা করার কথা বলা হয়েছে পবিত্র কুরআনে। ভাবনা, উপলব্ধি ও ইন্দ্রিয়শক্তিকে কাজে লাগিয়ে সৃষ্টির রহস্য উদ্ঘাটনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাই বান্দার কর্তব্য হ'ল- রহস্যময় সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করা এবং সেই মহান সৃষ্টিকর্তার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা। মহান আল্লাহ যখন প্রত্যেক রাতের শেষ প্রহরে দুনিয়ার আকাশে নেমে এসে বান্দাকে ডাকতে থাকেন, তখন যেন আমরা যমীন থেকে সেই আকাশের মালিকের ডাকে সাড়া দিতে পারি। আমাদের এই পার্থিব জীবন যেন কেবল তাঁরই ইবাদত ও আনুগত্যে নিঃশেষিত হয়। আল্লাহ আমাদের সেই তাওফীক্ব দান করুন। আমীন!

৩. কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা :

পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বান্দার জন্য চিন্তা-ভাবনার অগণিত উপাদান সংরক্ষিত আছে। চিন্তাশীল পাঠক খুব সহজেই এটা বুঝতে পারবেন। ভাবনার জানালা খুলে চিন্তা দৃষ্টি দিয়ে কুরআনের বাক্যমালার দিকে তাকালে মনে হয়- যেন অপরিমেয় উপদেশ ও ভাবনার খোরাক সঞ্চিত আছে কুরআনের প্রতিটি আয়াতের। অন্তরের চোখ দিয়ে কুরআন না দেখলে সেটা উপলব্ধি করা কখনোই সম্ভব নয়। সেজন্য মহান আল্লাহ কেবল তেলাওয়াতের চেয়ে অর্থ অনুধাবনের ব্যাপারে জোরালো নির্দেশ দিয়েছেন। যেন মানুষ তার চিন্তা শক্তি প্রয়োগ করে এর অমিয় মর্ম উপলব্ধি করে এবং এখান থেকে উপদেশ হাছিল করে। যারা শুধু কুরআন পাঠ করে; কিন্তু এর তাৎপর্য ও নিগূঢ় অর্থ অনুধাবনের চেষ্টা করে না আল্লাহ তাদের ভর্ৎসনা করে বলেন, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا– 'তবে কি তারা কুরআন অনুধাবন করে না? নাকি তাদের হৃদয়গুলি তালাবদ্ধ?' *(মুহাম্মাদ ৪৭/২৪)*। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, التفكر فِي الْقُرْآن نَوْعَانِ: تفكر فِيهِ ليَقَع على مُرَاد الرب تَعَالَى مِنْهُ، وتفكر فِي مَعَانِي مَا دَعَا عباده الى التفكر فِيهِ، فالاول تفكر فِي الدَّلِيل القرآني وَالثَّانِي تفكر فِي الدَّلِيل العياني، 'কুরআন অনুধান দুই প্রকার। প্রথমত, রাব্বুল আলামীনের উদ্দিষ্ট মর্মোদ্ধারের জন্য চিন্তা-গবেষণা করা। দ্বিতীয়ত, আল্লাহ তাঁর বান্দাকে (কুরআনের) যে বিষয়ে গবেষণা করতে বলেছেন তার তাৎপর্য নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা। প্রথমটা হ'ল কুরআনের দলীল নিয়ে চিন্তা-ভাবনা আর দ্বিতীয়টা হ'ল চাক্ষুষ প্রমাণ নিয়ে চিন্তা করা'।[১৪]

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, الْقِرَاءَةُ الْقَلِيلَةُ بِتَفَكُّرٍ أَفْضَلُ مِنْ الْكَثِيرَةِ بِلَا تَفَكُّرٍ، 'না বুঝে অর্ধেক কুরআন তেলাওয়াত করার চেয়ে চিন্তা-ভাবনা করে অল্প তেলাওয়াত করা অধিকতর উত্তম'।[১৫]

মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব আল-কুরাযী (রহঃ) বলেন, لَأَنْ أَقْرَأَ فِي لَيْلَتِي حَتَّى أُصْبِحَ بِإِذَا زُلْزِلَتِ، وَالْقَارِعَةُ لَا أَزِيدُ عَلَيْهِمَا، وَأَتَرَدَّدُ فِيهِمَا وَأَتَفَكَّرُ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَهُذَّ الْقُرْآنَ لَيْلَتِي هَذًّا، يعني: أَنْثُرَهُ نَثْرًا، 'কুরআন গদ্যের মতো তাড়াতাড়ি পড়ে রাত শেষ করার চেয়ে আমি যদি রাতের শুরু থেকে সকাল পর্যন্ত কেবল সূরা যিলযাল ও সূরা ক্বারি'আহ তেলাওয়াত করি, এর চেয়ে আর বেশী কিছু না তেলাওয়াত করে শুধু এদু'টিই পুনরাবৃত্তি করতে থাকি এবং এ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা

১৩. *তাফসীরে ফাৎহুল ক্বাদীর, ৩/৪৭৯।*

১৪. *ইবনুল ক্বাইয়িম, মিফতাহু দারিস সা'আদাত, ১/১৮৭।*
১৫. *ইবনু তায়মিয়াহ, আল-ফাতাওয়াল কুবরা, ৫/৩৩৪।*

করতে থাকি, তাহ'লে এটাই আমার নিকটে অধিকতর পসন্দনীয়'।[১৬]

না বুঝে কুরআন তেলাওয়াতে প্রভূত নেকী অর্জিত হ'লেও এর মাধ্যমে কুরআন নাযিলের মূল্য উদ্দেশ্য হাছিল হয় না; বরং অর্থ অনুধাবন ও তা নিয়ে চিন্তা-ফিকিরের মাধ্যমেই কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হয়। আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জিত হয়। অন্তরের রোগ-ব্যাধির উপশম হয়। দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ হাছিল হয়। ইবনু রজব হাম্বলী (রহঃ) বলেছেন, مِنْ أَعْظَمِ مَا يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللهِ تَعَالَى مِنَ النَّوَافِلِ كَثْرَةُ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، وَسَمَاعُهُ بِتَفَكُّرٍ وَتَدَبُّرٍ وَتَفَهُّمٍ، 'আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের একটি উচ্চমার্গীয় নফল ইবাদত হ'ল বেশি বেশি কুরআন তেলাওয়াত করা এবং মর্ম অনুধাবন করে ও চিন্তা-ভাবনা করে তা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করা'।[১৭] ইয়াহইয়া ইবনে মু'আয (রহঃ) বলেন, دواء القلب خمسة أشياء، قراءة القرآن بالتفكر، وخلاء البطن وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين، 'পাঁচটি জিনিষে অন্তরের আরোগ্য রয়েছে- (১) চিন্তা-গবেষণা করে কুরআন তেলাওয়াত, (২) পেট খালি রেখে খাদ্য গ্রহণ, (৩) ক্বিয়ামুল লাইল, (৪) শেষ রাতের কাকুতি-মিনতি করে দো'আ এবং (৫) নেককার মানুষের সাহচর্য'।[১৮]

৪. আল্লাহ্র নে'মতরাজি নিয়ে চিন্তা করা :

চিন্তার ইবাদতের অন্যতম বড় ক্ষেত্র হ'ল আল্লাহ্র নে'মতরাজি নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা। একজন মুসলিম যদি অন্তরের দৃষ্টি দিয়ে নিজের দিকে লক্ষ্য করে এবং তার চারপাশে চোখ বুলায়, তাহ'লে সে দেখবে মহান প্রতিপালকের অথৈ নে'মতে সে ডুবে আছে। তাই তো আবূ সুলাইমান আদ-দারাণী (রহঃ) বলতেন, إِنِّي لأخرجُ مِنْ مَنْزِلِي، فَمَا يَقَعُ بَصَرِي عَلَى شَيْءٍ إِلَّا رَأَيْتُ لِلَّهِ عَلَيَّ فِيهِ نِعْمَةً، أَوْ لِي فِيهِ عِبْرَةً، 'বাড়ি থেকে বের হ'লে যখনই কোন বস্তুর উপরে আমার চোখ পড়ে, তখন সেখানে আমাকে দেওয়া আল্লাহ্র কোন না কোন নে'মত দেখতে পাই, অথবা সেখানে আমার জন্য কোন উপদেশ পেয়ে যাই'।[১৯] তাছাড়া নিজের প্রতি আল্লাহ্র নে'মতের প্রভাব উপলব্ধি করতে পারাও বিরাট একটি নে'মত ও অনুগ্রহ। শাক্বীক্ব বলখী (রহঃ) বলেন, التَّفَكُّرُ فِي مِنَّةِ اللهِ شُكْرٌ، 'আল্লাহ্র অনুগ্রহ নিয়ে চিন্তা করতে পারা শুকরিয়া আদায়ের অন্তর্ভুক্ত'।[২০]

সুতরাং একজন মুসলিম জীবনের সবকিছু নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবেন। নিজের কর্ম নিয়ে ভাববেন যে, আল্লাহ তাকে জীবিকা অর্জনের একটি পন্থা দিয়েছেন। নিজের পিতা-মাতাকে নিয়ে চিন্তা-করবেন যে, আল্লাহ আমার পিতা-মাতার হৃদয়ে আমার জন্য কতই না ভালোবাসা পয়দা করেছেন, সুখে-দুঃখে তাদের স্নেহের ছায়ায় আশ্রয় নিয়ে আমি প্রশান্তি পাই। তাদের আদরের ডানায় ভর করেই আমি জীবনের শত ক্রোশ পথ পাড়ি দিয়েছি। সন্তানের জন্য পিতা-মাতার অকৃত্রিম ও নিঃস্বার্থ ভালোবাসা এক অলৌকিক নে'মত। সন্তান তার সারা জীবনেও সেই নে'মতের শুকরিয়া আদায় করে শেষ করতে পারবে না। একজন মুসলিম নিজের স্ত্রী নিয়ে ভাববে যে, আল্লাহ তাকে এমন একজন ভালো স্ত্রী দিয়েছেন, অথচ বিয়ের আগে তাকে চিনতই না। এখন সে স্ত্রীই তার জীবনের অংশ। সুখে-দুঃখে, ইবাদত-বন্দেগীতে তার পরম সাথী। জীবন যাপনের নিত্য সহযাত্রী।

তাছাড়া একজন মুসলিম যদি গভীরভাবে চিন্তা করে, তাহ'লে দেখতে পাবে যে, শান্তি-নিরাপত্তা, খাওয়া-দাওয়া এবং জীবন যাপনের মান নির্ধারণ সহ বিবিধ ক্ষেত্রে আল্লাহ তাকে অসংখ্য সৃষ্টিরাজির উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। মানুষ যদি চিন্তার ইবাদতে অভ্যস্ত না হ'তে পারে, তাহ'লে আল্লাহ্র নে'মতের ব্যাপারে সে আজীবন অজ্ঞই থেকে যাবে। ক্রমান্বয়ে সে অকৃতজ্ঞ ও কৃতঘ্ন মানুষের দলভুক্ত হয়ে যাবে। ফক্বীহ আবুল লায়েছ সামারকান্দী (রহঃ) বলেন, إِذَا أَرَادَ الْإِنْسَانُ أَنْ يَنَالَ فَضْلَ التَّفَكُّرِ، فَلْيَتَفَكَّرْ فِي الْآلَاءِ وَالنَّعْمَاءِ، 'মানুষ যদি চিন্তা-ভাবনার মর্যাদা লাভ করতে চায়, সে যেন (আল্লাহ্র দেওয়া) প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল প্রকার নে'মতের কথা চিন্তা-ভাবনা করে দেখে'।[২১] ওমর ইবনু আব্দুল আযীয (রহঃ) বলেন, الفكرة في نعم الله عز وجل من أفضل العبادات، 'আল্লাহ্র নে'মতরাজি নিয়ে চিন্তা করা শ্রেষ্ঠ ইবাদতগুলোর মাঝে অন্যতম'।[২২] মহান আল্লাহ আমাদেরকে চিন্তার ইবাদতের মাধ্যমে তার দেওয়া নে'মতরাজি উপলব্ধি করার এবং তার শুকরিয়া আদায়ে তাওফীক্ব দান করুন।

(ক্রমশঃ)

১৬. *ইবনুল মুবারাক, আয-যুহদু ওয়ার রাক্বায়েক্ব ১/৯৭।*
১৭. *ইবনু রজব হাম্বলী, জামে'উল উলূম ওয়াল হিকাম, ২/৩৪২।*
১৮. *ইবনুল জাওযী, ছিফাতুছ ছাফওয়া, ২/২৯৩।*
১৯. *তাফসীরে ইবনে কাছীর ২/১৮৪।*
২০. *আবূ নু'আইম ইছ্ফাহানী, হিলয়াতুল আওলিয়া, ৮/৭১।*
২১. *সামরকান্দী, তাম্বীহুল গাফেলীন, পৃ. ৫৭০।*
২২. *মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন উওয়াইযাহ, ফাছ্লুল খিত্বাব ফিয যুহদি ওয়ার রাক্বায়েক্ব ৫/১২৪।*

মানুষের সার্বিক জীবনকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে পরিচালনার গভীর প্রেরণাই হ'ল আহলেহাদীছ আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি।

সীরাতুর রাসূল (ছাঃ)

*-প্রফেসর (অব.) ড. শহীদ নকীব ভূঁইয়া**

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর (অব.) ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রণীত ‘সীরাতুর রাসূল (ছাঃ)’ গ্রন্থটি রাসূল (ছাঃ)-এর জীবন চরিত রচনার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও তুলনামূলকভাবে একটি নতুন সংযোজন। আরবী ‘সীরাত’ শব্দটি এসেছে ‘সারা-ইয়াসীরু’ থেকে। যার অর্থ ‘ভ্রমণ করা’। সেই অর্থে, আমরা যখন ‘সীরাতুর রাসূল (ছাঃ)’ গ্রন্থটি পাঠ করি, তখন যেন আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর জীবন সফরে ভ্রমণ করি। পবিত্র কুরআন ও নবী করীম (ছাঃ)-এর জীবন পরস্পরে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। একটিকে বুঝতে ও অনুসরণ করতে অন্যটি অপরিহার্য। তাই গবেষক ও লেখকগণ ছাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত সীরাত সংকলন ও তার গবেষণা অব্যাহত রেখেছেন।

‘সীরাতুর রাসূল (ছাঃ)’-এর বৈশিষ্ট্য সমূহ :

(১) বিশুদ্ধতম সূত্র সমূহ থেকে তথ্য নেওয়া হয়েছে। (২) অমুসলিম ও মুসলিমদের মধ্য থেকে সীরাতের সমালোচকদের বুদ্ধিবৃত্তিক জবাব দেওয়া হয়েছে। (৩) অধ্যায় শেষে শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে এবং প্রধান প্রধান ঘটনা শেষে ‘পর্যালোচনা’ পেশ করা হয়েছে। (৪) সীরাতের বিষয়বস্তু সমূহ ব্যাপকভাবে শামিল করা হয়েছে। (৫) অতীতের সীরাত গ্রন্থ সমূহে বর্ণিত অনেক প্রসিদ্ধ ঘটনা, যা বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত নয়, সেগুলি শনাক্ত করা হয়েছে। নিম্নে ‘সীরাতুর রাসূল (ছাঃ)’-এর বৈশিষ্ট্য সমূহ আলোচনা করা হ’ল।-

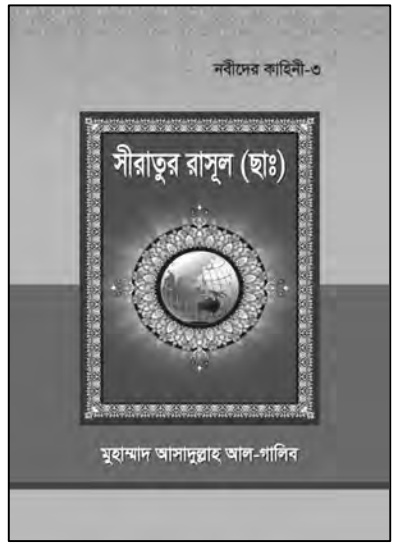

১. বিশুদ্ধ তথ্য সূত্র সমূহ : গ্রন্থকার অত্র ‘সীরাত’ গ্রন্থটিকে সাধ্যমত বিশুদ্ধ করার শর্ত করেছেন এবং সেজন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন। সেকারণ গ্রন্থটির মূল তথ্য উৎস হচ্ছে পবিত্র কুরআন, ছহীহ হাদীছ এবং প্রসিদ্ধ রেফারেন্স গ্রন্থসমূহ।

উদাহরণ স্বরূপ : (১) পবিত্র কুরআনকে প্রধান উৎস হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। কেননা কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে প্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। যেমন (ক) বদর যুদ্ধ সম্পর্কে সূরা আনফাল ১-৪৯ মোট ৫০টি আয়াত; (খ) ওহোদ যুদ্ধ সম্পর্কে সূরা আলে ইমরান ১২১-১৭৯ মোট ৬০টি আয়াত; (গ) ‘হোনায়েন যুদ্ধ’ সম্পর্কে সূরা তওবা ২৫-২৭ মোট ৩টি আয়াত; (ঘ) খন্দক ও বনু কুরায়যা যুদ্ধ সম্পর্কে সূরা আহযাব ৯-২৭ মোট ১৯টি আয়াত এবং (ঙ) হোদায়বিয়ার সন্ধি ও মক্কা বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে সূরা ফাৎহ প্রথম দু’টি আয়াত এবং পরবর্তী ‘খায়বর যুদ্ধ’ ও সেখান থেকে অগণিত গণীমত প্রাপ্তির ভবিষ্যদ্বাণী, মুনাফিকদের তৎপরতা ও ছাহাবায়ে কেরামের উচ্চমর্যাদা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে সূরা ফাৎহের ২৯টি আয়াতে। ফলে আলোচ্য সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) গ্রন্থটি কুরআন বুঝার জন্য অপরিহার্য।

(২) ছহীহ হাদীছকে দ্বিতীয় উৎস হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন (ক) ছহীহ হাদীছের বর্ণনা অনুযায়ী রাসূল (ছাঃ)-এর জন্ম ও মৃত্যু দু’টিই সোমবার হয়েছিল। তাই সোমবারকে ঠিক রেখে এ বিষয়ে মতভেদ নিরসন করা হয়েছে।[১] (খ) অতঃপর বিষয়বস্তুর পূর্ণতার জন্য ‘হাসান’ বা তার নিকটবর্তী স্তরের হাদীছ গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন ত্বায়েফ দুর্গ অবরোধ কালে রাসূল (ছাঃ)-এর পক্ষ হ’তে একটি ঘোষণা প্রচার করা হয়, যে গোলাম আমাদের নিকটে এসে আত্মসমর্পণ করবে, সে মুক্ত হয়ে যাবে’।[২] (গ) কেবলমাত্র বৈষয়িক বা উন্নত চরিত্র বা অনুরূপ বিষয়ের ক্ষেত্রে যখন কোন শক্তিশালী বর্ণনা পাওয়া যায়নি, তখন বিশ্বস্ত জীবনীকারগণ কর্তৃক গৃহীত ও বিশুদ্ধতার কাছাকাছি যঈফ হাদীছ গ্রহণ করা হয়েছে এবং তা টীকাতে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন ত্বায়েফ দুর্গের অবরোধ উঠিয়ে নেওয়ার সময় রাসূল (ছাঃ)-কে বনু ছাক্বীফদের বিরুদ্ধে বদ দো‘আ করতে বলা হ’ল। কিন্তু তিনি হেদায়াতের দো‘আ করে বললেন- হে আল্লাহ! তুমি ছাক্বীফদের হেদায়াত কর এবং তাদেরকে নিয়ে এসো।[৩]

(৩) বিশ্বস্ত সীরাত ও এ সম্পর্কিত গ্রন্থ সমূহ। যেমন মানছূরপুরীর ‘রহমাতুল্লিল আলামীন’, মুবারকপুরীর ‘আর-রাহীকুল মাখতূম’, তালীক্ব আর-রাহীকুল মাখতূম, ইরাকের ড. আকরাম যিয়া উমরীর সীরাত আন-নববিইয়াহ আছ-ছহীহাহ, রিয়াদের আল-উশানের বই ‘মা শা‘আ’, ইবনুল ক্বাইয়িমের ‘যাদুল মা‘আদ’, শায়েখ আলবানীর তাহকীক কৃত সীরাহ সমূহ, তাহকীক ইবনু হিশাম, আল-মাকতাবাতুশ শামেলাহ প্রভৃতি।

২. সীরাত সমালোচকদের বুদ্ধিবৃত্তিক জবাব দান : অমুসলিমদের যেমন স্কটিশ প্রাচ্যবিদ উইলিয়াম মূর, জার্মান প্রাচ্যবিদ ড. স্প্রেঙ্গার, বৃটিশ প্রাচ্যবিদ স্যামুয়েল মার্গোলিয়থ এমনকি মুসলিমদের মধ্য থেকেও অনেকে যেমন অতি যুক্তিবাদী, নারীবাদী, অতি উদারতাবাদী, কথিত মানবতাবাদী

* *আলোচ্য গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদক। যা সত্বর প্রকাশিতব্য। প্রফেসর (অব.), লুইজিয়ানা টেক ইউনিভার্সিটি, আমেরিকা; কিং ফাহাদ ইউনিভার্সিটি অফ পেট্রোলিয়াম এ্যাণ্ড মিনারেলস্, সঊদীআরব; সুলতান ক্বাবূস ইউনিভার্সিটি, ওমান।*

১. *মুসলিম হা/১১৬২, বুখারী হা/১৩৮৭, পৃ. ৫৭।*
২. *আহমাদ হা/২২২৯, সনদ হাসান লেগায়রিহী, আরনাঊত্ব, পৃ. ৫৬৭।*
৩. *তিরমিযী হা/৩৯৪২, সনদ যঈফ, পৃ. ৫৬৮-৫৬৯।*

ব্যক্তিগণ রাসূল (ছাঃ)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে সমালোচনা করে থাকেন। বিশেষ করে আয়েশা (রাঃ)-এর সাথে বিবাহ, একাধিক বিবাহ এবং অভিযান ও যুদ্ধসমূহের ব্যাপারে। আলোচ্য সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) গ্রন্থটিতে এসবের বুদ্ধিবৃত্তিক জবাব দেওয়া হয়েছে।

৩. শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ এবং প্রধান প্রধান ঘটনা শেষে 'পর্যালোচনা' পেশ : গ্রন্থের প্রতিটি অধ্যায়ের আলোচনা শেষে সম্মানিত লেখক 'শিক্ষণীয় বিষয়' শিরোনামে পৃথকভাবে মোট ২০৯টি আলোচনা করেছেন। যা অত্যন্ত ফলদায়ক। যার মধ্যে ৮টি নবুঅত-পূর্ব জীবনের, ৯০টি মাক্কী জীবনের ও ১১১টি মাদানী জীবনের। এছাড়াও প্রধান প্রধান ঘটনা বিবৃত করার পর সেসবের একটি 'পর্যালোচনা' পেশ করা হয়েছে। পাঠক এবং গবেষকগণ কেবল এই শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ এবং পর্যালোচনাসমূহ থেকেই অনেক কিছু জানতে পারবেন। তাছাড়া তাঁরা এসবের ভিত্তিতে সমসাময়িক চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবেলায় খোরাক সংগ্রহ করতে পারবেন।

৪. বিষয়বস্তু সমূহের ব্যাপকতা : 'সীরাতুর রাসূল (ছাঃ)' নবী করীম (ছাঃ)-এর জীবনের উল্লেখযোগ্য প্রায় সব ঘটনাকে অন্তর্ভুক্ত করেছে, যা সচরাচর অন্য গ্রন্থে পাওয়া যায় না। সীরাত পাঠক ও গবেষকদের জন্য এটি একটি বিশুদ্ধ তথ্য সমূহের ভাণ্ডার বলা যায়। গ্রন্থটিতে অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি সংক্ষেপে নিম্নরূপ।-

(১) সীরাত শাস্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ : শুরুতে সীরাত শাস্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ আলোচনায় ৩ জন ছাহাবী, ৭ জন তাবেঈ, ১৯ জন তাবে-তাবেঈ এবং আরও ৬ জন জীবনীকারের কথা বলা হয়েছে, যাদের অধিকাংশ রচনাসমূহ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তবে তাবে-তাবেঈ মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক (৮৫-১৫১ হি.) ও তাঁর সীরাতের পরিমার্জিত সংস্করণ সীরাতে ইবনু হিশাম (মৃ. ২১৮ হি.)-এর গ্রন্থ প্রাচীনতম উৎস হিসাবে গৃহীত হয়েছে।

(২) আরব জাতির অবস্থা : নবুঅতের কেন্দ্রস্থল হিসাবে আরব জাতির ধর্মীয়, নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সংক্ষেপে চিত্রিত হয়েছে। তাছাড়া ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশ, যমযম কূয়া, শিরক-বিদ'আতের প্রসার, ইয়াছরিবের ইহূদী-নাছারাদের অবস্থা ইত্যাদি।

(৩) নবুঅত-পূর্ব জীবন (৫৭১-৬১০ খৃ.) : এই ৪০ বছরের সময়কালে সীরাতের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি যেমন রাসূল (ছাঃ)-এর লালন-পালন, দাদা আব্দুল মুত্ত্বালিব ও চাচা আবু তালিবের অভিভাবকত্ব, বক্ষ বিদারণ ও অন্যান্য বরকতময় নিদর্শন। সিরিয়ায় ব্যবসায়িক সফর, ফিজার যুদ্ধ এবং হিলফুল ফুযূল গঠন, আল-আমীন উপাধি, তাঁর নিষ্পাপত্ব, খাদীজার সাথে বিবাহ ও সন্তান-সন্ততি, কা'বাগৃহ পুনর্নির্মাণে মতবিরোধ নিরসন, নিঃসঙ্গপ্রিয়তা, হেরা গুহায় একান্ত সাধনা, সত্যস্বপ্ন ইত্যাদি।

(৪) মাক্কী জীবন (৬১০-৬২২ খৃ.) : এই ১৩ বছরে নবুঅতী জীবনের প্রসিদ্ধ ঘটনাবলী যেমন (ক) নুযূলে কুরআন ও নবুঅত লাভ ও তার প্রতিক্রিয়া (খ) খাদীজার বিচক্ষণতা (গ) ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও পরিচিতদের নিকট ব্যক্তিগতভাবে দাওয়াত প্রদান (ঘ) ছাফা পাহাড়ের চূড়া থেকে কুরায়েশ বংশের সকল গোত্রকে প্রকাশ্যে দাওয়াত (ঙ) মক্কাবাসী এবং বহিরাগত ও হজ্জে আগতদের নিকটে দাওয়াত দান (চ) কোন কোন সীরাত লেখক নবীগণের দাওয়াতকে গোপনে ও প্রকাশ্যে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। কিন্তু সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) গ্রন্থটি কুরআনের আলোকে দাবী করেছে যে নবীদের দাওয়াতকে দু'ভাগে ভাগ করার কোন সুযোগ নেই *(পৃ. ৯৫)*। যেমন আল্লাহ বলেছেন, 'হে আমার কওম! তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য নেই' *(আ'রাফ-মাক্কী ৭/৫৯, ৬৫, ৭৩, ৮৫)*। আমাদের নবীও বলেছেন, হে মানবজাতি! আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহ্র প্রেরিত রাসূল *(আ'রাফ ৭/১৫৮)*।

এ প্রসঙ্গে গ্রন্থকার বলেছেন শুরুতে দাওয়াত ছিল ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে। কিন্তু গোপনে নয়। তাঁর নতুন দাওয়াতের খবর নেতারা জানতে পেরেছিলেন। কিন্তু এটাকে তারা হুমকি মনে করেননি। মুসলমানদের সংখ্যা বেড়ে গেলে তিন বছর পর এটি নেতাদের আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয় এবং অনেকে তাদের হাতে নির্যাতিত হন *(৯৬-৯৭ পৃ.)*।

(৫) বিরোধিতার কৌশল সমূহ : আবু তালেবের হস্তক্ষেপ কামনা, হজ্জের সময় দাওয়াতে বাধাদান, মদীনায় ১টি সহ মোট ১৬টি অপবাদ দান (যেমন পাগল, কবি, জাদুকর, মিথ্যাবাদী ইত্যাদি), নাচ-গানের আসর বসানো, ব্যঙ্গ কবিতা পাঠ, অতীত কাহিনী সম্পর্কে প্রশ্ন করা, চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করণ, কিছু গ্রহণ ও কিছু বর্জন-এর ভিত্তিতে আপোষ প্রস্তাব, লোভনীয় প্রস্তাব ও উদ্ভট দাবী সমূহ এবং বিভিন্ন অপযুক্তি।

(৬) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবীদের উপর নানামুখী অত্যাচার : যেমন হাবশায় হিজরত (১ম ও ২য়); হামযা ও ওমরের ইসলাম গ্রহণ; সর্বাত্মক বয়কট; আবু তালিব ও খাদীজা (রাঃ)-এর মৃত্যু; ত্বায়েফ সফর ও নির্যাতন ভোগ, জিনদের ইসলাম গ্রহণ; আক্বাবাহ্র বায়'আত (১ম, ২য় ও ৩য়); ইসরা ও মি'রাজ; ইয়াছরিবে ছাহাবীদের হিজরত; রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ইয়াছরিবে হিজরত।

(৭) মাদানী জীবন (৬২২-৬৩২ খৃ.) : ১০ বছরের মাদানী জীবনের ঘটনা সমূহ যেমন তাঁর রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃত্ব লাভ; ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার গোড়াপত্তন; আনছার ও মুহাজিরগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন; যুদ্ধের অনুমতি লাভ ও অভিযান সমূহ প্রেরণ; ২৯টি গাযওয়া ও ৬১টি সারিইয়াহ সহ মোট ৯০টি যুদ্ধ (মার্চ ৬২৩ খৃ. হ'তে জুন ৬৩২ পর্যন্ত)। ১০ বছরে রাসূল (ছাঃ)-এর ৭৮১ দিন তথা দু'বছরের বেশী সময় যুদ্ধের ময়দানে অবস্থান।

(৮) অভিযান ও যুদ্ধ সমূহের কারণ ও কৌশল : প্রতিরক্ষামূলক (যেমন বদর ও ওহোদ), সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিহত করা (যেমন বনু ক্বায়নুক্বা ও মূতা), শক্তি থাকা

সত্ত্বেও যুদ্ধ এড়াতে সন্ধি চুক্তি করা (যেমন হোদায়বিয়ার সন্ধি), চুক্তি লঙ্ঘনের প্রতিশোধমূলক যুদ্ধ (যেমন মক্কা বিজয়), শত্রুর অর্থনৈতিক ভিত্তি ও মনোবল দুর্বল করা (যেমন সিরিয়াগামী মক্কার কুরায়েশ কাফেলা সমূহ আক্রমণ); ৬ষ্ঠ হিজরীতে হোদায়বিয়া সন্ধির পর বাদশাহদের নিকট ইসলামের দাওয়াত দিয়ে পত্র প্রেরণ (রোম, পারস্য, মিসর, ইয়ামামা, বালক্বা, বাহরায়েন, ওমান, হাবশা, ইয়ামন, হিমইয়ার); মক্কা বিজয়ের পর আরব উপদ্বীপের ৩৭টি গোত্রের প্রতিনিধি দল সমূহের আগমন ও ইসলাম গ্রহণ (শাওয়াল ৮ম হি. থেকে মুহাররম ১১ হি. পর্যন্ত); বিদায় হজ্জ (২৪শে যুলক্বা'দাহ ১০ম হি. থেকে ২১শে যিলহজ্জ ১০ম হি.); নবী জীবনের শেষ অধ্যায় (রবীউল আউয়াল, ১১ হি.); অসুখের সুচনা ও মৃত্যু; শোকাবহ প্রতিক্রিয়া, আবুবকরের বিচক্ষণ ভূমিকা, পরিত্যক্ত সম্পদ, খলীফা নির্বাচন, গোসল ও কাফন-দাফন, জানাযা।

(৯) অন্যান্য তথ্য সমূহ : নবী পরিবার, উম্মাহাতুল মুমিনীন (১১ জন), একাধিক বিবাহ পর্যালোচনা, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দেহ সৌষ্ঠব, তাঁর চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য; ছেড়ে যাওয়া দু'টি আলোকস্তম্ভ; রাসূল চরিত পর্যালোচনা; পরিশিষ্ট-১ অহি লেখক (১৬ জন) ও অন্যান্য বিষয়ে লেখক (৩৪ জন), দাস-দাসী-খাদেম (৮১ জন), উট (৪টি), ঘোড়া (৭টি), খচ্চর (৩টি), গাধা (২টি), তরবারি (৯টি), বর্ম (৭টি), দূত (১০ জন), মুওয়াযযিন (৪ জন), আমীর (১১ জন), হজ্জ (১টি) ও ওমরাহ (৪টি হিজরতের পর), মু'জেযা সমূহ (৫০টি)। প্রসিদ্ধ কিন্তু বিশুদ্ধ নয় (১৬৭টি)। পরিশিষ্ট-২ গ্রন্থপঞ্জী (৪০ টি); পৃষ্ঠা সংখ্যা মোট ৮৫৪।

সর্বোপরি সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) গ্রন্থটির গবেষণার ব্যাপকতা প্রকাশ পায় এই গ্রন্থের ১৩০৭টি টীকা ও ৪০টি অমূল্য গ্রন্থের রেফারেন্স সমূহের মাধ্যমে।

৫. প্রসিদ্ধ কিন্তু বিশুদ্ধ নয় : বিগত সীরাত গ্রন্থসমূহে বর্ণিত এমন ১৬৭টি প্রসিদ্ধ ঘটনা শনাক্ত করা হয়েছে, যা বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত নয়। বিদগ্ধ পাঠক ও গবেষকদের জন্য যেগুলি অত্যন্ত মূল্যবান তথ্যের সংযোজন। যেমন মক্কা ও ইসমাঈল বংশের আলোচনায় বলা হয়েছে, বনু জুরহুম মক্কা ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় যমযম কূয়ায় দু'টি সোনার হরিণ, বর্ম, তরবারী ইত্যাদি ফেলে যায়। অতঃপর উক্ত তরবারী উঠিয়ে আব্দুল মুত্ত্বালিব কা'বাগৃহের দরজা ঢালাই করেন এবং হরিণ দু'টিকে দরজার সামনে রেখে দেন। (২) শিশুকালে তাঁর অসীলায় আবু তালিবের বৃষ্টি প্রার্থনা, শৈশবে ফিজার যুদ্ধে তাঁর অংশগ্রহণ। (৩) 'ইনশাআল্লাহ' না বলায় পনের দিন অহি নাযিল বন্ধ থাকা, ওমরের ইসলাম গ্রহণ বিষয়ে প্রসিদ্ধ কাহিনী সমূহ, ছওর গিরিগুহায় প্রবেশের পর আবুবকর (রাঃ)-এর নিজের পায়জামা ছিঁড়ে গুহার ছিদ্র সমূহ বন্ধ করা, তাঁকে সাপে বা বিচ্ছুতে দংশন করা, সেখানে মাকড়সার জাল বোনা; একটি বৃক্ষের জন্ম নেওয়া ও সেখানে এসে কবুতরে ডিম পাড়া ইত্যাদি। (৪) হিজরতের পরপরই নবগঠিত ইসলামী সমাজের বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য মদীনার সনদ রচনা, পারস্য থেকে হিজরতকারী ছাহাবী সালমান ফারেসী-এর পরামর্শক্রমে খন্দকের যুদ্ধে পরিখা খননের নতুন কৌশল নির্ধারণ ইত্যাদি। (৫) রাসূল (ছাঃ) বলতেন, তোমরা দ্বীনের অর্ধাংশ আয়েশার নিকট থেকে গ্রহণ করো *(৭৬৪ পৃ.)*। আর-রাহীকুল মাখতূমে রাসূল (ছাঃ)-এর দেহ সৌষ্ঠব সম্পর্কে বর্ণিত ৬টি যঈফ হাদীছ *(৭৮০ পৃ.)* ইত্যাদি।

এছাড়াও গ্রন্থটিতে দেখানো হয়েছে যে, ১০ বছরে মোট ৯০টি অভিযান ও যুদ্ধে উভয় পক্ষের নিহতের সংখ্যা ছিল মাত্র ১৩৪২ জন। সেখানে Collateral damage বা আনুষঙ্গিক ধ্বংসের নামে অগণিত ভৌত কাঠামো এবং নির্দোষ অসামরিক জনগণ, মহিলা ও শিশু হত্যার মত ঘটনা ছিল না। অভিযান ও যুদ্ধগুলি ছিল অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক, চুক্তি ভঙ্গ ও বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ, শত্রুপক্ষের সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিহত করা এবং শত্রুপক্ষের আর্থিক ভিত ও মনোবল দুর্বল করার জন্য। Cost-benefit (লাভ-ক্ষতি) Analysis বা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, এসব অভিযান ও যুদ্ধ সমূহ ছিল অনেক বেশী ন্যায়ানুগ, যুলুমমুক্ত, উন্নত মূল্যবোধ সম্পন্ন, আল্লাহ্র প্রতি আনুগত্য সম্পন্ন ও মানবাধিকার নিশ্চিতকারী। তার Cost তথা জান ও মালের অনিবার্য ক্ষয়-ক্ষতি ছিল অতীব নগণ্য। এভাবে সমালোচকদের বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে জবাব দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে অত্র গ্রন্থে।

উপসংহার :

পশ্চিমা প্রভাবিত মিডিয়া সমূহ আমাদের শিশু-কিশোর ও আবাল-বৃদ্ধ বণিতার মগজ-ধোলাই করে যাচ্ছে। এসব ধ্যান-ধারণাকে প্রাকৃতিক, স্বাভাবিক, ব্যক্তিগত এবং সামাজিকভাবে উপকারী, প্রগতিশীল, জীবন সমৃদ্ধকারী ও জীবন পরিপূর্ণকারী হিসাবে তুলে ধরা হচ্ছে।

এগুলিকে মোকাবিলা করার জন্য মুসলিম স্কলারদের তরফ থেকে বুদ্ধিবৃত্তিক জবাব দেওয়ার জন্য যেরূপ গবেষণা প্রয়োজন ছিল তা খুবই অপ্রতুল। কেননা বর্তমানের এইসব তথাকথিত আধুনিক মতবাদগুলির মূল উদ্দেশ্য হ'ল আল্লাহ্র অহি-কে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার বা উপেক্ষা করা। অতঃপর অহি-র বিধানের পরিবর্তে মানুষের ধারণাপ্রসূত সিদ্ধান্তের উপর জীবন পরিচালনা করা। যা সর্বদা পরিবর্তনশীল এবং ধ্বংসাত্মক ও স্রেফ প্রবৃত্তিপূজা মাত্র। এগুলির নগদ সুবিধার আড়ালে রয়েছে বহুমুখী ও দীর্ঘমেয়াদী ধ্বংস।

পরিশেষে বলব, অত্যন্ত সম্মানিত, সুপ্রতিষ্ঠিত ও ব্যাপকভাবে স্বীকৃত লেখক মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের 'সীরাতুর রাসূল (ছাঃ)' গ্রন্থটি সীরাত গবেষক ও সীরাতে আগ্রহী পাঠকদের কেবল প্রত্যাশাই পূরণ করবে না, বরং তাদের কাছে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হবে ইনশাআল্লাহ।

গ্রন্থটি অত্যন্ত সাবলীল, উন্নত ভাষাশৈলী সম্পন্ন, ব্যাপক গবেষণা ও তথ্য সমৃদ্ধ এবং ইতিপূর্বে বর্ণিত মূল্যবান বৈশিষ্ট্য

সমূহে ভূষিত। গ্রন্থটি আমার এত ভাল লেগেছে যে, আমি আনন্দের সাথে গ্রন্থটির ইংরেজী অনুবাদ করেছি। যাতে আন্তর্জাতিক অঙ্গনের বিদগ্ধ পাঠকগণ উপকৃত হন। আমি মনে করি 'সীরাতুর রাসূল (ছাঃ)' একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সীরাত গ্রন্থ হিসাবে আন্তর্জাতিক মহলে স্বীকৃতি পাবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সম্মানিত লেখককে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন এবং আমাদেরকে পরকালে রাসূল (ছাঃ)-এর শাফা'আত লাভের সৌভাগ্য দান করুন- আমীন!

প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব লিখিত এবং মাসিক আত-তাহরীক-এ প্রকাশিত সম্পাদকীয় সংকলন

১৯৯৭-২০১৫ পর্যন্ত মোট ১৫১টি সম্পাদকীয় পড়তে আজই সংগ্রহ করুন!

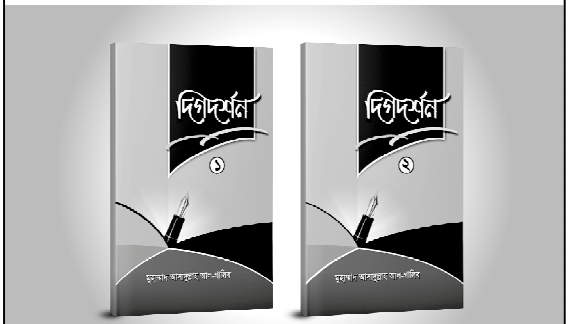

অর্ডার করুন
০১৭৭০-৮০০৯০০
www.hadeethfoundationbd.com

অফার মূল্য ১৪০ টাকা
(ডেলিভারী চার্জ ফ্রী)

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১০

সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) : এক অনবদ্য সংকলন

অত্যন্ত গতিশীল ও শক্তিশালী ভাষায় লেখা প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের 'সীরাতুর রাসূল (ছাঃ)'। ৮৫৪ পৃষ্ঠার এই সীরাত গ্রন্থটি নবীজীবনের সাবলীল ও বিশুদ্ধ বর্ণনার এক অনবদ্য সংকলন। বাঙালী মুসলমানদের রচিত সীরাত সমূহের মধ্যে এটিই গুণ, মান ও গ্রন্থনার দিক থেকে সেরা। কুরআনে বর্ণিত পঁচিশজন নবীর জীবনী নিয়ে তাঁর সিরিজ গ্রন্থের শেষ খণ্ড হচ্ছে এই রাসূল-চরিত। আগের দুই খণ্ডে বর্ণিত হয়েছে চব্বিশজন নবীর বিশুদ্ধ জীবনকথা। আলোচ্য গ্রন্থে নবীজীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সমূহ বর্ণনার পর মানবজাতির জন্য তা থেকে 'শিক্ষণীয়' বিষয় সমূহ সন্নিবেশিত হয়েছে।

পাদটীকায় অজস্র সূত্রের উল্লেখ দৃষ্টিকে ক্লান্ত করে না, পাঠেও বিঘ্ন ঘটায় না। পাতার পর পাতা স্বাচ্ছন্দ্যে পড়ে ফেলা যায়। পরিশিষ্টে 'প্রসিদ্ধ কিন্তু বিশুদ্ধ নয়' এমন ঘটনাবলীর সারণি গ্রন্থটিকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে। নবীজীবনে দাওয়াহ ও প্রশিক্ষণ, তাওহীদ ও তাযকিয়া, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে তাঁর কর্মকৌশলের সুচারু বর্ণনা কুরআন, ছহীহ হাদীছ ও সীরাতের শ্রেষ্ঠ কিতাব সমূহ থেকে ছেঁকে আনা হয়েছে এই গ্রন্থে। বাংলাভাষী বিদ্বানের এই গ্রন্থটি আরব ও পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে রচিত যেকোন উঁচুমানের সীরাত গ্রন্থের সাথে এক পংক্তিতে উচ্চারণযোগ্য। সীরাতপ্রেমীদের জন্যে এই অমূল্য গ্রন্থটি অবশ্যপাঠ্য বলে মনে করি।

-জগলুল আসাদ
সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজী বিভাগ
সরকারী হরগঙ্গা কলেজ, মুন্সীগঞ্জ।

দারুল হাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদ নির্মাণে সহযোগিতার আহ্বান

সম্মানিত দ্বীনী ভাই ও বোন! আস্সালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহু। নওদাপাড়া রাজশাহীতে অবস্থিত প্রস্তাবিত **দারুল হাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে** মসজিদটি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সাড়ে ছয় হাযার বর্গফুটের ছয়তলা বিশিষ্ট মসজিদ কমপ্লেক্স নির্মাণের প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এতে বিপুল অর্থের প্রয়োজন। এই খরচ নির্বাহের জন্য দানশীল মুমিন ভাই-বোনদের প্রতি সাহায্যের আবেদন জানানো যাচ্ছে। মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে তাঁর গৃহ নির্মাণে সাধ্যমত সহযোগিতা করার তাওফীক দান করুন-আমীন!!

অর্থ প্রেরণের হিসাব নম্বর

ইসলামিক কমপ্লেক্স মসজিদ ফাণ্ড, হিসাব নং ০০৭১২২০০০০৫৮২, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক রাজশাহী শাখা। সার্বিক যোগাযোগ : ০১৭১৫-০০২৩৮০, ০১৭১১-৫৭৮০৫৭।

মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)-এর ব্যাপারে কিছু আপত্তি পর্যালোচনা

-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব

(৩য় কিস্তি)

৪. আলবানী (রহঃ) ছহীহুল বুখারী ও মুসলিমে সংকলিত কিছু হাদীছের সমালোচনা করেছেন :

আলবানী (রহঃ)-এর বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগসমূহের মধ্যে অন্যতম মৌলিক অভিযোগ হ'ল, তিনি ছহীহ বুখারী ও মুসলিমের আপাদমস্তক বিশুদ্ধতার ব্যাপারে বিদ্বানদের ঐক্যমতকে অগ্রাহ্য করে এর মধ্যস্থিত কিছু হাদীছের সমালোচনা করেছেন। ড. মাহমূদ সাঈদ মামদূহ আলবানীর বিরুদ্ধে এ অভিযোগ আরোপ করে তাঁর কৃত সমালোচনার জবাবে পৃথক গ্রন্থ রচনা করেছেন।[১] এক্ষণে উক্ত অভিযোগের ব্যাপারে আলোকপাত করা হ'ল।-

জানা আবশ্যক যে, ছহীহ বুখারী ও মুসলিম পবিত্র কুরআনের পর সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ও বিশুদ্ধতম দু'টি হাদীছ গ্রন্থ। মুসলিম উম্মাহর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল যুগের ওলামায়ে কেরাম সর্বসম্মতভাবে এর হাদীছসমূহকে বিশুদ্ধতার মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হিসাবে গ্রহণ করেছেন। শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, لَيْسَ تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ كِتَابٌ أَصَحُّ مِنْ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ بَعْدَ الْقُرْآنِ 'আসমানের নীচে পবিত্র কুরআনের পরে ছহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিমের চেয়ে বিশুদ্ধ কোন গ্রন্থ নেই'।[২] ইমাম নববী বলেন, ওলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, কুরআনের পর সর্বাধিক বিশুদ্ধ গ্রন্থ হ'ল ইমাম বুখারী এবং ইমাম মুসলিমের ছহীহাইন। সমগ্র উম্মাহ এ ব্যাপারে স্বীকৃতি দিয়েছে।[৩]

ছহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিমের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে যেমন প্রাচ্য-প্রতীচ্যের লাখো ওলামায়ে কেরাম ঐক্যমত পোষণ করেছেন। তেমনি প্রাথমিক ও আধুনিক যুগের কিছু মুহাদ্দিছ ও সমালোচক ছহীহ বুখারীর আপাদমস্তক বিশুদ্ধতা নিয়ে সন্দেহ পোষণ করে এর মধ্যস্থিত কিছু ভুলভ্রান্তি তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন।

প্রাথমিক যুগের মুহাদ্দিছদের মধ্যে ইমাম দারাকুৎনী (৩০৬-৩৮৫ হি.),[৪] আবু মাস'ঊদ আদ-দিমাশক্বী, আবু আলী আল-গাস্সানী আল-জাইয়ানী[৫] প্রমুখ মুহাদ্দিছ ছহীহ বুখারীর বেশ কিছু হাদীছের উপর সমালোচনা করেছেন। তৎপরবর্তীকালে শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ[৬], ইবনু হাযম[৭], হাফেয যায়নুদ্দীন 'ইরাক্বী[৮], তাজুদ্দীন সুবকী[৯], ইমাম তাহাবী সহ[১০] কতিপয় বিদ্বান কিছু কিছু হাদীছের সমালোচনা করেছেন। আধুনিক যুগে শায়খ আলবানীসহ আরো কিছু বিদ্বান অল্প কিছুসংখ্যক হাদীছের দোষ-ত্রুটি তুলে ধরেছেন। তবে সার্বিক বিবেচনায় এ বিষয়ে দারাকুৎনীর সমালোচনাটিই সবচেয়ে সমৃদ্ধ। এসব সমালোচনার জবাবে বিভিন্ন গ্রন্থও লিপিবদ্ধ হয়েছে। এক্ষণে আমরা শায়খ আলবানীর কৃত সমালোচনার প্রতি দৃষ্টিপাত করব।-

আলবানী ছহীহ বুখারী ও মুসলিমের শ্রেষ্ঠত্বের কথা তাঁর লেখনীতে বারংবার উল্লেখ করেছেন। একইসাথে তিনি তাঁর নিকটে প্রতিভাত হওয়া অল্প কিছু দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। কেননা তাঁর মতে, কুরআন ব্যতীত অন্য কোন গ্রন্থ নিরঙ্কুশভাবে ত্রুটিমুক্ত নয়। তিনি বলেন, ছহীহাইন মুহাদ্দিছগণসহ সকল মুসলিম ওলামায়ে কেরামের ঐক্যমতে আল্লাহ্র কিতাবের পর বিশুদ্ধতম গ্রন্থ। কেননা গ্রন্থ দু'টি প্রতিষ্ঠিত মূলনীতি ও সূক্ষ্ম শর্তাবলীর ভিত্তিতে বিশুদ্ধ হাদীছ একত্রীকরণ এবং যঈফ ও মুনকার হাদীছ পরিত্যাগের ক্ষেত্রে অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে। ছহীহ হাদীছ জমা করার ক্ষেত্রে তারা যে সফলতা অর্জন করেছেন, পরবর্তীতে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণকারীগণ তা অর্জন করতে পারেননি। যেমন ইমাম ইবনু খুযায়মা, ইবনু হিব্বান, হাকেম প্রমুখ। ফলে একথা প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে যে, যদি কোন হাদীছ ইমাম বুখারী বা ইমাম মুসলিম স্ব স্ব গ্রন্থে সংকলন করেন, তবে নিঃসন্দেহে তা বিশুদ্ধতার মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হয়েছে এবং সঠিকতা ও নিরাপত্তার পথে প্রবেশ করেছে। আর আমাদের মূলনীতিও এটাই। তবে এর অর্থ এটা নয় যে, ছহীহাইনের প্রতিটি অক্ষর, শব্দ ও বাক্য কুরআনের সম পর্যায়ভুক্ত। ফলে তার মধ্যে কোন রাবীর পক্ষ থেকে কোন অনিচ্ছাকৃত ভুল থাকা কখনোই অসম্ভব নয়। আমরা নীতিগতভাবে আল্লাহ্র কিতাবের পর অন্য কোন কিতাবকে নিরঙ্কুশভাবে ত্রুটিমুক্ত মনে করি না।[১১]

তবে এর পিছনে পূর্ববর্তীদের মত তাঁর উদ্দেশ্যও এরূপ নয় যে, এর মাধ্যমে তিনি বুখারী-মুসলিমের সার্বজনীন

---

১. ড. মাহমূদ সাঈদ মামদূহ, তানবীহুল মুসলিম ইলা তা'আদ্দীল আলবানী 'আলা ছহীহ মুসলিম (কায়রো : মাকতাবাতুল মুজাল্লাদিল 'আরাবী, ২য় প্রকাশ, ২০১১ খ্রি.)।

২. আহমাদ ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া, (বৈরূত : দারুল ওয়াফা, ৩য় প্রকাশ, ২০০৫ খ্রি.), ১৮/৭৪।

৩. নববী, আল-মিনহাজ 'আলা শারহি মুসলিম, ১/১৪; ইবনুছ ছালাহ, আল-মুক্বাদ্দিমা, পৃ. ৯৭; মুহাম্মাদ ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালী, আল হিত্তাহ ফি যিকরিছ ছিহাহ আস-সিত্তাহ, পৃ. ১৬৮।

৪. আবুল হাসান আদ-দারাকুৎনী, আল-ইলতিযামাত ওয়াত তাতাব্বু', তাহক্বীক : মুক্ববিল বিন হাদী আল-ওয়াদে'ঈ (বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিইয়াহ, ২য় প্রকাশ ১৪০৫হি./১৯৮৫ খ্রি.), পৃ. ১১৯।

৫. হুসাইন ইবনু মুহাম্মাদ আল-গাসসানী, তাকঈদুল মুহমাল ওয়া তামঈযুল মুশকিল (আলজেরিয়া : অযারাতুল আওক্বাফ, প্রকাশকাল : ১৯৯৭ খ্রি.)।

৬. ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া, ১/২৫৬।

৭. ইবনু হাজার, ফাৎহুল বারী, ৩/১৮৭, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ২/২১৩।

৮. যয়নুদ্দীন 'ইরাক্বী, আত-তাকঈদ ওয়াল ঈযাহ শারহি মুক্বাদ্দামাতি ইবনিছ ছালাহ (মদীনা : আল-মাকতাবাতুস সালাফিইয়াহ, ১ম প্রকাশ, ১৩৮৯ হি./১৯৬৯ খ্রি.), পৃ. ৩৩।

৯. তাজুদ্দীন আস-সুবক্বী, তাবাকাতুশ শাফি'ঈয়াহ আল-কুবরা, (জীযাহ : দারু হিজর, ২য় প্রকাশ, ১৯৯২ খ্রি.), ১০/১১৫-১২০, ৪২৫।

১০. আবূ জা'ফর আত-তাহাবী, শারহু মা'আনিল আছার, (বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিইয়াহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৯ হি.), ৪/১৪৫।

১১. ইবনু আবীল ইয আল-হানাফী, শারহুল 'আক্বীদাতিত ত্বাহাবিয়াহ, তাখরীজ : আলবানী, পৃ. ২২-২৩, টীকা দ্রষ্টব্য।

গ্রহণযোগ্যতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন বা হাদীছের সংশয়বাদীদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছেন। বরং একজন মুজতাহিদ বিদ্বান হিসাবে ইলমুল হাদীছের নীতিমালা এবং রাবীদের ব্যাপারে পূর্ববর্তী বিদ্বানগণের মতামতের ভিত্তিতে ইলমী গবেষণার সার নির্যাস তুলে ধরেছেন মাত্র।[১২] যা সঠিক হ'লে দু'টি নেকী এবং ভুল হ'লে একটি নেকী লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ।

সমালোচনার কারণ :

আলবানীর সমালোচনার কারণগুলো কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন, কিছু রাবীর দুর্বলতা সাব্যস্তকরণ, মতনের মধ্যস্থিত কোন শব্দ বা বাক্যকে শায, গরীব বা মুনকার সাব্যস্তকরণ, হাদীছের মধ্যে অতিরিক্ত কিছু সংযোজন তথা ইদরাজ, সনদ ও মতনগত ইযতিরাব, সনদগত বিচ্ছিন্নতা সাব্যস্তকরণ ইত্যাদি। এক্ষণে এরূপ সমালোচনার কিছু উদাহরণ পর্যালোচনাসহ পেশ করা হ'ল।-

ক. রাবীর দুর্বলতার কারণে সমালোচনা :

আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ لاَ يُلْقِى لَهَا بَالاً ، يَرْفَعُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَاتٍ ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لاَ يُلْقِى لَهَا بَالاً يَهْوِى بِهَا فِى جَهَنَّمَ 'নিশ্চয়ই বান্দা কখনও অবচেতনভাবে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির কথা বলে, অথচ সে কথার দ্বারা আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। আবার বান্দা কখনও পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা না করেই আল্লাহ্র অসন্তুষ্টিমূলক কথা বলে ফেলে, অথচ সে কথার কারণে সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে'।[১৩]

উক্ত হাদীছ সম্পর্কে আলবানী (রহঃ) বলেন, ইমাম বুখারী, আহমাদ ও বায়হাক্বী عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنِيرٍ سَمِعَ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ يَعْنِى ابْنَ دِينَارٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ থেকে মারফূ' সূত্রে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

তিনি বলেন, দু'টি ত্রুটির কারণে এর সনদ যঈফ।

১ম ত্রুটি : عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ -এর স্মৃতিশক্তির দুর্বলতা। যদিও ইমাম বুখারী তার হাদীছ গ্রহণ করেছেন। মুহাদ্দিছগণ তার স্মৃতিশক্তির ব্যাপারে সমালোচনা ও বিরোধিতা করেছেন। তবে সত্যবাদিতার ব্যাপারে সমালোচনা করেননি। যেমন-

(১) ইয়াহইয়া ইবনু মা'ঈন বলেন, حدث يحيى القطان عنه، وفي حديثه عندي ضعف 'ইয়াহইয়া আল-ক্বাত্তান তার থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তবে আমার মতে তার হাদীছের মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে'।[১৪]

(২) আমর ইবনু আলী বলেন, 'আব্দুর রহমান (অর্থাৎ ইবনু মাহদী) কখনো তার থেকে কিছু বর্ণনা করেছেন বলে আমি শুনিনি'।

(৩) আবু হাতিম বলেন, فيه لين، يكتب حديثه ولا يحتج به 'তার হাদীছে দুর্বলতা রয়েছে। তার হাদীছ লেখা যাবে তবে দলীল হিসাবে গ্রহণ করা যাবে না'।

(৪) ইবনু হিব্বান বলেন, كان ممن ينفرد عن أبيه بما لا يتابع عليه مع فحش الخطأ في روايته، لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد، كان يحيى القطان يحدث عنه، وكان محمد بن إسماعيل البخاري ممن يحتج به في كتابه ويترك حماد بن سلمة 'তিনি এককভাবে এবং ভুল সহকারে স্বীয় পিতা থেকে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন, যার কোন মুতাবি' নেই। এককভাবে বর্ণনা করলে তার হাদীছ থেকে দলীল গ্রহণ জায়েয হবে না। তবে ইয়াহইয়া আল-ক্বাত্তান আব্দুর রহমান থেকে হাদীছ বর্ণনা করতেন। ইমাম বুখারী স্বীয় কিতাবে তার হাদীছ দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন। আর হাম্মাদ ইবনু সালামা তাকে পরিত্যাগ করেছেন।[১৫]

(৫) ইবনু 'আদী তার জীবনী বর্ণনা শেষে তার বর্ণিত কয়েকটি হাদীছ উল্লেখ করার পর বলেন, بعض ما يرويه منكر لا يتابع عليه، وهو في جملة من يكتب حديثه من الضعفاء 'তার বর্ণিত কিছু হাদীছ মুনকার, যার কোন মুতাবি' নেই। আর তিনি এমন যঈফ রাবীদের অন্তর্ভুক্ত, যাদের হাদীছ লেখা যায়'।

(৬) দারাকুৎনী বলেন, وليس، خالف فيه البخاري الناس بمتروك 'তার ব্যাপারে ইমাম বুখারী অন্য সবার মুখালাফা করেছেন। তবে তিনি মাতরূক নন।[১৬]

(৭) যাহাবী তাকে স্বীয় 'যু'আফা' গ্রন্থে এনেছেন এবং বলেছেন সে বিশ্বস্ত। তারপর বলেছেন, ইবনু মা'ঈন বলেন, তার হাদীছে দুর্বলতা রয়েছে।

(৮) ইবনু হাজার সকল মন্তব্যের সারসংক্ষেপ টেনে স্বীয় তাক্বরীবে বলেন, আব্দুর রহমান ইবনু আব্দিল্লাহ 'সত্যবাদী তবে ভুলকারী' (صدوق يخطىء)।[১৭]

আলবানী বলেন, উক্ত মন্তব্যসমূহ ইবনুল মাদীনীর বক্তব্য صدوق বা সত্যবাদী' এবং বাগাবীর মন্তব্য 'صالح الحديث'-এর বিরোধী নয়। কেননা সত্যবাদিতা মুখস্থশক্তির দুর্বলতার সাথে সঙ্গতিহীন নয় (অর্থাৎ কেউ মুখস্থের ক্ষেত্রে দুর্বল হলেও সত্যবাদী হ'তে পারেন)। আর বাগাবীর উক্ত বক্তব্য শায। কেননা তা পূর্বে বর্ণিত মন্তব্যসমূহের বিরোধী এবং তারা তার চেয়ে অধিক বিজ্ঞ। সম্ভবত একারণেই হাফেয ইবনু হাজার

১২. *সিলসিলা যঈফাহ, ৩/৪৬৫।*
১৩. *বুখারী হা/৬৪৭৮; মিশকাত হা/৪৮১৩।*
১৪. *উক্বাইলী, আয-যু'আফাউল কাবীর ২/৩৩৯, হা/৯৩৬।*
১৫. *ইবনু হিব্বান, আল-মাজরূহীন ২/৫২।*
১৬. *ইবনু হাজার, তাহযীবুত তাহযীব ৬/১৮৭।*
১৭. *ইবনু হাজার, তাক্বরীবুত তাহযীব, পৃ. ৩৪৪।*

www.at-tahreek.com

বাগাবীর মন্তব্য ফাৎহুল বারীর ভূমিকায় আব্দুর রহমানের জীবনীতে উল্লেখ করেননি। বরং দারাকুৎনীসহ অন্যান্য সমালোচনাকারীদের মন্তব্য উল্লেখ করেছেন। তিনি উক্ত রাবীর মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে কেবল এ মন্তব্যটি উল্লেখ করতে সক্ষম হয়েছেন যে, يكفيه رواية يحيى القطان عنه 'তার থেকে ইয়াহইয়া আল-কাত্তান হাদীছ বর্ণনা করেছেন, এটাই তার জন্য যথেষ্ট'। তিনি আব্দুর রহমান থেকে আরেকটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন, যেটির ব্যাপারে দারাকুৎনী ইমাম বুখারীর সমালোচনা করছেন। কেননা সেখানে আব্দুর রহমান এককভাবে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন। দারাকুৎনী বলেন, এ অংশটুকু আব্দুর রহমান ব্যতীত কেউ বলেননি। এর অন্য বর্ণনাকারীগণ তার চেয়ে অধিক নির্ভরযোগ্য। তবে হাদীছটির বাকী অংশ ছহীহ। ইবনু হাজার দারাকুৎনীর মন্তব্যের উপর কিছু বলেননি। বরং তাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

মোদ্দাকথা উক্ত রাবীর দুর্বলতার ব্যাপারে ইমামগণের উক্ত ঐক্যমত সম্পর্কে জানার পর এ ব্যাপারে কোন গবেষক চুপ থাকতে পারবে না বা কোন ইনছাফকারী সন্দেহে পতিত হবে না। নিম্নে আরো কিছু আলোচনা পেশ করা হ'ল যা উপরের বক্তব্যকে আরো মজবূত করবে।

২য় ত্রুটি : হাদীছটি মারফূ' সূত্রে বর্ণনা করায় তা ইমাম মালেকের বর্ণনার বিপরীত হয়েছে। তিনি স্বীয় 'মুওয়াত্ত্বা'য় হাদীছটি عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ থেকে মাওকূফ সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং في الجنة শব্দটি বৃদ্ধি করেছেন। ইমাম মালিক কর্তৃক অতিরিক্ত অংশসহ মাওকূফ সূত্রের উক্ত বর্ণনাটি তাকীদ করে যে, আব্দুর রহমান হাদীছটি সঠিকভাবে মুখস্থ করেননি। ফলে সনদে কিছু বৃদ্ধি করে তিনি মারফূ' সূত্রে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু মতনের মধ্যে 'মুখস্থের ক্ষেত্রে পাহাড় সম' ইমাম মালেকের অতিরিক্ত বর্ণনাটুকু কমিয়ে দিয়েছেন।

এছাড়া তার মুখস্থশক্তির ঘাটতির আরেকটি দলীল হ'ল, হাদীছটির শেষে কিছু অতিরিক্ত অংশ রয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে, وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لاَ يُلْقِى لَهَا بَالاً يَهْوِى بِهَا فِى جَهَنَّمَ। একই হাদীছ শায়খাইন অন্য তুরুকে আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে মারফূ' সূত্রে সংকলন করেছেন। তবে সেখানে তিনি অতিরিক্ত বলেছেন, مَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا يَزِلُّ بِهَا فِى النَّارِ أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ الْمَشْرِقِ والمغرب। একই হাদীছ তিরমিযীর নিকটে لا يرى بها بأسا يهوي بها سبعين خريفا في النار শব্দে হাদীছটি হাসান।

পরিশেষে আলবানী (রহঃ) বলেন, فقط أطلت الكلام على هذا الحديث وراويه دفاعا عن السنة ولكي لا يتقول متقول، أويقول قائل من جاهل أوحاسد أومغرض: إن الألباني قد طعن في " صحيح البخاري " وضعف حديثه، فقد تبين لكل ذي بصيرة أنني لم أحكم عقلي أو رأيي كما يفعل أهل الأهواء قديما وحديثا، وإنما تمسكت بما قاله العلماء في هذا الراوي وما تقتضيه قواعدهم في هذا العلم الشريف ومصطلحه من رد حديث الضعيف، وبخاصة إذا خالف الثقة 'আমি কেবল সুন্নাহর প্রতিরক্ষার জন্য উক্ত হাদীছটি ও তার রাবী সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা পেশ করলাম। যেন কোন মিথ্যারোপকারী অপবাদ দিতে বা কোন মূর্খ, হিংসুক ও মতলববাজ বলতে না পারে যে, আলবানী ছহীহ বুখারীর সমালোচনা করেছে এবং তার হাদীছকে যঈফ সাব্যস্ত করেছে। আমার আলোচনার পর প্রত্যেক চক্ষুষ্মান ব্যক্তির নিকটে স্পষ্ট হবে যে আমি আমার নিজস্ব জ্ঞান ও মতামতের ভিত্তিতে এ হুকুম পেশ করিনি। যেমনটি পূর্বের ও পরবর্তীদের মধ্যে প্রবৃত্তি পূজারী লোকেরা করে এসেছে। আমি কেবল উক্ত রাবী সম্পর্কে বিদ্বানগণের মন্তব্য এবং যঈফ হাদীছ গ্রহণ না করা বিশেষত ছিক্বাহ রাবীর সাথে মুখালাফাতের ক্ষেত্রে ইলমুল হাদীছ ও মুছত্বালাহুল হাদীছের নীতিমালাসমূহ তুলে ধরেছি'।[১৮]

পর্যালোচনা :

প্রথমতঃ রাবী আব্দুর রহমানকে আলবানী কর্তৃক দুর্বল সাব্যস্তকরণ সম্পর্কে বলা যায় যে, তার স্মৃতিশক্তির ব্যাপারে কিছু বিদ্বান সমালোচনা করেছেন। কিন্তু তাকে গ্রহণযোগ্য সাব্যস্তকারীর সংখ্যাও কম নয়। বিশেষত ইয়াহইয়া ইবনু মা'ঈন তার মধ্যে দুর্বলতা আছে বলার পর একথাও বলেছেন যে, 'ইয়াহইয়া আল-ক্বাত্তান তার থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন এবং তার থেকে ইয়াহইয়ার রেওয়ায়াত করাটাই তার জন্য যথেষ্ট'।[১৯] এছাড়া আহমাদ ইবনু হাম্বল তার ব্যাপারে বলেছেন, لا بأس به، مقارب الحديث 'তার ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই, সে মুক্বারিবুল হাদীছ'।[২০] স্বয়ং আলবানী অন্য একটি হাদীছের তাহক্বীক্বে এই রাবীর হাদীছকে ছহীহ এবং রাবীকে হাসান সাব্যস্ত করেছেন। যেমন তিনি বলেন, 'আব্দুর রহমান ইবনু 'আব্দিল্লাহ্র হাদীছ যদিও ইমাম বুখারী গ্রহণ করেছেন, কিন্তু তিনি সমালোচিত রাবী। তবে ইমাম যাহাবী স্বীয় 'মীযান'-এ তাকে ছালিহুল হাদীছ এবং বিশ্বস্ত বলেছেন। আর 'তাক্বরীবে' বলা হয়েছে, তিনি সত্যবাদী কিন্তু ভুল করেন। সুতরাং ইনশাআল্লাহ তিনি হাসানুল হাদীছ' (فهو حسن الحديث إن شاء الله)।[২১] অন্যত্র তিনি বলেন, তার মত রাবীর হাদীছকে হাসান বলা যায়, কিন্তু ছহীহ নয়।[২২]

---

১৮. *সিলসিলা যঈফাহ, ৩/৪৬৫, হা/১২৯৯।*
১৯. *তাহযীবুত তাহযীব, ৬/২০৬, রাবী নং ৪২২।*
২০. *আবুল মু'আত্বা আন-নূরী, মাওসূ'আতু আক্বওয়ালিল ইমাম আহমাদ, (বৈরূত : 'আলামুল কুতুব, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৭ খ্রি.), ২/৩২৯, রাবী নং ১৫৪০।*
২১. *সিলসিলা ছহীহাহ, ২/৭০০, হা/৯৯৯।*
২২. *সিলসিলা ছহীহাহ, ৩/১৫, হা/১০১৮।*

উপরের আলোচনা থেকে বিশেষত উক্ত রাবী সম্পর্কে অন্য তাহক্বীক্বে আলবানীর বক্তব্য থেকে বুঝা যায় যে, আলোচ্য রাবী থেকে বর্ণিত যে হাদীছকে মুজতাহিদ ইমামগণ ছহীহ সাব্যস্ত করবেন, তা গ্রহণ করা যাবে। যেমনটি আলবানী ছহীহ সাব্যস্ত করেছেন। অতএব একথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, ইমাম বুখারী যেহেতু আলোচ্য হাদীছটি উক্ত রাবী থেকে গ্রহণ করেছেন, সেহেতু তা গ্রহণযোগ্য সাব্যস্ত করায় কোন বাধা নেই।

দ্বিতীয়তঃ বেলাল ইবনু হারিছ আল-মুযানী থেকে আলোচ্য হাদীছের মারফূ' শাহেদ রয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে, إن الرجل ليتكلم بالكلمة من .... إلى يوم يلقاه، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط ... إلى يوم يلقاه। যাকে আলবানী, ইমাম হাকেম, তিরমিযী প্রমুখ বিদ্বান ছহীহ বলেছেন।[২৩] এছাড়া আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীছটির إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم এই অংশটুকু আলবানী 'ছহীহুত তারগীব' গ্রন্থে ছহীহ লাগাইরিহী বলেছেন।[২৪] উপরন্তু ইমাম বুখারী এই রেওয়ায়াতটিকে মূল দলীল হিসাবে নয়, বরং মূল দলীলের শাহেদ হিসাবে পেশ করেছেন। আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে মূল হাদীছটি উল্লেখ করার পর সমার্থবোধক হওয়ায় ব্যাখ্যাস্বরূপ এই হাদীছটি উল্লেখ করেছেন।

এক্ষণে সার্বিক বিবেচনায় উক্ত হাদীছের ব্যাপারে ইমাম বুখারীর সিদ্ধান্তই অগ্রাধিকারযোগ্য। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।[২৫]

খ. ইদরাজগত সমালোচনা :

عن أَبِى هُرَيْرَةَ رضـــ قال سَمِعْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : إِنَّ أُمَّتِى يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ-

আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, 'ক্বিয়ামতের দিন আমার উম্মতকে এমন অবস্থায় ডাকা হবে যে, ওযূর চিহ্ন হিসাবে তাদের হাত-পা ও মুখমণ্ডল থাকবে উজ্জ্বল। তাই তোমাদের মধ্যে যে এই উজ্জ্বলতা বাড়িয়ে নিতে পারে, সে যেন তা করে'।[২৬]

হাদীছটি বুখারী, মুসলিম, ইবনু মাজাহ, নাসাঈ প্রভৃতি গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। উক্ত হাদীছটির ব্যাপারে আলবানী বলেন, হাদীছটির শেষ অংশটুকু মুদরাজ। তথা প্রথমাংশ মারফূ' সূত্রে বিশুদ্ধ। কিন্তু فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ অংশটুকু আবূ হুরায়রার বক্তব্য। সনদের মধ্যস্থিত কোন রাবী মারফূ'-এর সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন। বিস্তারিত আলোচনা নিম্নরূপ :

ইমাম বুখারী, বায়হাক্বী ও আহমাদ হাদীছটি لَيْثٌ عَنْ خَالِدٍ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى هِلاَلٍ عَنْ نُعَيْمٍ الْمُجْمِرِ رَقِيتُ مَعَ أَبِى هُرَيْرَةَ عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ وَعَلَيْهِ سَرَاوِيلُ مِنْ تَحْتِ قَمِيصِهِ فَنَزَعَ سَرَاوِيلَهُ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَرَفَعَ فِى عَضُدَيْهِ الْوُضُوءَ وَرِجْلَيْهِ فَرَفَعَ فِى سَاقَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ « إِنَّ أُمَّتِى يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ- সূত্রে বর্ণনা করেছেন- তবে বুখারীর বর্ণনায় পায়জামা, কামীছ, মুখ ও দু'হাত ধোয়ার কথা আসেনি।

ইমাম মুসলিম ও বায়হাক্বী عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى هِلاَلٍ عَنْ نُعَيْمٍ الْمُجْمِرِ সূত্রে একই হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তবে ইবনু আবী হিলাল ইমাম আহমাদের নিকটে মুখতালাত্ব রাবী।

ইমাম আহমাদ فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجْمِرِ সূত্রে উক্ত হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। তবে শেষে তিনি বৃদ্ধি করেছেন যে, নু'আইম বলেন, আমি জানি না যে فَمَنِ اسْتَطَاعَ فَلْيَفْعَلْ...অংশটুকু রাসূল (ছাঃ)-এর বক্তব্য না আবূ হুরায়রার।

আলবানী বলেন, فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ শায়খাইনের রাবী হওয়া সত্ত্বেও হিফযের দিক দিয়ে তার দুর্বলতা রয়েছে। রাসূল (ছাঃ)-এর বক্তব্যের ব্যাপারে তার এ সন্দেহ 'আমি জানি না যে فَمَنِ اسْتَطَاعَ .... فَلْيَفْعَلْ অংশটুকু রাসূল (ছাঃ)-এর বক্তব্য না আবূ হুরায়রার' তার দুর্বল হিফযের প্রতি ইঙ্গিত করে। যেমন হাফেয ইবনু হাজার স্বীয় ফৎহুল বারীতে বলেন, وَلَمْ أَرَ هَذِهِ الْجُمْلَةَ فِي رِوَايَةِ أَحَدٍ مِمَّنْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَهُمْ عَشَرَةٌ وَلَا مِمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ غَيْرَ رِوَايَةِ نُعَيْمٍ هَذِهِ وَاللهُ أَعْلَمُ 'আমি হাদীছের এই অংশটুকু হাদীছটির বর্ণনাকারী ১০ জন ছাহাবীর কারো রেওয়ায়াতে দেখিনি। এমনকি আবূ হুরায়রা থেকে যারা হাদীছটি বর্ণনা করেছেন নু'আইম ব্যতীত কেউ এটা যুক্ত করেননি'।[২৭]

---

২৩. *সিলসিলা ছহীহাহ, ২/৫৪৯, হা/৮৮৮।*

২৪. *আলবানী, ছহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩/৫৯, হা/২৮৭৬।*

২৫. *উল্লেখ্য যে, বিশিষ্ট গবেষক ড. মুহাম্মাদ হামদী মুহাম্মাদ আবূ 'আবদুহ আলবানী কর্তৃক ছহীহুল বুখারীর যঈফকৃত হাদীছসমূহের উপর কৃত গবেষণাপত্রে উক্ত হাদীছটির ব্যাপারে বলেন, রাবী আব্দুর রহমান বিন আব্দিল্লাহ বিন দীনার-এর ব্যাপারে বিদ্বানগণের তা'দীলের উপর জারহ অগ্রাধিকার যোগ্য। কেননা তা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। সাথে সাথে সনদ-মতন উভয় ক্ষেত্রেই তার মুখস্থশক্তির ঘাটতি প্রমাণিত হয়েছে। তাই শক্তিশালী দলীলের কারণে উক্ত সনদের ক্ষেত্রে আলবানীর সিদ্ধান্ত অগ্রাধিকারযোগ্য। দ্র. ড. মুহাম্মাদ হামদী মুহাম্মাদ আবূ 'আবদুহ, আল-আহাদীছ আল্লাতি যা'আফাহাশ শায়খ আল-আলবানী ফী ছহীহিল বুখারী, ২০১০ সালে জর্দান বিশ্ববিদ্যালয়ের শরী'আ অনুষদে অনুষ্ঠিত 'ইনতিছারিছ ছাহীহাইন' বিষয়ে আয়োজিত মহাসম্মেলনে উপস্থাপিত গবেষণাপত্র, পৃ. ১০-১৩।*

২৬. *বুখারী হা/১৩৬; মিশকাত হা/২৯০।*

২৭. *ফাৎহুল বারী, ১/২৩৬।*

www.at-tahreek.com

আলবানী বলেন, তবে ইবনু হাজার ليث عن كعب عن أبي هريرة সূত্রে উক্ত হাদীছের আরেকটি বর্ণনার খোঁজ পাননি। যেখানে فَمَنِ اسْتَطَاعَ ... فَلْيَفْعَلْ বাক্যটি যোগে হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আহমাদ হাদীছটি সংকলন করেছেন।

তিনি বলেন, একাধিক হাফেযুল হাদীছ আবূ হুরায়রার উক্ত বক্তব্যটিকে মুদরাজ সাব্যস্ত করেছেন। যেমন হাফেয মুনযিরী বলেন, বলা হয়ে থাকে যে, অংশটুকু আবূ হুরায়রা থেকে মাওকূফ সূত্রে বর্ণিত মুদরাজ। এটা কয়েকজন হাফেযুল হাদীছ থেকে বর্ণিত হয়েছে।

আলবানী বলেন, কয়েকজন মুহাক্কিক বিদ্বানও উক্ত অংশটিকে মুদরাজ সাব্যস্ত করেছেন। যেমন শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ এবং তাঁর ছাত্র ইবনুল ক্বাইয়িম। ইবনুল ক্বাইয়িম বলেন, হাদীছের মধ্যস্থিত এ অতিরিক্ত অংশটুকু আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণিত মুদরাজ বাক্য; রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী নয়। এটা কয়েকজন হাফেয থেকে বর্ণিত হয়েছে। আমাদের শায়েখ (ইবনু তায়মিয়াহ) বলেন, এটি রাসূল (ছাঃ)-এর উক্তি হওয়া অসম্ভব। কেননা উজ্জলতা কখনো হাতে হয় না। তা মুখমণ্ডল ব্যতীত অন্য কোথাও পরিদৃষ্ট হয় না। আর তা বাড়িয়ে নেওয়ার বিষয়টিও সম্ভব নয়। বিশেষত যখন তা মাথার ক্ষেত্রে বলা হবে। আর তাকে উজ্জলতাও বলা হয় না।[২৮]

আলবানী বলেন, পূর্বে বর্ণিত ইবনু হাজারের বক্তব্য থেকে বুঝা যায় তিনি এটিকে মুদরাজ হিসাবে জানতেন। অতঃপর তিনি ইবনু আবী শায়বাহ ও ছহীহ মুসলিমে আবু হুরায়রা থেকে কাছাকাছি মর্মে আরো দু'টি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। যেখানে উক্ত অংশটুকু যুক্ত হয়নি।

আলোচনার শেষাংশে আলবানী বলেন, আমাদের পূর্ববর্তী তাহক্বীক্ব থেকে স্পষ্ট হয় যে, উক্ত অংশটুকু আবু হুরায়রা থেকে (মারফূ' সূত্রে) প্রমাণিত নয়। বরং তা তার নিজস্ব বক্তব্য।[২৯]

পর্যালোচনা :

প্রথমতঃ ছহীহ মুসলিমে আবু হুরায়রা কর্তৃক উক্ত হাদীছটির বর্ণনায় পায়জামা, কামীছ, মুখ ও দু'হাত ধোয়ার কথা এসেছে। কিন্তু বুখারীর বর্ণনায় তা আসেনি। অথচ সকল ক্ষেত্রে তা নু'আইম থেকে বর্ণিত হয়েছে। যা থেকে বুঝা যায় ছহীহ মুসলিমে সংকলিত অতিরিক্ত অংশটুকু ইমাম বুখারীর শর্তানুযায়ী না হওয়ায় তিনি তা সংকলন করেননি। কিন্তু فَمَنِ اسْتَطَاعَ ... فَلْيَفْعَلْ অংশটুকু তাঁর শর্তাধীন হওয়ায় তিনি তা সংকলন করেছেন।

দ্বিতীয়তঃ ছহীহ মুসলিমে বাবসমূহের অধীনে হাদীছ সংকলনের ক্ষেত্রে ইমাম মুসলিমের মানহাজ হ'ল- প্রথমে তিনি সর্বাধিক বিশুদ্ধ হাদীছ উল্লেখ করেন, তারপর ছহীহ, তারপর সে বিষয়ে কোন 'ইল্লতযুক্ত হাদীছ থাকলে তা দিয়ে বাব সমাপ্ত করেন। কিন্তু আলোচ্য হাদীছের ক্ষেত্রে তিনি কোন 'ইল্লতের প্রতি ইঙ্গিত করেননি। বরং একই হাদীছের দু'টি সূত্র উল্লেখ করেছেন, যার একটি ইমাম বুখারীও সংকলন করেছেন।

তৃতীয়তঃ উক্ত হাদীছটি আরেকটি সূত্রে অর্থাৎ مطلب بن زياد عن ليث عن طاوس عن أبي هريرة থেকে বর্ণিত হয়েছে, যেটি সম্পর্কে ইবনু আবী হাতিমকে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি একে ইদরাজের দোষে অভিযুক্ত করেননি। একই হাদীছের আরো দু'টি সূত্র তথা عن أبي صالح عن أبي هريرة এবং أبي التياح عن أبي زرعة عن أبي هريرة সম্পর্কে দারাকুৎনীকে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনিও এর মধ্যে অতিরিক্ত কোন সংযোজনের প্রতি ইঙ্গিত করেননি বা তাকে ইদরাজের দোষে অভিযুক্ত করেননি। আর উক্ত দুই ছহীহ সূত্র দ্বারা বুঝা যায় যে, ইবনু হাজারের বক্তব্য 'আবূ হুরায়রা থেকে যারা হাদীছটি বর্ণনা করেছেন নু'আইম ব্যতীত কেউ এটা যুক্ত করেননি' পুরোপুরি সঠিক নয়। কেননা أبو صالح -এর সূত্রটি আবু নু'আইমের হাদীছের মুতাবি' হিসাবে গণ্য হবে। এছাড়া হাফেয 'ইরাক্বী ইহইয়াউ উলূমিদ্দীনের উপর কৃত স্বীয় তাহক্বীক্ব গ্রন্থে হাদীছটিকে ইদরাজের দোষে অভিযুক্ত করেননি।

চতুর্থতঃ আলবানী বুখারীর বর্ণনাকারী ফুলাইহ ইবনু সালমানের হিফযগত দুর্বলতার কথা বলেছেন। অথচ তার সূত্রেই নু'আইমের মন্তব্যটি (আমি জানি না যে فَمَنِ اسْتَطَاعَ فَلْيَفْعَلْ... অংশটুকু রাসূল (ছাঃ)-এর বক্তব্য না আবু হুরায়রার) এসেছে। তাই ফুলাইহের ব্যাপারে তাঁর এ মন্তব্যের ভিত্তিতে উক্ত অংশটুকু মুদরাজ সাব্যস্ত করা সঠিক নয়। অতএব আলবানীর এ মুদরাজ সাব্যস্তকরণ এখানে অগ্রগণ্য হবে না। কারণ ইদরাজ সাব্যস্তের পিছনে শক্তিশালী দলীল থাকা আবশ্যক। যা আলবানীর আলোচনায় অনুপস্থিত। মূলতঃ ইবনু হাজার, মুনযিরী, ইবনু তায়মিয়াহ ও ইবনুল ক্বাইয়িমের মন্তব্যের ভিত্তিতে তিনি এদিকে অগ্রসর হয়েছেন। অতএব উক্ত অংশটুকু রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী হিসাবে গণ্য করাই অধিকতর সঠিক সিদ্ধান্ত বলে প্রতীয়মান হয়।[৩০]

গ. শায সাব্যস্তকরণ :

'ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ রাসূল (ছাঃ) ইহরাম অবস্থায় মায়মূনা (রাঃ)-কে বিবাহ করেছিলেন'।[৩১]

উক্ত হাদীছের ব্যাপারে আলবানী বলেন, নিঃসন্দেহে রাসূল (ছাঃ) মায়মূনা (রাঃ)-কে হালাল অবস্থায় বিবাহ করেছিলেন। বিষয়টি স্বয়ং মায়মূনা (রাঃ) থেকে প্রমাণিত। সেকারণে মুহাক্কিক মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল্লাহ আল-হাদী স্বীয় تنقيح التحقيق -এ

২৮. *ইবনুল ক্বাইয়িম, হাদীউল আরওয়াহ ইলা বিলাদিল আফরাহ (বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিইয়াহ, তাবি), পৃ. ১৩৭।*
২৯. *সিলসিলা যঈফাহ, ৩/১০৬।*
৩০. *মানহাজুল আল্লামা আলবানী ফী তা'লীলিল হাদীছ, পৃ. ৩৩২-৩৩৫।*
৩১. *বুখারী, ৭/৭৮, হা/১৮৩৭; মুসলিম, ৯/১৪৩, হা/১৪১০।*

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত উক্ত হাদীছটি সম্পর্কে বলেন, এটি বুখারীতে সংঘটিত ভুলসমূহের অন্যতম হিসাবে গণ্য হয়। মায়মূনা নিজেই সংবাদ দিয়েছেন যে, ঘটনাটি এমন নয়।[৩২]

তিনি বলেন, أن حديث ابن عباس مع كونه فى صحيح البخاري فهو غريب بمعنى ضعيف، لا من حيث الرواة الذين رووا هذا الحديث فى صحيح البخارى أنهم ضعفاء أو كذابون، لا، وإنما انه لم ينج الراوي من الخطأ بدليل الطرق الأخرى التي جاءت عن صاحبة القصة نفسها وهى ميمونة ছহীহ বুখারীতে বর্ণিত হওয়া সত্ত্বেও হাদীছটি যঈফ অর্থে গরীব। এটা রাবীদের দিক থেকে নয় যে, বুখারীতে যারা হাদীছটি বর্ণনা করেছেন তারা দুর্বল বা মিথ্যাবাদী। বরং রাবী উক্ত ঘটনাটি বর্ণনার ক্ষেত্রে নিজেকে ভুল থেকে রক্ষা করতে পারেননি, যা অন্য সূত্র সমূহ থেকে বর্ণিত মায়মূনা (রাঃ)-এর নিজস্ব বক্তব্য থেকে জানা যায়।[৩৩] তিনি বলেন, হাদীছের সনদ ছহীহ হ'লেও মতন যে কখনও শায বা মুনকার হ'তে পারে ইবনু আব্বাসের অত্র হাদীছটি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সাধারণ দৃষ্টিতে এটি ছহীহ। কিন্তু যখন সকল তুরুক একত্রিত করা হবে তখন এর মধ্যকার 'ইল্লত ও শুযূয স্পষ্ট হবে। সেকারণে ইবনু 'আব্দিল বার্র, ইবনু তায়মিয়াহ, ইবনুল ক্বাইয়িমসহ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বহু বিদ্বান এ হাদীছকে মুনকার সাব্যস্ত করেছেন। তারা বলেছেন সনদের মধ্যস্থিত কোন রাবী এখানে ভুল করেছেন। কেননা মায়মূনা স্বয়ং ছহীহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল (ছাঃ) তাকে হালাল অবস্থায় বিবাহ করেছেন।[৩৪]

পর্যালোচনা :

প্রথমতঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর উক্ত বর্ণনাটি সম্পর্কে সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়িব (রহঃ) বলেন, وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم রাসূল (ছাঃ) মায়মূনাকে ইহরাম অবস্থায় বিবাহ করেছিলেন মর্মে ইবনু আব্বাসের বক্তব্যটি ভুল।[৩৫]

দ্বিতীয়তঃ ইমামগণ ইবনু আব্বাসের হাদীছকে মারজূহ হিসাবেই আখ্যায়িত করেছেন। যেমন ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, এ ব্যাপারে আবু রাফে' বর্ণিত (রাসূল (ছাঃ) মায়মূনা (রাঃ)-কে হালাল অবস্থায় বিবাহ করেছেন) হাদীছটি ইবনু আব্বাসের হাদীছের উপর কয়েকটি কারণে অগ্রগণ্য। যেমন (১) হাদীছটি বর্ণনার সময় ইবনু আব্বাস (রাঃ) দশ বছরের বালক ছিলেন। যখন আব্বাস (রাঃ)-এর গোলাম আবু রাফে' পূর্ণ যুবক ছিলেন। সঙ্গত কারণে আবু রাফে' তার চেয়ে নিরাপদ। (২) আবু রাফে' যেহেতু বিয়ের ঘটক ছিলেন, সেহেতু ইবনু আব্বাস অপেক্ষা তার বেশী জানাটাই যুক্তিসম্মত...। (৩) তাছাড়া ওমরা পালনের সময় ইবনু আব্বাস (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে ছিলেন না। তখন তিনি মক্কায় দুর্বল ছাহাবীগণের মাঝে অবস্থান করছিলেন। উক্ত হাদীছটি তিনি পরে শুনে বর্ণনা করেছেন। (৪) ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীছটি 'ইহরাম অবস্থায় বিবাহ নিষিদ্ধ' হওয়ার ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) বর্ণিত কওলী হাদীছের বিপরীত হওয়ায় তা গ্রহণীয় হবে না'।[৩৬]

একই বক্তব্য পেশ করেছেন ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ, মানাবী, ইবনু রজব প্রমুখ বিদ্বান।[৩৭]

তৃতীয়তঃ শারঈ নীতি অনুযায়ী ইহ্‌রাম অবস্থায় বিবাহ করা বা বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া উভয়টি নিষিদ্ধ। এ অবস্থায় কেউ বিবাহ করলে বিবাহ শুদ্ধ হবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'ইহরাম অবস্থায় কোন ব্যক্তি নিজে বিবাহ করবে না, অন্যকেও বিবাহ করাবে না এবং বিবাহের প্রস্তাবও দিবে না'।[৩৮] অতএব সঠিক কথা হ'ল রাসূল (ছাঃ) মায়মূনা (রাঃ)-কে ইহরাম অবস্থায় বিবাহ করেননি। কারণ মায়মূনা (রাঃ)-এর নিজস্ব বক্তব্য, রাসূল (ছাঃ) তাকে বিবাহ করেন এমন অবস্থায় যে, তিনি হালাল ছিলেন।[৩৯] অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'রাসূল (ছাঃ) আমাকে 'সারিফ' নামক স্থানে বিয়ে করেছেন। তখন আমরা উভয়ে হালাল অবস্থায় ছিলাম'।[৪০] রাসূল (ছাঃ)-এর খাদেম আবু রাফে' বলেন, রাসূল (ছাঃ) মায়মূনা (রাঃ)-কে হালাল অবস্থায় বিবাহ করেছেন এবং হালাল অবস্থায় বাসর করেছেন। আমিই ছিলাম তাদের বিবাহের ঘটক।[৪১] এসকল হাদীছ থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, রাসূল (ছাঃ) ইহরাম অবস্থায় বিবাহ করেননি। ছহীহ বুখারীর বর্ণনায় ইবনু আব্বাস (রাঃ) ভুল করেছেন। অতএব উক্ত হাদীছের ব্যাপারে আলবানীর সিদ্ধান্তই অগ্রগণ্য। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

তবে ইবনু হিব্বান হাদীছগুলোর মাঝে অন্যভাবে সমন্বয় সাধনের প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর মতে, 'রাসূল (ছাঃ) মায়মূনা (রাঃ)-কে বিবাহ করেছেন মুহরিম অবস্থায়'-এ হাদীছ দ্বারা ইবনু আব্বাস (রাঃ) তাঁদের হারাম এলাকার মধ্যে থাকার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, মুহরিম (ইহরাম পরিহিত) অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করেননি। ভাষার এরূপ ব্যবহার আরবদের মাঝে প্রচলিত রয়েছে। যেমন কেউ নজদ এলাকায় প্রবেশ করলে তাকে বলা হয় أنجد। কেউ অন্ধকার স্থানে প্রবেশ করলে বলা হয় أظلم। অতএব 'মুহরিম' শব্দ দ্বারা রাসূল (ছাঃ) এসময় যে হারাম এলাকার মধ্যে ছিলেন সেকথা বুঝানো হয়েছে।[৪২] *(ক্রমশঃ)*

---

৩২. আলবানী, শারহুল 'আক্বীদাতিত ত্বাহাবিয়াহ, পৃ. ২৩।
৩৩. আলবানী, সিলসিলাতুল হুদা ওয়ান নূর, অডিও রেকর্ড নং ০৭১।
৩৪. ঐ, অডিও রেকর্ড নং ২২৫, ৭৩৯।
৩৫. আবূদাঊদ, ১/৫৭১, হা/১৮৪৫, সনদ ছহীহ।
৩৬. ইবনুল ক্বাইয়িম, যাদুল মা'আদ (বৈরূত : মুওয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ২৭তম প্রকাশ, ১৯৯৪ খ্রি.), ৫/১০২-১০৫।
৩৭. ইবনু রজব, শারহু 'ইলালিত তিরমিযী, ১/৪৪২, ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া, ১৮/৭৩, 'আব্দুর রঊফ আল-মুনাবী, আল-ইওয়াক্বীত ওয়াদ দুরার শারহি নুখবাতিল ফিকার, (রিয়াদ : মাকতাবাতুর রুশদ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ১/৪৭৭।
৩৮. ছহীহ মুসলিম, ২/১০৩০, হা/১৪০৯।
৩৯. ছহীহ মুসলিম, ২/১০৩২, হা/১৪১১।
৪০. আবূদাঊদ, ৫/৪৫৭, হা/১৮৪৩, সনদ ছহীহ।
৪১. মুসনাদে আহমাদ, ৪৫/১৭৪, হা/২৭১৯৭, সনদ হাসান।
৪২. মুহাম্মাদ ইবনু হিব্বান, ছহীহ ইবনু হিব্বান, (বৈরূত : মুআসসাসাতুর রিসালা, ২য় প্রকাশ, ১৯৯৩ খ্রি.), ৯/৪৩৮।

হোদায়বিয়ায় রাসূল (ছাঃ)-এর মু'জেযা এবং ছাহাবীগণের অতুলনীয় বীরত্ব

দ্বীন প্রতিষ্ঠায় রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের ত্যাগ ছিল অনন্য। বিভিন্ন জিহাদে যার নিদর্শন ফুটে উঠেছে। তেমনি বিভিন্ন সময়ে রাসূল (ছাঃ)-এর নানা মু'জেযা প্রকাশ পেয়েছে। হোদায়বিয়ার সন্ধিকালে যেমনটি প্রকাশ পেয়েছিল। হোদায়বিয়ায় ও মদীনা প্রত্যাবর্তনকালে সালামাহ বিন আকওয়া (রাঃ)-এর বীরত্বের কারণে কাফেররা পিছু হটতে বাধ্য হয়েছিল। এ সম্পর্কেই নিম্নোক্ত হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে।-

ইয়াস ইবনু সালামাহ (রাঃ) তাঁর পিতা হ'তে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সঙ্গে হোদায়বিয়ায় পৌঁছলাম। তখন আমাদের সংখ্যা ছিল চৌদ্দশ'। আর সেখানে ছিল পঞ্চাশটি বকরী। সকলের পান করার মত পর্যাপ্ত পানি ছিল না। রাবী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কূয়ার কিনারায় বসলেন এবং দো'আ করলেন অথবা তাতে থুথু দিলেন। এতে পানি উথলে উঠল। তখন আমরা পানি পান করলাম এবং (পশুদেরকেও) পান করালাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের বায়'আতের জন্য বৃক্ষমূলে ডাকলেন। লোকদের মধ্যে আমি সর্বাগ্রে বায়'আত নিলাম। তারপর একে একে অন্যান্য লোকেরাও বায়'আত নিল।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন বায়'আত গ্রহণ করতে করতে লোকজনের মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছলেন, তখন বললেন, হে সালামাহ! তুমি বায়'আত গ্রহণ কর। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি লোকদের মধ্যে প্রথমেই বায়'আত গ্রহণ করেছি। তিনি বললেন, আবারও বায়'আত গ্রহণ কর? রাবী বলেন, এসময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে অস্ত্রহীন অবস্থায় দেখতে পেয়ে একটি ঢাল দান করলেন।

অতঃপর তিনি বায়'আত নিতে নিতে লোকদের শেষ প্রান্তে পৌঁছলেন এবং আবার আমাকে বললেন, হে সালামাহ! তুমি কি আমার কাছে বায়'আত নিবে না? রাবী বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমি তো লোকদের মধ্যে প্রথমভাগে এবং মধ্যভাগে (দু'বার) আপনার কাছে বায়'আত গ্রহণ করেছি। তিনি বললেন, আবারও গ্রহণ কর। তখন আমি তৃতীয়বার বায়'আত গ্রহণ করলাম।

এরপর তিনি আমাকে বললেন, হে সালামাহ! তোমার সে বড় ঢালটি বা ছোট ঢালটি কোথায়, যা আমি তোমাকে দিয়েছিলাম? রাবী (সালামাহ) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমার চাচা আমির আমার সাথে নিরঅস্ত্র অবস্থায় দেখা করেছিলেন। তখন আমি তাকে তা দিয়ে দিয়েছি। এতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হেসে দিলেন এবং বললেন, তুমি দেখছি পূর্ববর্তী যুগের সে লোকের মত, যে বলেছিল, হে আল্লাহ! আমি এমন একজন বন্ধু চাই, যে আমার প্রাণের চাইতেও আমার নিকট অধিক প্রিয় হবে'। এরপরে মুশরিকরা আমাদের কাছে প্রস্তাব পাঠালো। আমাদের এক পক্ষের লোকজন অন্য পক্ষের শিবিরে যাতায়াত করতে লাগল এবং শেষ পর্যন্ত আমরা উভয়পক্ষ পরস্পরে চুক্তিবদ্ধ হ'লাম।

রাবী (সালামাহ রাঃ) বলেন, আমি তালহা ইবনু ওবায়দুল্লাহ্‌র খিদমতে নিয়োজিত ছিলাম। আমি তার ঘোড়াকে পানি পান করাতাম, তার পিঠ মালিশ করতাম এবং তার অন্যান্য খিদমতও করতাম। আমি তার ওখানে খাওয়া-দাওয়া করতাম। নিজের পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ পরিত্যাগ করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের রাহে মুহাজির হয়ে ছিলাম।

অতঃপর যখন আমরা ও মক্কাবাসীরা সন্ধিতে আবদ্ধ হ'লাম এবং আমাদের একপক্ষ অপরপক্ষের সাথে মিলেমিশে থাকতে লাগলাম, তখন আমি একটি গাছতলায় গিয়ে তার নীচের কাটা প্রভৃতি পরিস্কার করে তার গোড়ায় একটু শুয়ে পড়লাম। এমন সময় মক্কাবাসী চারজন মুশরিক এসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সম্পর্কে আজেবাজে কথা বলতে লাগল। আমার কাছে ওদের কথাবার্তা অত্যন্ত খারাপ লাগল এবং আমি স্থান পরিবর্তন করে আরেকটি গাছের তলায় চলে গেলাম। তারা তাদের অস্ত্রগুলো গাছের সাথে ঝুলিয়ে রেখে শুয়ে পড়ল।

এমন সময় প্রান্তরের নিম্নাঞ্চল থেকে কে যেন চিৎকার করে বলল, হে মুহাজিরগণ! ইবনু যুনায়মকে কতল কর। আমি তৎক্ষণাৎ আমার তরবারি উঠিয়ে ধরলাম এবং ঐ চারজনের উপর চড়াও হ'লাম। তখন তারা ঘুমিয়ে ছিল। আমি তাদের অস্ত্রগুলো হস্তগত করে তা আঁটি বেঁধে আমার আয়ত্তে নিলাম। এরপর বললাম, যে মহান সত্তা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে সম্মানিত করেছেন তাঁর কসম! তোমাদের মধ্যে কেউ যদি মাথা তোল, তবে যেখানে তার চোখ দু'টো রয়েছে সেখানে আঘাত করব। রাবী বলেন, তারপর তাদেরকে আমি হাকিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে নিয়ে গেলাম। এমন সময় আমার চাচা আমির আবালাত গোত্রের একজনকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে নিয়ে আসলেন। তার নাম মিকরিয। সে বর্ম সজ্জিত ও ঘোড়ায় আসীন ছিল। আর তার সাথে ছিল সত্তর জন মুশরিক। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের দিকে তাকালেন এবং বললেন, 'ওদেরকে ছেড়ে দাও, যাতে আক্রমণ ওদের পক্ষ থেকেই হয় এবং দ্বিতীয়বার তারাই অপরাধী সাব্যস্ত হয়'।

এ কথা বলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের ক্ষমা করে দিলেন। তখন আল্লাহ নাযিল করলেন, وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ، 'তিনিই সেই সত্তা যিনি তাদেরকে তোমাদের থেকে এবং তোমাদেরকে তাদের থেকে বিরত রাখেন মক্কা উপত্যকায়, তাদের উপর তোমাদের বিজয়ী করার পর' *(ফাৎহ ৪৮/২৪)* আয়াতের শেষ পর্যন্ত।

রাবী বলেন, তারপর আমরা মদীনায় প্রত্যাবর্তনের জন্য বেরিয়ে পড়লাম। পথে এমন একটি মনযিলে আমরা অবতরণ করলাম যেখানে আমাদের ও লেহিয়ান গোত্রের মধ্যে কেবল একটি পাহাড়ের ব্যবধান ছিল। আর তারা ছিল মুশরিক। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রাতে নবী করীম (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীদেরকে পাহারা দেয়ার জন্য পাহাড়ে আরোহণকারীর জন্য আল্লাহর দরবারে দো'আ করলেন। সালামাহ বলেন, সে রাতে আমি দুই কি তিনবার ঐ পাহাড়ে আরোহণ করেছিলাম। তারপর আমরা মদীনায় এলাম।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর গোলাম রাবাহকে দিয়ে তাঁর উটগুলো পাঠালেন। আর আমি তালহার ঘোড়ায় চড়ে তার সাথে সাথে উটগুলো হাকিয়ে চারণ ভূমির দিকে নিয়ে গেলাম। অতঃপর যখন ভোর হ'ল, আব্দুর রহমান ফাজারী চড়াও হয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সমস্ত উট ছিনিয়ে নিয়ে গেল এবং পশুপালের রাখালকে হত্যা করল। আমি তখন রাবাহকে বললাম, হে রাবাহ! এ ঘোড়া নিয়ে তুমি তালহা ইবনু ওবায়দুল্লাহকে পৌঁছে দিয়ো আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সংবাদ দিয়ো যে, মুশরিকরা তার উটগুলো লুট করে নিয়ে গেছে। তিনি বলেন, তখন আমি একটি টিলার উপর দাঁড়ালাম। তারপর মদীনার দিকে মুখ করে তিনবার চিৎকার দিলাম, ইয়া ছাবাহা! তারপর আমি লুটেরাদের পিছু ধাওয়া করলাম ও তাদের উপর তীর নিক্ষেপ করতে লাগলাম। এসময় আমি আবৃত্তি করছিলাম,

خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ الأَكْوَعِ + وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ

'এটা (আঘাত) গ্রহণ কর! আমি আকওয়ার পুত্র। আজ তো সেই দিন, যেদিন মায়ের দুধ (কতখানি খেয়েছে তা) স্মরণের দিন'।

আমি যখনই তাদের কাউকে পেয়েছি, তার উপর এমনভাবে তীর নিক্ষেপ করেছি যে, তীরের অগ্রভাগ তার কাঁধ ছেদ করে বেরিয়ে গেছে।

তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তীর নিক্ষেপ করতে থাকলাম এবং ঘায়েল করতে লাগলাম। যখনই কোন ঘোড় সওয়ার আমার দিকে ফিরত তখনই আমি গাছের আড়ালে এসে তার গোড়ায় বসে তার প্রতি তীর নিক্ষেপ করতাম। আর তাকে যখম করে ফেলতাম। অবশেষে যখন তারা পাহাড়ের সংকীর্ণ পথে প্রবেশ করল তখন আমি পাহাড়ের উপর উঠে সেখান থেকে অবিরাম তাদের উপর পাথর নিক্ষেপ করতে থাকলাম। রাবী বলেন, এভাবে আমি তাদের পশ্চাদ্ধাবন করতে থাকলাম যে পর্যন্ত না তারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ভারবাহী উটগুলো আমার পেছনে রেখে যায়। অবশেষে তারা এগুলো আমার আওতায় ফেলে চলে গেল। তারপরও আমি তাদের অনুসরণ করে তাদের উপর তীর নিক্ষেপ করতে থাকলাম। এমনকি তারা ত্রিশটির বেশী চাদর এবং ত্রিশটি বল্লম নিজেদের বোঝা হালকা করার উদ্দেশ্যে ফেলে গেল।

তারা যেসব বস্তু ফেলে যাচ্ছিল আমি তার প্রত্যেকটিকে পাথর দ্বারা চিহ্নিত করে যাচ্ছিলাম যাতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীগণ তা দেখে চিনতে পারেন। অবশেষে তারা পাহাড়ের একটি সংকীর্ণ স্থানে গিয়ে পৌঁছল। এমন সময় বদর ফাজারীর জনৈক পুত্র এসে তাদের সাথে মিলিত হ'ল। এবার তারা সকলে মিলে সকালের খাবার খেতে বসল। আমি পাহাড়ের একটি শৃঙ্গে বসে পড়লাম। তখন ফাজারী বলল, ঐ যে লোকটিকে দেখছি সে কে? তারা বলল, লোকটির হাতে আমরা অনেক দুর্ভোগের শিকার হয়েছি। আল্লাহ্‌র কসম! রাতের আঁধার থেকে এ পর্যন্ত লোকটি আমাদের পিছন থেকে সরছে না। সে আমাদের প্রতি অবিরত তীর নিক্ষেপ করছে। এমনকি আমাদের সর্বস্ব কেড়ে নিয়েছে। তখন সে বলল, তোমাদের মধ্যকার চারজন উঠে গিয়ে তার উপর চড়াও হও। তখন তাদের চার ব্যক্তি পাহাড়ে উঠে আমার দিকে এগিয়ে এলো। তারপর তারা যখন আমার কথা শোনার মত নিকটবর্তী স্থানে এসে পৌঁছল, তখন আমি বললাম, তোমরা কি আমাকে চেন? তারা বলল, না। আমি বললাম, আমি সালামাহ ইবনু আকওয়া। সে পবিত্র সত্তার কসম, যিনি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে সম্মানিত করেছেন! আমি তোমাদের যাকেই পাব, তাকে ধরে ফেলব। কিন্তু তোমাদের কেউ চাইলেও আমাকে ধরতে পারবে না। তখন তাদের একজন বলল, আমিও তাই মনে করি। তিনি বলেন, তারপর তারা ফিরে গেল। আর আমি সে স্থানেই বসে থাকলাম। অবশেষে আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অশ্বারোহীদের গাছ-পালার মাঝ দিয়ে অগ্রসর হ'তে দেখলাম। তিনি বলেন, তাদের মধ্যে সর্বাগ্রে ছিলেন আখরাম আসাদী। তাঁর পিছনে আবূ কাতাদাহ আনছারী এবং তার পিছনে মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ কিন্দী। আমি তখন আখরামের ঘোড়ার লাগাম ধরলাম। এ সময় লুটেরা বাহিনী (শত্রুরা) পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পালিয়ে গেল। আমি বললাম, হে আখরাম! ওদের থেকে সতর্ক থাকবে। তারা যেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীগণ এসে মিলিত হওয়ার পূর্বেই তোমাদের আলাদা করে না ফেলে।

আখরাম বললেন, হে সালামাহ! তুমি যদি আল্লাহ ও ক্বিয়ামতের দিনের প্রতি বিশ্বাসী হও এবং জান্নাত ও জাহান্নামকে সত্য মনে কর, তবে আমার এবং শাহাদতের মধ্যে বাধা হয়ো না। সালামাহ বলেন, আমি তার পথ ছেড়ে দিলাম। তখন তিনি আব্দুর রহমানের সাথে সম্মুখ যুদ্ধে লিপ্ত হ'লেন। আখরাম আব্দুর রহমানের ঘোড়াকে আহত করলেন। আর আব্দুর রহমান বর্শার আঘাতে তাকে কতল করে দিল এবং আখরামের ঘোড়ার উপর চড়ে বসল। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ঘোড়সওয়ার আবূ কাতাদাহ (রাঃ) এসে পৌঁছলেন। তিনি আবদুর রহমানকে বর্শার আঘাতে হত্যা করলেন *(মুসলিম হা/১৮০৭; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা/৪৫২৭; ইসলামিক সেন্টার হা/৪৫২৯)*।

শিক্ষা :

১. একাধিকবার বায়'আত গ্রহণ করা যায়। কারণ একাধিকবার বায়'আত করলে অঙ্গীকারের বিষয়গুলো বার বার স্মরণ হয় এবং সেগুলো পালন করার ব্যাপারে সচেতন ও সচেষ্ট হওয়া যায়।

২. নিজের প্রয়োজনীয় বস্তু অন্যকে দান করা যায়। নিজের প্রয়োজনকে ছোট করে দেখে অপর ভাইয়ের প্রয়োজনকে বড় করে দেখা আবশ্যক।

৩. শত্রুকে কবজায় পেয়েও ক্ষমা করে দেওয়া মহত্ত্বের পরিচয়। যার মাধ্যমে শত্রুর মন জয় করা যায়। রাসূল (ছাঃ)-এর এই উদারতার কারণে বহু মানুষ ইসলামে দীক্ষিত হয়।

৪. দ্বীনের পথে কিংবা জিহাদের ময়দানে নিজেকে বা সহকর্মীদের উৎসাহ-অনুপ্রেরণা প্রদানের জন্য কবিতা আবৃত্তি করা যায়।

-মুসাম্মাৎ শারমিন আখতার
পিঞ্জুরী, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

পীরতন্ত্র! সংশয় নিরসন

-মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম*

(পূর্বে প্রকাশিতের পর)

পঞ্চম দলীল : আল্লাহ তা'আলার বাণী- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্র এবং আনুগত্য কর রাসূলের ও তোমাদের নেতৃবৃন্দের' *(নিসা ৪/৫৯)*। অত্র আয়াতে বর্ণিত উলুল আমরের মধ্যে পীর ছাহেবরা অন্তর্গত। কারণ শারঈ বিষয়ে তারাই নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন। তাই আল্লাহ্র নির্দেশ মোতাবেক পীরের আনুগত্য করা ফরয।

জবাব : প্রথমতঃ উলুল আমর কারা সে বিষয়ে আলোচনা করা যাক। জগদ্বিখ্যাত মুফাসসির ইবনু কাছীর (রহঃ) তার তাফসীরে 'উলুল আমর'-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, فِيمَا أَمَرُوكُمْ بِهِ مِنْ طَاعَةِ اللهِ لَا فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، فَإِنَّهُ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، 'উলুল আমর তারাই, যারা তোমাদেরকে আল্লাহ্র আনুগত্যের নির্দেশ দেয়, অবাধ্যতার নির্দেশ দেয় না। কেননা আল্লাহ্র অবাধ্যতায় কোন সৃষ্টির আনুগত্য নেই'।[১] প্রখ্যাত ছাহাবী আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, هم الأمراء 'তারা হ'লেন রাষ্ট্রনায়কগণ'।[২]

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, তারা হ'লেন, أَهْلُ الْفِقْهِ وَالدِّيْنِ، وَأَهْلُ طَاعَةِ اللهِ الَّذِينَ يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ مَعَالِيَ دِينِهِمْ وَيَأْمُرُونَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ، وَيَنْهَوْنَهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، فَأَوْجَبَ اللهُ طَاعَتَهُمْ، '(তারা হলেন) তাওহীদ ও ফিক্বহের অনুসারী এবং আল্লাহ্র আনুগত্যের অনুসারী, যারা মানুষকে তাদের দ্বীনের মর্যাদা সম্পর্কে শিক্ষা দেয়। আর মানুষকে সৎ কাজের আদেশ করে এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করে। আল্লাহ তা'আলা তাদের আনুগত্য করা বান্দার উপর ওয়াজিব করেছেন'।[৩] মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, তারা হ'লেন الفقهاء والعلماء 'ফক্বীহ ও ওলামায়ে কেরাম'।[৪] জাবের ইবনু আব্দিল্লাহ (রাঃ) বলেন, أولوا الفقه والخير، 'তারা হ'লেন ফক্বীহ ও কল্যাণকারীগণ'।[৫]

সম্মানিত পাঠক! উপরোক্ত মুফাসসিরগণের তাফসীরের সারাংশ এই যে, 'উলুল আমর' হচ্ছেন রাষ্ট্রনায়ক, দেশের শাসক, বাদশাহ, আলিম ও ফিক্বহবীদগণ। সুতরাং উলুল আমরের দোহাই দিয়ে তাওহীদপন্থী যোগ্য ওলামায়ে কেরাম ও ফক্বীহদের আনুগত্য ছেড়ে ইসলামের লেবাসধারী কিছু অযোগ্য লোকদের পীর সাব্যস্ত করে তার অন্ধ অনুসরণ করা আদৌ শরী'আত সম্মত নয়।

দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্য হবে বিনা শর্তে। কিন্তু উলুল আমর-এর আনুগত্য হবে শর্ত সাপেক্ষে। উক্ত আয়াতে আল্লাহ তাঁর ও তদীয় রাসূলের আনুগত্যের ক্ষেত্রে পৃথকভাবে أَطِيعُوا শব্দ ব্যবহার করেছেন। কিন্তু উলুল আমর-এর আনুগত্যের ক্ষেত্রে أَطِيعُوا শব্দের ব্যবহার করেননি। এটা প্রমাণ করে যে, উলুল আমর-এর আনুগত্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্যের সাথে শর্তযুক্ত। কখনো উলুল আমর-এর কোন নির্দেশনা কিংবা তার কোন আমল কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহর বিপরীত পরিলক্ষিত হ'লে সাথে সাথে তার আনুগত্য ছেড়ে আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের আনুগত্যে ফিরে আসতে হবে। যেমন সিরিয়ার এক ব্যক্তি হজ্জে তামাত্তু'-এর ইহরাম বাঁধলেন এবং আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি উত্তরে বললেন যে, হজ্জে তামাত্তু' বৈধ। তখন সিরিয়াবাসী বললেন, আপনার পিতা ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) হজ্জে তামাত্তু' নিষেধ করেছেন। তখন আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বললেন, أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَبِى نَهَى عَنْهَا وَصَنَعَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَأَمْرَ أَبِى نَتَّبِعُ أَمْ أَمْرَ رَسُولِ اللهِ (ص) فَقَالَ الرَّجُلُ – فَقَالَ لَقَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللهِ (ص) (ص) بَلْ أَمْرَ رَسُولِ اللهِ 'তুমি কি মনে কর, কোন বিষয় যদি আমার পিতা নিষেধ করেন আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তা করে থাকেন তবে সেক্ষেত্রে কি আমার পিতার অনুসরণ করা হবে, না রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অনুসরণ করা হবে? লোকটি বলল, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অনুসরণ করা হবে। তিনি বললেন, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হজ্জে তামাত্তু' করেছেন'।[৬]

সম্মানিত পাঠক! উক্ত হাদীছের প্রতি লক্ষ্য করুন। আর নিজেকে প্রশ্ন করুন, কার মতকে অমান্য করা হচ্ছে? কে অমান্য করছেন এবং কেন অমান্য করছেন? আমীরুল মুমিনীন ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর মতকে অমান্য করা হচ্ছে। অমান্য করছেন তাঁরই সন্তান আব্দুল্লাহ। আর কেবলমাত্র রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্যের উপর অটল থাকার জন্যই এই অমান্য করা। আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্যে দৃঢ় থাকতে গিয়ে যদি আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ)-এর মত বিশিষ্ট ছাহাবী পিতা ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর মতের তোয়াক্কা না করেন, তবে কি আমরা পীরদের কুরআন ও ছহীহ হাদীছ বিরোধী ও ঈমান বিধ্বংসী মতের অনুসরণ করতে পারি? কখনোই নয়।

সম্মানিত পাঠক! লক্ষ্য করুন পীরের মাযারগুলোর দিকে। যেখানে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, নারী মুরীদানদের

* লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।

১. তাফসীর ইবনে কাছীর, উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।
২. সিলসিলাতুল আছার আছ-ছহীহাহ, আবু আব্দুল্লাহ দানী আলে যুহরী হা/৪৪৩, সনদ ছহীহ।
৩. মুস্তাদরাক হাকেম হা/৪২৩; দুররুল মানছূর, উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।
৪. তদেব, হা/২০, সনদ ছহীহ।
৫. তদেব, হা/১৯, সনদ ছহীহ।
৬. তিরমিযী হা/৮২৩, সনদ ছহীহ।

সাথে পীর বাবার একান্ত মুলাকাত, যাবতীয় রোগ-ব্যাধি ও মনোবাসনা পূরণের তাবীয ব্যবসা, ফানাফিল্লাহ ও বাকাবিল্লাহ-এর দোহাই দিয়ে গাঁজা সেবন, কারামাতে আউলিয়ার নামে মিথ্যা স্বপ্নের কাহিনী রচনা করে সাধারণ মানুষের ঈমান হরণ সহ অসংখ্য গর্হিত কাজের দৃষ্টান্ত রয়েছে সেখানে। সুতরাং সেখানে বসে থাকা ধোঁকাবাজ পীরেরা কি উলুল আমর-এর অন্তর্ভুক্ত হ'তে পারে? আল্লাহ আমাদের বুঝার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

তৃতীয়তঃ উক্ত আয়াতে বর্ণিত وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ দ্বারা কোন মৃত পীরের অনুসরণ বুঝানো হয়নি। কারণ উলুল আমর-এর সাথে সংযুক্ত হয়েছে مِنْكُمْ শব্দ; যার অর্থ হ'ল 'তোমাদের মধ্যকার'। এর দ্বারা অতীত বুঝায় না। বরং বর্তমান উলুল আমরকে বুঝায়। যেমন আল্লাহ বলেন, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ 'তোমাদের মধ্যেকার যে ব্যক্তি মাসটি (রামাযান মাস) পায়, সে যেন ছিয়াম রাখে' *(বাক্বারাহ ২/১৮৫)*। فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا 'অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ হবে' *(বাক্বারাহ ২/১৮৪)* أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ। 'অথবা তোমাদের মধ্য হ'তে যদি কেউ পায়খানা থেকে আসে' *(নিসা ৪/৪৩)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন,مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا 'তোমাদের মধ্যকার যে ব্যক্তি কোন গর্হিত কাজ দেখবে'।[৭]

এভাবে কুরআনে ও হাদীছে যত জায়গায় مِنْكُمْ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, সব জায়গায় জীবিত ও বর্তমান ব্যক্তিদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। অনুরূপভাবে أُولِى الأَمْرِ مِنْكُمْ দ্বারা স্ব স্ব যুগের ওলামা-ফুক্বাহা বা শাসকবর্গকে বুঝানো হয়েছে। সুতরাং أُولِى الأَمْرِ مِنْكُمْ দ্বারা অতীতে মৃত্যুবরণকারী কোন পীর বা আউলিয়াকে বুঝানো হয়নি। অথচ মুসলিম নামধারী বহু মানুষ আজ অতীতে মৃত্যুবরণকারী বহু পীরের অনুসরণ করে। তাদের বিশ্বাস, তারা তাদের মুরীদানদের উপকার করতে পারে, সন্তান দিতে পারে, বিপদ-মুছীবত থেকে রক্ষা করতে পারে ইত্যাদি। আর এজন্যই তারা তাদের সকল চাওয়া-পাওয়া সরাসরি আল্লাহর কাছে না চেয়ে তাদের অনুসরণীয় পীরের কাছে চেয়ে থাকে। অথচ মৃত ব্যক্তির কাছে সাহায্য চাওয়া স্পষ্ট শিরক।

বরং কোন মানুষের কাছে সাহায্য চাওয়ার জন্য তিনটি শর্ত লক্ষণীয়। (ক) أن يكون حيا জীবিত হওয়া : অর্থাৎ কোন মৃত ব্যক্তির কাছে সাহায্য চাওয়া যাবে না। (খ) أن يكون حاضرا উপস্থিত থাকা : অর্থাৎ কোন অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে সাহায্য চাওয়া যাবে না। হয় তার কাছে গিয়ে সরাসরি সাহায্য চাইতে হবে। অথবা ফোনের মাধ্যমে সাহায্য চাইতে হবে; যাতে সে আমার কথা শুনতে পায়। (গ) أن يكون قادرا সক্ষম হওয়া : অর্থাৎ এমন কিছু চাওয়া যাবে না যা দেওয়ার ক্ষমতা কোন মানুষের নেই। যেমন- সন্তান চাওয়া, সুস্থতা কামনা করা; যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ দিতে সক্ষম নয়। সুতরাং মানুষ দিতে সক্ষম এমন কোন জিনিস জীবিত ও উপস্থিত ব্যক্তির কাছে চাইতে পারে। অন্যথায় তা শিরকের অন্তর্ভুক্ত হবে। রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পরে অনাবৃষ্টি দেখা দিলে ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) আব্বাস ইবনু আব্দুল মুত্তালিব (রাঃ)-এর মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা করেছিলেন।[৮] মৃত কিংবা অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে সাহায্য চাওয়া জায়েয হ'লে ওমর (রাঃ) আব্বাস (রাঃ)-এর মাধ্যমে দো'আ না করে রাসূল (ছাঃ)-এর অসীলায় দো'আ করতেন। তাই উলুল আমর-এর দোহাই দিয়ে মৃত মানুষের নিকটে সাহায্য চাওয়া যাবে না।

চতুর্থতঃ আল্লাহ তা'আলা যেমন উলুল আমর-এর অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন, তেমনি তাদের আনুগত্যের ক্ষেত্রে কোন বিষয়ে মতভেদ দেখা দিলে তা থেকে উত্তরণের পথও বাতলে দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ 'যদি কোন বিষয়ে তোমরা বিতণ্ডা কর, তাহ'লে বিষয়টি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও' *(নিসা ৪/৫৯)*।

সম্মানিত পাঠক! আমরা যদি উল্লিখিত আয়াতাংশের অনুসরণ করি তাহ'লে কোন পীরের অস্তিত্ব থাকে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, আল্লাহ্র যিকিরের কথা। যিকির কি দাঁড়িয়ে করব? না-কি বসে? উচ্চৈঃস্বরে, না-কি নিম্নস্বরে? যেমন একেক পীরের যিকিরের পদ্ধতি একেক রকম। কেউ বসে, কেউ দাঁড়িয়ে, কেউবা নাচের তালে তালে, কেউবা আবার কবরে মুনকির নাকিরের প্রশ্ন ঠেকানোর জন্য যিকিরের পদ্ধতি চালু করেছে। ইসলামের বিধানে যিকিরের গুরুত্ব অপরিসীম। এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত থাকার অবকাশ নেই। কিন্তু যিকিরের পদ্ধতি নিয়ে যে মতভেদ পরিলক্ষিত হচ্ছে। সেক্ষেত্রে আমরা যদি সমাধানের জন্য উক্ত আয়াতকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ফিরে যাই, তাহ'লে নব আবিষ্কৃত পদ্ধতিতে যিকিরের কোন অস্তিত্ব থাকবে না। কেননা যিকরের পদ্ধতি উল্লেখপূর্বক মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ، 'তুমি তোমার প্রতিপালককে স্মরণ কর তথা যিকির কর মনে মনে কাকুতি-মিনতি ও ভীতি সহকারে অনুচ্চস্বরে সকালে ও সন্ধ্যায়। আর তুমি উদাসীনদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না' *(আ'রাফ ৭/২০৫)*। এমন অসংখ্য উদাহরণ পাওয়া যাবে যেসব ক্ষেত্রে আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ)-এর দিকে ফিরে গেলে মতভেদ দূরীভূত হবে।

সম্মানিত পাঠক! সূরা নিসার ৫৯নং আয়াতের প্রথমাংশে বর্ণিত উলুল আমরের অনুসরণের দোহাই দিয়ে পীরতন্ত্রে

৭. *মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯০৯ 'সৎকাজের আদেশ' অধ্যায়।*

৮. *বুখারী হা/১০১০, ৩৭১০; মিশকাত হা/১৫০৯।*

বিশ্বাসীরা তাদের পক্ষে দলীল উপস্থাপন করে। মাযহাব পন্থীরা মাযহাব মানা ফরয হওয়ার পক্ষে দলীল পেশ করে। অথচ আয়াতটির শেষাংশ গ্রহণ করে না। এক পীরের সাথে আরেক পীরের আক্বীদাহ আমলের মিল নেই। এক মাযহাবের সাথে আরেক মাযহাবের আমলের মিল নেই। এক্ষণে আমরা সবাই যদি নিজেদের হিংসা, অহংকার, গোঁড়ামি ছেড়ে মতভেদপূর্ণ বিষয়গুলো আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ)-এর দিকে ফিরিয়ে দিতাম তাহ'লে এতগুলো মাযহাব থাকত না এবং পীরদের নামে কোন মাযার সৃষ্টি হ'ত না। আমরা সবাই এক মাযহাবের অন্তর্ভুক্ত হ'তাম। আর সেটা হ'ত রাসূল (ছাঃ)-এর মাযহাব। তাই আসুন আমরা কুরআনের আয়াতের অপব্যাখ্যা না করে পরিপূর্ণভাবে কুরআনের অনুসরণ করি।

ষষ্ঠ দলীল : আল্লাহ তা'আলার বাণী- اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ، 'অনুসরণ কর তাদের, যারা তোমাদের কাছে কোনরূপ প্রতিদান চান না এবং তারা সুপথ প্রাপ্ত *(ইয়াসীন ৩৬/২১)*। এখানে রাসূল (ছাঃ)-এর কথা বলা হয়েছে। দ্বীন প্রচারে পীর বা আল্লাহ্র ওলীগণ এই সিলসিলা জারী রেখেছেন। যেমন খাজা মঈনুদ্দীন চিশতীর দাওয়াতে হিন্দুস্থানে ৯০ লক্ষ মানুষ ইসলাম কবুল করেছে। বাংলাদেশে কোন নবী ও ছাহাবী আসেননি। তারপরেও কোটি কোটি মানুষ ইসলাম কবুল করেছে পীরদের দাওয়াতে। তাই পীরতন্ত্র অস্বীকার করা ইসলামকে অস্বীকারের শামিল।

জবাব : উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা যাদের অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন তাদের দু'টি বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন। (১) যারা দ্বীন প্রচারে কোন বিনিময় চান না। (২) যারা হেদায়াতপ্রাপ্ত।

সম্মানিত মুসলিম ভাই! **প্রথমতঃ** নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে চিন্তা করুন, উল্লিখিত আয়াতটি কি পীরবাদের পক্ষে দলীল হওয়ার কোন সুযোগ আছে? কখনো নয়; বরং আয়াতটি তাদের বিরুদ্ধে দলীল। কেননা মাযারগুলোর দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, প্রত্যেকটি পীরের মাযারে বেশ কিছু খাদেম রয়েছে যারা সেখানে আগত মুরীদানদের কাছে হাদিয়া চাওয়া ও গ্রহণের কাজে ব্যস্ত থাকে। শুধু তাই নয়, প্রাপ্ত হাদিয়া সমূহ নিয়ে রমরমা ব্যবসা চলে। এক মুরীদের প্রদত্ত হাদিয়া কিছুক্ষণ পরেই অন্য মুরীদের কাছে বিক্রি করা হয়। সেটাই আবার মাযারে আসে। পুনরায় সেটা বিক্রি করা হয়। এভাবে চলতে থাকে হাদিয়া কেনা-বেচার ব্যবসা। বিভিন্ন জায়গায় দেখা যায়, দাদা হুজুরের তাবীয ব্যবসা। বিশ্ব নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) যে মদীনায় বসবাস করলেন, মৃত্যুবরণ করলেন, যার কবর মদীনাতেই হ'ল। সেই মদীনাতে যমযম কূপের লাইন আসল না। অথচ সিলেটের শাহজালালের মাযারে যমযম কূপের লাইন আসল! সেই কূপের পানি নিয়ে চলছে রমরমা ব্যবসা। এতো কিছুর পরেও কি বলা যায়, তারা বিনা প্রতিদানে দ্বীনের প্রচার করছে? না; বরং এরা মানুষের সাথে প্রতারণা করছে। তাই বলা চলে, প্রত্যেকটি পীরের মাযার একেকটি প্রতারণা কেন্দ্র। আর রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا 'যে প্রতারণা করে সে আমার দলভুক্ত নয়'।[৯]

দ্বিতীয়তঃ যারা মানুষকে শিরক ও বিদ'আতের দিকে আহ্বান করছে, যাদের আক্বীদাহ রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের আক্বীদার বিপরীত, তাদেরকে কি হেদায়াতপ্রাপ্ত বলা যায়? আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، 'অতএব যদি তারা বিশ্বাস স্থাপন করে যেরূপ তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছ, তাহ'লে তারা সুপথপ্রাপ্ত হবে। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তারা নিশ্চয়ই যিদের মধ্যে রয়েছে। এমতাবস্থায় তাদের বিরুদ্ধে তোমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ *(বাক্বারাহ ২/১৩৭)*। তাই শুধু ঈমানের দাবী করলেই ঈমানদার হওয়া যায় না। বরং রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের ঈমানের সাথে নিজের ঈমানের মিল থাকতে হয়।

তৃতীয়তঃ কারো দাওয়াতে লক্ষ লক্ষ মানুষের ইসলাম কবুল করা পীরদের আনুগত্য ফরয হওয়ার প্রমাণ বহন করে না। যদি বিষয়টি এমনই হয়, তাহ'লে কিছু নবী আছেন যাদের দাওয়াতে একজন মানুষও ইসলাম কবুল করেনি। আবার কিছু নবী আছেন যাদের দাওয়াতে খুব অল্প সংখ্যক মানুষ ইসলাম কবুল করেছে। তবে কি বলা যাবে যে, এমন নবীদের আনুসরণ করতে হবে না। কিংবা এসব নবীদের চেয়ে খাযা মইনুদ্দীন চিশতী উত্তম। নাউযুবিল্লাহ। যুগে যুগে বহু মনীষীর দাওয়াতে বহু সংখ্যক মানুষ ইসলাম কবুল করেছে। বর্তমানে ড. যাকির নায়েকের দাওয়াতে লক্ষাধিক মানুষ ইসলাম কবুল করেছে; যা আমরা চাক্ষুষ দেখতে পাচ্ছি। এক্ষণে কি বলা যাবে যে, ড. যাকির নায়েককে পীর বলে বিশ্বাস করতে হবে? তা না হ'লে ইসলামকে অস্বীকার করা হবে। *নাউযুবিল্লাহ*। সুতরাং এ সমস্ত কথা বলে পীরতন্ত্রকে কায়েম করার চেষ্টা স্রেফ ধোঁকাবাজি এবং দ্বীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি ছাড়া কিছুই নয়। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِى الدِّينِ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ فِى الدِّينِ 'হে মানব জাতি! দ্বীনের বিষয়ে বাড়াবাড়ি করা থেকে তোমরা সাবধান থাকো। কেননা তোমাদের পূর্বেকার লোকেদেরকে দ্বীনের ব্যাপারে তাদের বাড়াবাড়ি ধ্বংস করেছে'।[১০] সুতরাং আসুন! যুক্তি ও বাড়াবাড়ি পরিহার করে আমরা দলীল ভিত্তিক ইসলাম মানার চেষ্টা করি। আল্লাহ আমাদের তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

[ক্রমশঃ]

৯. মুসলিম হা/১০২; তিরমিযী হা/১৩৩৫; ইবনু মাজাহ হা/২২২৪।
১০. ইবনু মাজাহ হা/৩০২৯; ছহীহাহ হা/১২৮৩।

কবিতা

আল-'আওন

-মুহাম্মাদ মুবাশ্বিরুল ইসলাম
নওদাপাড়া মাদ্রাসা, রাজশাহী।

মাদকমুক্ত বিশুদ্ধ রক্তদানের লক্ষ্যে
মুমূর্ষের প্রতি ভালবাসা রেখে বক্ষে,
গড়েছে আহলেহাদীছ আন্দোলন
স্বেচ্ছাসেবী নিরাপদ রক্তদান সংস্থা আল-'আওন।
দেশের সকল মুমূর্ষু দ্বীনী ভাই,
যাদের আর্তনাদ-'মাদকমুক্ত রক্ত চাই'
কিংবা পর্দান্তরালের দ্বীনী সব বোন
তাদেরই জন্য গঠিত এই আল-'আওন।
রবের প্রতি ভালবাসা রেখে হৃদয়ে
যারা বন্ধুর পথ চলে নির্ভয়ে
আর্তনাদের জবাব দেয় প্রতিক্ষণ
জেনো তারাই স্বেচ্ছাসেবী আল-'আওন।
প্রতিটি রক্তফোঁটা আল্লাহ্র দান
যিনি দিয়েছেন এই দেহ এই প্রাণ
তাই তা তাঁরই পথে করি দান
মুমূর্ষের প্রতি রাখি অনন্য অবদান।
মানবতাকে জাগানোর সময় হ'ল
আল-'আওন তুমি এগিয়ে চলো,
অমর হবে তুমি এই বিশ্বাসে
আছি মোরা সবে তোমারই পাশে।
রোগীর সেবায় রাখে অনন্য অবদান
দেশে রক্তদানের সেরা সংগঠন,
আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশের
স্বেচ্ছাসেবী নিরাপদ রক্তদান সংস্থা আল-'আওন॥

মাযার

-এ কে এম মুছতফা
কুমারখালী, পিরোজপুর।

একদিন এক সওদাগর যাচ্ছে ঘোড়ায় চড়ে
হঠাৎ করে পথের মাঝে ঘোড়াটি যায় মরে।
রাতারাতি সওদাগর ঐ পথেরই পাশে
ঘোড়াটি তার কবর দিয়ে দেশে ফিরে আসে।
সকাল বেলা সবাই দেখে নতুন একটি কবর
সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে এই আজব খবর।
এটা দেখে অবাক হয়ে চিন্তা করে সবে
হয়তো বা এটা কোন পীরের কবর হবে।
প্রতিদিন দেখতে আসে লোক হাযার হাযার
এমনি করে ঐ কবরটি হয়ে যায় পীরের মাযার।
কেউ এখানে শিরনি মানে কেউ আগর বাতি
কেউ আবার পড়ে থাকে সারা দিবা-রাতি।
খাদেম রূপী কিছু লোক হেথায় এসে জোটে
মানত পাওয়া যত কিছু সবই তারা লুটে।
আরও কিছু ভণ্ড ফকীর এখানে হয় জড়ো
দিনে দিনে মাযারখানা হয় অনেক বড়।
ঐ মাযারের সুনাম এখন সারা দেশ জোড়া
কেউ জানে না হেথায় আছে মরা একটা ঘোড়া।

আল্লাহ আমার রব

-জাবির আহমাদ জিহাদ
দেওয়ানপাড়া, ইসলামপুর, জামালপুর।

আল্লাহ আমার সৃষ্টিকর্তা
আল্লাহ আমার রব,
আল্লাহ আমার রিযিকদাতা
আল্লাহই আমার সব।
আল্লাহ আমায় খাওয়ান পরান
আল্লাহই দেন বৃষ্টি,
এ বিশ্বে যা কিছু আছে
সবই তাঁহার সৃষ্টি।
আল্লাহ আমায় ভাষা দিলেন
দিলেন কথা বলতে,
আল্লাহ আমায় শক্তি দিলেন
ন্যায়ের পথে চলতে।
আল্লাহ হ'লেন সর্বশক্তিমান
করি তাঁহার ইবাদত,
তাঁর হুকুম মতো চলি সদা
মেনে চলি রাসূলের সুন্নাত।
পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত পড়ি
করি না কভু কাযা,
নইলে কিন্তু পরকালে
পেতে হবে সাজা।
প্রতিদিন কুরআন পড়ি
সকাল ও সাঁঝে,
তাতেই পাব রহমত
মহান আল্লাহ্র কাছে।

দারুস সুন্নাহ বুক শপ

স্বত্বাধিকারী : মুহাম্মদ রেযাউল করীম

এখানে তাফসীর ও হাদীছ সহ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে লিখিত সকল প্রকার ইসলামী বই-পুস্তক পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় করা হয়। এছাড়া দেশী-বিদেশী আতর, টুপি, মুছাল্লা (জায়নামায), খেজুর, মিসওয়াক এবং মহিলাদের হাত মোযা, পা মোযা ও হিজাবসহ অন্যান্য পণ্য-সামগ্রী পাওয়া যায়।

Darussunnahlibraryrangpur
rejaul09islam@gmail.com
০১৭৪০-৪৯০১৯৯, ০১৮৪০-৮১১৩৪৪

বি:দ্রঃ কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে যত্ন সহকারে বই ও অন্যান্য পণ্য-সামগ্রী পাঠানো হয়।

আল-মানার ভবন (নীচতলা), সেন্ট্রাল রোড কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদ সংলগ্ন, রংপুর

স্বদেশ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৪ দিনের ভারত সফর

নিযামুদ্দীন আউলিয়ার মাযার যিয়ারত দিয়ে শুরু এবং মঈনুদ্দীন চিশতীর মাযার যিয়ারতের মাধ্যমে শেষ!

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ৫ই সেপ্টেম্বর সোমবার চার দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে ভারত গমন করেন এবং ৮ই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার রাত ৮-টায় ঢাকায় অবতরণ করেন। সফরের নানা আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রথম দিন দিল্লীর নিযামুদ্দীন আউলিয়ার মাযার যিয়ারত ও সেখানে প্রার্থনা করেন। পরদিন ৬ই সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার রাজঘাটে গান্ধীর সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। ফেরার দিন ৮ই সেপ্টেম্বর তিনি রাজস্থানের আজমীরে গরীবে নেওয়ায খাজা মঈনুদ্দীন চিশতীর মাযার যিয়ারত করেন এবং সেখানে নফল ছালাত ও মুনাজাত করেন। এরপর আজমীর শরীফ প্রদক্ষিণ করেন এবং পরিদর্শন বইতে লেখেন- 'বাংলাদেশের জনগণের জন্য দোয়া চাই'। এর মাধ্যমেই তিনি তাঁর চার দিনব্যাপী ভারত সফর সমাপ্ত করেন এবং ঢাকায় ফিরে আসেন।

প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গীদের মধ্যে ছিলেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ শাহরিয়ার আলম, বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশী, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী একেএম মোজাম্মেল হক, রেলমন্ত্রী নূরুল ইসলাম সুজন, প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. মসিউর রহমান, বেসরকারী শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান ফজলুর রহমান ও তার স্ত্রী সৈয়দা রুবাবা রহমান, বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক, পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারূক সহ প্রায় ১৭০ জনের একটি বিশাল বহর। সফরে সিলেটের কুশিয়ারা নদীর পানি প্রত্যাহার, রেলের আধুনিকায়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং মহাকাশ গবেষণাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা এগিয়ে নিতে ভারতের সঙ্গে ৭টি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সীমান্তে প্রাণহানির সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে কমে যাওয়ায় দুই শীর্ষ নেতা নরেন্দ্র মোদী ও শেখ হাসিনা সন্তোষ প্রকাশ করেন।

[(ক) ৭টি সমঝোতা চুক্তির মধ্যে কেবল কুশিয়ারা নদীর পানিচুক্তির জন্য প্রধানমন্ত্রীর প্রয়োজন ছিল। বাকীগুলি অন্যদের মাধ্যমে বছরের যেকোন সময় করা যেত। ১৯৯৭ সালের গঙ্গা চুক্তি যেমন ব্যর্থ হয়েছে, কুশিয়ারা নদীর পানি চুক্তিও ব্যর্থ হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। তিস্তার পানি বণ্টন বিষয়ে কোন চুক্তি না হওয়ায় জাতি হতাশ। উজানে ফারাক্কা ও গজলডোবা বাঁধ দিয়ে পুরা উত্তরবঙ্গকে শুকিয়ে ও ডুবিয়ে মারা হচ্ছে। এছাড়াও ৫৪টি অভিন্ন নদীর উজানে ভারতের আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের মাধ্যমে পানি প্রত্যাহার করে পুরা বাংলাদেশকে মরুভূমিতে পরিণত করার ব্যবস্থা পাকাপোক্ত হয়ে গেছে। (খ) এই সফরে বিদেশের মাটিতে বসে বাগেরহাটের সুন্দরবন বিধ্বংসী রামপাল ১৩২০ মেগাওয়াটের কয়লা ভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প উদ্বোধন করা পলায়নী মনোবৃত্তির পরিচায়ক। (গ) সফরে থাকা অবস্থায় গত ৭ই সেপ্টেম্বর বুধবার দিনাজপুর সদর উপযেলার দাইনুর সীমান্তে ১৬ বছর বয়সী তরুণ শিক্ষার্থী মিনারুল ইসলাম ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ-এর গুলিতে নিহত হয় ও তার সাথী দু'জন নিখোঁজ হয়। (ঘ) ৭ই সেপ্টেম্বর আসামের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্বশর্মা 'ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশকে একীভূত করা'র ঔদ্ধত্যপূর্ণ প্রস্তাব দিয়েছেন। তাতে দেশে প্রতিবাদের ঝড় উঠলেও সরকারের পক্ষ থেকে কোন প্রতিবাদ জানানো হয়নি। (ঙ) আল্লাহকে ছেড়ে দিল্লীর দুই মাযারে গিয়ে প্রার্থনা ও দেশের জন্য দো'আ চাওয়ার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে শিরক করা হয়েছে। আল্লাহ তুমি দেশ ও জাতিকে তোমার গযব থেকে রক্ষা করো! (স.স.)]।

গত বছর পরিবার পিছু ঘুষ দেওয়ার পরিমাণ গড়ে ৬ হাযার ৬৩৬ টাকা : টিআইবি

সেবা খাতে দুর্নীতির শিকার হচ্ছে দেশের প্রায় ৭১ শতাংশ পরিবার। গত এক বছরে বিভিন্ন সেবা পেতে প্রতিটি পরিবারকে ঘুষ দিতে হয়েছে গড়ে ৬ হাযার ৬৩৬ টাকা। যার মাথাপিছু পরিমাণ ৬৭১ টাকা। ২০২০ সালের ডিসেম্বর থেকে ২০২১ সালের নভেম্বর পর্যন্ত ১২ মাসে দেশে ঘুষ দেওয়া টাকার পরিমাণ ছিল ১০ হাযার ৮৩০ কোটি। মোট ১৭টি সেবা খাতে এই ঘুষের টাকা দিয়েছে দেশের সাধারণ মানুষ। এ সময় সর্বাধিক দুর্নীতিগ্রস্ত খাত ছিল আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা ও পাসপোর্ট অধিদফতর।

এরপর রয়েছে বিআরটিএ, বিচারিক সেবা, স্বাস্থ্যসেবা, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও ভূমি। গত ৩১শে আগস্ট রাজধানীর ধানমণ্ডিতে টিআইবি কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সেবা খাত নিয়ে এক জরিপের ফল উপস্থাপনের সময় ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) এ তথ্য জানিয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, সবচেয়ে বেশী ৭৪.৪ শতাংশ পরিবার দুর্নীতির শিকার হয়েছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার মাধ্যমে। দ্বিতীয় সাড়ে ৭০ শতাংশ দুর্নীতির শিকার হয়েছে পাসপোর্ট খাতে। জরিপে অংশগ্রহণকারী ৭২.১ শতাংশ মনে করেন, ঘুষ না দিলে সেবা পাওয়া যায় না। তাঁরা ঘুষ দেন হয়রানি বা ঝামেলা এড়াতে।

এর আগে ২০১৭ সালে সেবা খাতের দুর্নীতি নিয়ে জরিপ করেছিল টিআইবি। ২০১৭ সালের ৬৬%-এর তুলনায় ২০২১ সালে দুর্নীতির হার ৭০.৮% । সম্মেলনে বলা হয়, এই সময়ে গ্রামাঞ্চলের মানুষ সেবা খাতে সবচেয়ে বেশী ঘুষের শিকার হয়েছে। নিম্ন আয়ের মানুষের ওপর দুর্নীতির বোঝা অপেক্ষাকৃত বেশী।

মার্কিন নাগরিকের আইফোন ফিরিয়ে দিল গরীব রিকশাচালক

সততার নযীর গড়েছে গরীব রিকশাচালক আমীনুল ইসলাম। সে বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত এক মার্কিন নাগরিকের আইফোন পেয়ে তা ফেরত দিয়েছে। সে ঢাকার গুলশান এলাকায় রিকশা চালায়। গত ৫ই আগস্ট রিকশায় যাত্রী বসার গদির ফাঁকে বন্ধ অবস্থায় সে মোবাইলটা পায়। অতঃপর কয়েকদিন যাবৎ নানাভাবে চেষ্টার পর ৯ই আগস্ট পুলিশের মাধ্যমে সেটি মালিকের কাছে ফিরিয়ে দিতে সক্ষম হয়। তার এই প্রশংসনীয় কাজের জন্য তাকে ৫০ হাযার টাকা পুরস্কার দেন ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের মেয়র মো. আতিকুল ইসলাম। মেয়র বলেন, আমীনুল যে সততা দেখিয়েছে, তা একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাই আমীনুলের সততাকে সম্মান জানিয়ে এই ধরনের কাজে অন্যদের উৎসাহিত করতে এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

এক সাক্ষাৎকারে আমীনুল ইসলাম বলে যে, ফোনটি পাওয়ার পর আমি তা ফিরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেই। আমার স্ত্রীও বলেছিল, যার জিনিস তাকে ফিরিয়ে দাও। ফোনটি ফেরত দিতে পারায় স্ত্রী খুবই খুশী হয়েছে। তারপর পত্রিকায় ব্যাপক আলোচনা দেখে আমার চেয়ে সে বেশী খুশী হয়েছে।

সে বলে যে, পিতা ছিল ইটভাটার শ্রমিক। তিনি সবসময় বলতেন, পরের সম্পদে যে লোভ করে, আল্লাহ তাকে বিপদে ফেলেন। পিতার এই কথা ছোটবেলা থেকেই মেনে চলছি। জীবনে অনেক কষ্ট করেছি, এখনো করি। তবুও অন্যের সম্পদে কোন লোভ করি না। সৎপথে যা আয় করি, তাতেই সুখে আছি।

[আমরাও তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং আল্লাহর নিকট তার পরিবারের সুখ-শান্তির জন্য দো'আ করছি (স.স.)]।

দেশে গত ৮ মাসে ৩৬৪ শিক্ষার্থীর আত্মহত্যা!

দেশে শিক্ষার্থীদের আত্মহত্যার হার ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এর মধ্যে এগিয়ে আছে নারী শিক্ষার্থীরা। ২০২২ সালের জানুয়ারী থেকে আগস্ট পর্যন্ত ৮ মাসে গড়ে প্রতি মাসে প্রায় ৪৫ জন শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছে। তাদের অধিকাংশ রাজধানী ঢাকার। আর প্রেমঘটিত কারণেই সবচেয়ে বেশী আত্মহত্যা হচ্ছে। গত ৯ই

সেপ্টেম্বর এ তথ্য জানিয়েছে আত্মহত্যা, নারী নির্যাতন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে কাজ করা 'আঁচল ফাউণ্ডেশন'। এক সংবাদ সম্মেলনে 'বেড়েই চলেছে শিক্ষার্থীদের আত্মহত্যার হার; আমাদের উদ্বিগ্ন হওয়া কতটা যরূরী?' শীর্ষক সমীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করে সংস্থাটি।

সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগের অধ্যাপক ড. কামালুদ্দীন আহমাদ চৌধুরী, নারায়ণগঞ্জ যেলার এডিসি আজিজুল হক মামুন এবং আঁচল ফাউণ্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি তানসেন রোজ।

আত্মহত্যাকারীদের মধ্যে ১৯৪ জনই ছিল স্কুলশিক্ষার্থী। তন্মধ্যে ১৪ থেকে ১৬ বছর বয়সী শিক্ষার্থীই ১৬০ জন। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৫০ জন এবং মাদ্রাসা শিক্ষার্থী ৪৪ জন।

তথ্যানুসারে, আত্মহত্যাকারী নারী শিক্ষার্থীদের সংখ্যা প্রায় ৬১ শতাংশ। আত্মহত্যাকারীর মধ্যে ৭৮ শতাংশই ১৩ থেকে ২০ বছর বয়সী। আর প্রেমঘটিত কারণে সবচেয়ে বেশী ২৫.২৭ শতাংশ। অন্যান্য কারণের মধ্যে রয়েছে অভিমান, সেশন জট, পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়া, পড়াশোনার চাপ, পরিবার থেকে কিছু চেয়ে না পাওয়া, পারিবারিক কলহ, ধর্ষণ ও যৌন হয়রানি, চুরি বা মিথ্যা অপবাদ, মানসিক সমস্যা, স্বামী পসন্দ না হওয়া, বাসা থেকে মোটরবাইক কিনে না দেওয়া ইত্যাদি।

ভারতে গিয়ে আমি এই সরকারকে টিকিয়ে রাখতে বলেছি : পররাষ্ট্রমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারকে টিকিয়ে রাখার জন্য যা যা করা দরকার, তা করতে ভারত সরকারকে অনুরোধ করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী একে আব্দুল মোমেন। গত ১৮ই আগস্ট চট্টগ্রাম শহরের জেএম সেন হলে জন্মাষ্টমী অনুষ্ঠানে পররাষ্ট্র মন্ত্রী বলেন, আমি ভারতে গিয়ে বলেছি, শেখ হাসিনাকে টিকিয়ে রাখতে হবে। শেখ হাসিনা আমাদের আদর্শ। তাকে টিকিয়ে রাখতে পারলে আমাদের দেশ উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাবে এবং সত্যিকারের অসাম্প্রদায়িক একটা দেশ হবে। সেজন্য শেখ হাসিনাকে টিকিয়ে রাখার জন্য যা যা করা দরকার, আমি ভারত সরকারকে সেটা করার অনুরোধ করেছি'।

তিনি আরও বলেন, 'আমি বলেছি, শেখ হাসিনা আছেন বলেই ভারতের যথেষ্ট মঙ্গল হচ্ছে। বর্ডারে অতিরিক্ত খরচ করতে হয় না। আর আমাদের উন্নতি হচ্ছে বলে ২৮ লাখ লোক ভারতে বেড়াতে গেছে। প্রায় কয়েক লাখ ভারতীয় লোক আমাদের দেশে কাজ করে। এটি সম্ভব হয়েছে আমাদের এই সোনালী অধ্যায় হওয়ায়। তিনি বলেন, দুই দেশেরই রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রয়োজন। এটি সম্ভব যদি শেখ হাসিনার সরকারকে সমর্থন দেয় ভারত।

[তাহ'লে কি দেশবাসীর ভোটে নয়, বরং ভারতের দয়ায় শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আছেন? মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন (স.স.)]।

বিদেশ

হিমালয়ের বরফ গলে মহাসংকটে উপমহাদেশের ২০০ কোটি মানুষ

চলতি বছরের গ্রীষ্মে পুরো পৃথিবী জুড়েই ছিল তীব্র দাবদাহ। ফলে ইউরোপের আল্পস পর্বতমালা থেকে শুরু করে হিমালয় পর্বতমালা পর্যন্ত সবখানেই বরফের গলন অতীতের সব নযীর ছাড়িয়ে গেছে। অথচ উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর বাইরে সবচেয়ে বেশী স্বাদু পানি জমা আছে হিমালয় পর্বতমালা ও এর শাখা পর্বতশ্রেণীতে।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি তাদের ধারণার চাইতেও উদ্বেগজনক মাত্রায় গলিয়ে ফেলছে হিমালয়ের হিমবাহগুলিকে। হিমবাহ গলায় আবহাওয়ার ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। ব্যাহত হচ্ছে হাযার হাযার বছর ধরে চলে আসা পানিচক্র। এতে একদিকে অকাল বন্যা, অন্যদিকে ভবিষ্যতে মিঠা পানির চরম সংকটের দিকে এগিয়ে চলেছে উপমহাদেশ।

প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই পাকিস্তানের সিন্ধু নদীর স্রোত ও তার বয়ে আনা উর্বর পলি সভ্যতা ও মানব বসতির পৃষ্ঠপোষক। তাই সিন্ধু অববাহিকাতেই জনবসতি বেশী পাকিস্তানে। হিমবাহের এই অজস্র স্রোতধারায় উপমহাদেশের প্রধান প্রধান নদীগুলি জন্মলাভ করেছে। এই প্রভাব বর্তমানে সবচেয়ে বেশী দৃশ্যমান হচ্ছে পাকিস্তানে। সেখানে বন্যায় ডুবে যাচ্ছে লাখো একর কৃষিজমি আর জনপদ। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৩ কোটির অধিক মানুষ। মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ১৫শ' তে।

বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে আরও উষ্ণ হয়ে উঠেছে আরব সাগরের পানি। বাষ্পীভবন বেড়ে যাওয়ায় চলতি বছর বর্ষায় রেকর্ড বৃষ্টিপাত হয় পাকিস্তানে। তার সাথে ছিল আবহাওয়া পরিবর্তনের ফলে দেখা দেওয়া 'লা নিনা'র প্রভাব। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, এ বিপর্যয় কেবল শুরু হয়েছে। সামনে আসছে আরও ভয়ঙ্কর দশা। কারণ সাধারণতঃ রেকর্ড বন্যার পরই ধেয়ে আসে চরম খরা।

বিজ্ঞানী দলের সদস্য হিমবাহবিদ মুহাম্মাদ ফারূক আযম বলেন, এ বছরের মার্চ ও এপ্রিল মাসে দেখা দেয় চরম তাপদাহ, যা বিগত ১০০ বছরের রেকর্ড ভাঙ্গে। তার ফলে বিপুল গতিতে গলেছে হিমবাহ। তিব্বত থেকে যাত্রা শুরু করে পাকিস্তানের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে করাচীতে সিন্ধু নদী গিয়ে মিশেছে আরব সাগরে। নদী অববাহিকার দৈর্ঘ্য ফ্রান্সের দ্বিগুণ। পাকিস্তানের ৯০ শতাংশ খাদ্য এখানেই উৎপাদন হয়। যখন এই অববাহিকায় বন্যা আসে, তখন মাটির পানি শোষণ খুব একটা বাড়েনা। অধিকাংশ পানিই সরাসরি গিয়ে পড়ে আরব সাগরে। তাতে করে পানি সংকট দেখা দেয় শুষ্ক মৌসুমে।

বিশ্বব্যাংকের এক গবেষণায় প্রাক্কলন করা হয়েছে যে, ২০৫০ সাল নাগাদ দক্ষিণ এশিয়ার ১৫০-১৭০ কোটি মানুষ ক্রমহ্রাসমান সুপেয় পানির সংকটে পড়তে পারে।

তাই পাকিস্তানে বন্যার পানি নেমে যাওয়ার অনেক পরেও এর অভিঘাত পুরো বিশ্বের অর্থনীতিতেই অনুভূত হ'তে থাকবে। কারণ এবার বিরূপ আবহাওয়া ব্রাজিল থেকে শুরু করে ফ্রান্স, চীন, আমেরিকা সবখানেই ক্ষতিগ্রস্ত করেছে কৃষিকাজ ও খাদ্য উৎপাদন। তার সাথে এবার যোগ হবে পাকিস্তানের বুভুক্ষ জনগোষ্ঠীর খাদ্য চাহিদা।

হিমালয় এবং এর বর্ধিত দু'টি প্রশাখা পর্বতশ্রেণী কারাকোরাম ও হিন্দুকুশে রয়েছে ৫৫ হাযারেরও অধিক স্থল-হিমবাহ। এরমধ্যে ৭ হাযারের বেশী রয়েছে পাকিস্তানে। সাম্প্রতিক দশকে হিমবাহগুলি গলে সেখানে ৩ হাযারের অধিক ছোট বড় হ্রদ সৃষ্টি হয়েছে।

[পরাশক্তিগুলির শিল্পকারখানা সমূহের অবিরত ধারায় কার্বণ নিঃসরণই বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য দায়ী। এসব পাপীদের পাপের কারণে বিশ্ব আজ ধ্বংসের মুখে। আর সেজন্যই আল্লাহ বলেছেন, 'স্থলে ও সমুদ্রে সর্বত্র বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে মানুষের কৃতকর্মের ফল হিসাবে। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাদের কর্মের কিছু শাস্তি আস্বাদন করাতে চান, যাতে তারা (আল্লাহ্র দিকে) ফিরে আসে' (রূম ৩০/৪১) (স.স.)]।

ব্রিটিশ রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ, অর্থনীতিবিদ আকবর আলী খান এবং জাতীয় সংসদের উপনেতা সৈয়দা সাজেদা চৌধুরীর মৃত্যু

(১) দীর্ঘ ৭০ বছর রাজত্বকারী ব্রিটিশ রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ গত ৮ই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় বিকালে স্কটল্যাণ্ডের

বালমোরাল ক্যাসলে ৯৬ বছর বয়সে মারা গেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর ব্রিটেনের নতুন রাজা হয়েছেন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ৩য় চার্লস। পিতা রাজা ষষ্ঠ জর্জের মৃত্যুর পর ১৯৫২ সালে মাত্র ২৬ বছর বয়সে ব্রিটেনের রাণী হিসাবে তাঁর অভিষেক হয়।

(২) সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ও বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ আকবর আলী খান মৃত্যুবরণ করেছেন। *ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন*। গত ৮ই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে রাত ১০টার দিকে ৭৮ বছর বয়সে তিনি মারা যান। তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগরে ১৯৪৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস ও কানাডার কুইন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি এবং একই বিষয়ে পিএইচ.ডি করেন। আমলা হিসাবে পেশাজীবন শুরু করেন এবং অবসর নেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব হিসাবে। ২০০৬ সালে তিনি রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ছিলেন। অর্থনীতি, ইতিহাস, সমাজবিদ্যা, সাহিত্য সহ বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর গবেষণামূলক বই পাঠকের কাছে ব্যাপকভাবে সমাদৃত।

(৩) জাতীয় সংসদের উপনেতা, মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক এবং আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ফরিদপুর-২ আসনের সংসদ সদস্যা সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী গত ১১ই সেপ্টেম্বর রাত ১১টা ৪০ মিনিটে ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে ৮৭ বছর মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন*।

প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরের মধ্যেই বাংলাদেশ নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য আসামের মুখ্যমন্ত্রীর

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারত সফরের (৫-৮ই সেপ্টেম্বর) মধ্যেই গত ৭ই সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করেছেন আসামের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্বশর্মা। তিনি বাংলাদেশকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করেছেন। দেশটির প্রভাবশালী সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে। 'ভারত জোড়ো যাত্রা'র অংশ হিসেবে রাহুল গান্ধী ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতা কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত সাড়ে ৩ হাযার কিলোমিটার ভ্রমণ করবেন। কংগ্রেসের ওই কর্মসূচীর বিষয়ে বলতে গিয়েই এমন বিতর্কিত মন্তব্য করেন আসামের মুখ্যমন্ত্রী। হেমন্ত বিশ্বশর্মা বলেন, ভারত ঐক্যবদ্ধ। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, শিলচর থেকে গুজরাটের সৌরাষ্ট্র পর্যন্ত আমরা এক। কংগ্রেস দেশকে ভারত ও পাকিস্তানে বিভক্ত করেছে। এরপর বাংলাদেশ সৃষ্টি হয়। রাহুল গান্ধী যদি ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে মনে করেন যে আমার নানা (জওহরলাল নেহেরু) ভুল করেছেন, যদি তিনি অনুশোচনা করেন, তাহ'লে ভারতীয় ভূখণ্ডে 'ভারত জোড়ো'-এর কোনো মানে নেই। পাকিস্তান, বাংলাদেশকে একীভূত করে অখণ্ড ভারত গঠনের চেষ্টা করুন।

[ভারত বিভক্তির জন্য মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দু নেতাদের হিংস্র মনোভাব এবং সশস্ত্র গুণ্ডা ও লুটেরাদের অত্যাচার ছিল মূলতঃ দায়ী। অন্য সময় ছাড়াও বিশেষ করে ১৯৪৬ সালে কলিকাতার রক্তাক্ত রায়টের ইতিহাস মুসলমানরা ভোলেনি। যে হিংস্রতা আজও চলছে অযোধ্যার বাবরী মসজিদ ধ্বংস ও গুজরাট দাঙ্গায় শত শত মুসলিমকে হত্যা ও নির্মূল করার মাধ্যমে। যেটাই হোক, ভারত বিভক্তির ৭৫ বছর পরে এসে শাসক বিজেপি দলের একজন রাজ্য মুখ্যমন্ত্রীর মাধ্যমে পুনরায় অখণ্ড ভারতের প্রস্তাব দেওয়া বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য হুমকি ব্যতীত কিছুই নয়। আমরা এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি (স.স.)]।

মুসলিম জাহান

১০ লাখ বই নিয়ে যাত্রা শুরু করল ইস্তাম্বুল মেদেনিয়েট বিশ্ববিদ্যালয় পাঠাগার

তুরস্কের ইস্তাম্বুল মেদেনিয়েট বিশ্ববিদ্যালয়। ২০১০ সালে এটির কার্যক্রম শুরু হয়। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়টির খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে এর চোখধাঁধানো বিশাল গ্রন্থাগারটির কারণে। ৩ হাযার আসন বিশিষ্ট এই লাইব্রেরীটিকে ১০ লাখ বই দ্বারা সমৃদ্ধ করা হয়েছে। ৭ তলা বিশিষ্ট ২৮ হাযার স্কয়ার ফিটের দৃষ্টিনন্দন গ্রন্থাগারের অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জায় মোহিত সকলে।

গ্রন্থাগারে রয়েছে লকারের সুবিধা। আছে গাড়ি পার্কিংয়ের ব্যবস্থা। রয়েছে মসজিদ ও কনফারেন্স হল। একা ও একসাথে কয়েকজনের পড়ার উপযোগী টেবিলের পাশাপাশি গ্রুপ স্টাডি ও অধ্যয়নকক্ষের সুবিধাও রয়েছে। রয়েছে পড়ার ফাঁকে বিশ্রাম নেয়ার সুযোগ। মানসিক দক্ষতা বাড়ানো যায় এমন পরিসরও থাকছে। আধুনিক সব সুযোগ-সুবিধাসংবলিত এই গ্রন্থাগার নির্মাণে প্রায় ৫০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। সম্প্রতি দেশটির প্রেসিডেন্ট এরদোগান গ্রন্থাগারটি উদ্বোধন করেন। এসময় তিনি বলেন, আমাদের পূর্বপুরুষেরা বলেছেন, অস্ত্রে জয় করা দেশকে কলম দিয়ে ধরে রাখতে হবে। তিনি বলেন, যে জাতি বই ও গ্রন্থাগারের সাথে যোগাযোগ ছিন্ন করে, তাদের টিকে থাকা অসম্ভব। জাতি হিসাবে আমরা যদি সভ্যতার প্রতি কোন অবদান রাখতে চাই, আমাদের সভ্যতাকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রতি যদি ভালোবাসা থাকে, গ্রন্থাগার ছাড়া আমরা তা করতে পারব না।

প্রেসিডেন্ট এরদোগান বলেন, অল্প সময়ের মধ্যে ৫৭ হাযারের বেশী বিদ্যালয়কে আমরা দেশের বিভিন্ন গ্রন্থাগারের আওতায় নিয়ে এসেছি। বই সংখ্যা তিন গুণ বাড়িয়ে সাত কোটিতে উন্নীত করেছি। এ বছরের শেষ নাগাদ এই সংখ্যা ১০ কোটিতে নিয়ে যেতে পারব বলে আশা করছি।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

বৃষ্টির পানিতে ক্ষতিকর রাসায়নিক!

বৃষ্টির পরিষ্কার পানি হ'ল 'বিশুদ্ধ ও পানযোগ্য' এমন ধারণা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। কিন্তু বিজ্ঞানীরা এখন বলছেন, বৃষ্টির পানি পান করা আর নিরাপদ নয়। সারা বিশ্বে দূষণ যে হারে বাড়ছে, তাতে বৃষ্টির পানিও এখন ভয়ানক দূষিত। সুইডেনের স্টকহোম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা তাদের গবেষণায় এ তথ্য জানিয়েছেন। গবেষণায় বলা হয়েছে, পৃথিবীর সব প্রান্তে বৃষ্টির পানিতে ক্ষতিকর পিএফএএস রাসায়নিক পাওয়া যাচ্ছে। আর এই রাসায়নিকের মাত্রা এমন মাত্রায় পাওয়া যাচ্ছে, যা আর পানের জন্য নিরাপদ নয়।

স্টকহোম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং এই গবেষণার প্রধান লেখক ইয়ান কাসিনস বলেন, 'আমরা গবেষণা করে যা তথ্য পেয়েছি, সে অনুযায়ী পৃথিবীতে এমন কোন অঞ্চল নেই যেখানে বৃষ্টির পানি পান করা নিরাপদ হ'তে পারে। তিনি জানান, ২০১০ সাল থেকে তার দল এই গবেষণা চালিয়ে আসছে এবং সেখান থেকে যে তথ্য পাওয়া গেছে তা যথেষ্ট আশঙ্কার।

বিজ্ঞানীরাদের মতে, পিএফএএস এতটাই ক্ষতিকর রাসায়নিক যে এটা শিশুদের রোগ প্রতিরোধব্যবস্থায় প্রভাব ফেলে। এতে টিকাও ঠিকঠাক কাজ করে না। এছাড়া নারীর গর্ভধারণ ক্ষমতা, শিশুর বেড়ে ওঠা ধীর হওয়া, স্থূলতা, কোলেস্টেরল বৃদ্ধি ও বিভিন্ন ক্যানসারের জন্যও দায়ী এই রাসায়নিক।

পরিবেশ দূষণের কারণে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে এই রাসায়নিক। পিএফএএস একবার পাকস্থলীতে প্রবেশ করলে সেটি আর শরীর থেকে বের হয় না। তাই বৃষ্টির পানি পান করা এখন পুরোপুরি অনিরাপদ।

[এজন্য যারা দায়ী, সেই শিল্পোন্নত দেশগুলি কি তাদের লোভের মাত্রা কমাবে? (স.স.)]।

বার্ষিক কর্মী সম্মেলন ২০২২
আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

জামা'আতবদ্ধভাবে দাওয়াতী ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ুন!

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

রাজশাহী, ২৫ ও ২৬ শে আগস্ট বৃহস্পতি ও শুক্রবার : অদ্য বৃহস্পতিবার সকাল ৯-টায় **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'**-এর উদ্যোগে রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়ায় দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রা.) জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত বার্ষিক কর্মী সম্মেলনে প্রদত্ত উদ্বোধনী ভাষণে সম্মেলনের সভাপতি ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** কর্মীদের প্রতি উপরোক্ত আহ্বান জানান।

তিনি সূরা ইউসুফের ১০৮ আয়াত উদ্ধৃত করে বলেন, মুসলিম উম্মাহ্র জন্য জামা'আতবদ্ধ জীবনযাপন অপরিহার্য। শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) একাকী দাওয়াত দেননি। তিনি শুধু কা'বা ঘরে বসে ইবাদত করলে কেউ তাঁর শত্রু হতো না। কিন্তু তিনি তা করেননি। বরং তিনি জাতির মুক্তির জন্য দাওয়াত ও জিহাদের ময়দানে গিয়েছেন। ওহোদের ময়দানে দান্দান মুবারক শহীদ হওয়ার পর তিনি বলেছিলেন, 'ঐ জাতি কিভাবে সফলকাম হবে, যারা তাদের নবীর মুখমণ্ডল আহত করেছে এবং তাঁর দাঁত ভেঙ্গে দিয়েছে। অথচ তিনি তাদেরকে আল্লাহ্র দিকে আহ্বান করছেন' *(মুসলিম হা/১৭৯১; মিশকাত হা/৫৮৪৯)*। আল্লাহ তা'আলা বিষয়টি পসন্দ করেননি। তাই সঙ্গে সঙ্গে আয়াত নাযিল হয়, 'আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন অথবা শাস্তি দিবেন, সে বিষয়ে তোমার কিছুই করার নেই। কেননা তারা হ'ল যালেম' *(আলে ইমরান ৩/১২৮)*। এতে বুঝা যায় যে, যালেমদের শাস্তি দানের বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র ইচ্ছাধীন। যখন চাইবেন তখন তিনি তাদের শাস্তি দিবেন। অথবা তিনি চাইলে তাদের ক্ষমা করে দিবেন। কিন্তু আমাদের দায়িত্ব আমাদের পালন করে যেতে হবে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ১৩ বার হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁকে রক্ষা করেছেন। অথচ ওহোদের ময়দানে তিনি তাঁকে রক্ষা করলেন না কেন? এর দ্বারা বুঝা যায় দাওয়াত ও জিহাদের মাধ্যমেই ইসলাম কায়েম হবে। শুধু ঘরে বসে দো'আর মাধ্যমে নয়। তবে স্মরণ রাখতে হবে যে, জিহাদ হবে শুধু আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য। দুনিয়া অর্জনের জন্য নয়। আরেকটি বিষয় আমাদের জন্য অপরিহার্য তা হ'ল শিরক হ'তে মুক্ত থাকা। কেননা শিরকযুক্ত ইবাদত আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না।

তিনি বলেন, আমরা দেখেছি, ছহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিমের দারস দেওয়া আহলেহাদীছ শিক্ষকরাও চল্লিশা ও কুলখানীসহ বিভিন্ন বিদ'আতী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকতেন। আমাদের দাওয়াত ও সাংগঠনিক তৎপরতায় যা এখন প্রায় শূন্যের কোঠায়। তাই আপনাদেরকে দাওয়াতী ময়দানে সর্বদা সক্রিয় থাকতে হবে।

তাই আসুন! আমরা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে জামা'আতবদ্ধভাবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দাওয়াত নিয়ে সমাজ সংস্কারের লক্ষ্যে দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাই।

১ম দিন সকাল ৯-টায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর হিফয ও মক্তব বিভাগের প্রধান হাফেয লুৎফর রহমানের অর্থ সহ কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সম্মেলন শুরু হয়। এরপর আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠীর সদস্য মুহাম্মাদ রাক্বীবুল ইসলাম (মেহেরপুর) জাগরণী পরিবেশন করে। অতঃপর স্বাগত ভাষণ পেশ করেন সম্মেলনের আহ্বায়ক 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম (মেহেরপুর)।

অতঃপর আমীরে জামা'আতের উদ্বোধনী ভাষণের পর বিষয়ভিত্তিক বক্তব্য শুরু হয়। প্রথমে 'আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার শর্তাবলী' বিষয়ে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা দুরুল হুদা (রাজশাহী)। এরপর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন?' বইয়ের বিভিন্ন অধ্যায়ের উপর ২ ঘণ্টাব্যাপী তিন সেশনে 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদকগণ ও অন্যান্য দায়িত্বশীলদের নেতৃত্বে অন্যূন ১০ জনের এক একটি গ্রুপে সামষ্টিক পাঠ অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি গ্রুপে ১ম ও ২য় এবং শেষে সব গ্রুপের ১ম ও ২য়দের নিয়ে মৌখিক নির্বাচনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান নির্ধারণ করা হয়। যা পরিচালনা করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন (সাতক্ষীরা) ও শূরা সদস্য কাযী হারূণুর রশীদ (সাতক্ষীরা)।

অতঃপর বাদ আছর 'সমকালীন ফেৎনাসমূহ প্রতিরোধে আমাদের ভূমিকা' বিষয়ে বক্তব্য পেশ করেন মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল (পাবনা), 'আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রচার ও প্রসারে প্রবাসী সংগঠন সমূহের ভূমিকা' বিষয়ে সিঙ্গাপুর শাখা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা মু'আয্যম হোসাইন (বগুড়া) ও 'অঙ্গ সংগঠনসমূহের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধিতে 'আন্দোলন'-এর ভূমিকা' বিষয়ে কেন্দ্রীয় যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার (কুষ্টিয়া)।

তারপর সংগঠনের উন্নতি ও অগ্রগতি বিষয়ে যেলা সভাপতি ও প্রতিনিধিগণের মধ্য হ'তে পরামর্শমূলক বক্তব্য পেশ করেন কিশোরগঞ্জ যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি প্রফেসর এস. এম নূরুল ইসলাম, পিরোজপুর যেলার সভাপতি মুহাম্মাদ মাহবূব আলম, নারায়ণগঞ্জ যেলার সভাপতি মাওলানা শফীকুল ইসলাম, পাবনা যেলার সভাপতি মাওলানা সোহরাব আলী, মানিকগঞ্জ যেলার সাধারণ সম্পাদক শেখ মুহাম্মাদ শামীম, ঢাকা-দক্ষিণ যেলার সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আযীমুদ্দীন, মুহাম্মাদ ইয়াসীন (নেত্রকোনা), আমীনুল ইসলাম (মাদারীপুর) প্রমুখ।

অতঃপর বাদ মাগরিব 'বর্তমান দাওয়াতী প্রেক্ষাপট ও আমাদের ভূমিকা' বিষয়ে বক্তব্য পেশ করেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব (মারকায), 'ইক্বামতে দ্বীন : ভ্রান্তি নিরসন' বিষয়ে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়ার শিক্ষক মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম (রাজশাহী), 'শাখা গঠন ও কর্মী তৈরীর ধাপ সমূহ' বিষয়ে 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীকের সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম (মারকায) ও 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত বই সমূহের বৈশিষ্ট্য এবং তা পাঠের ও বিতরণের গুরুত্ব' বিষয়ে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়ার ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল ড. নূরুল ইসলাম (মারকায)। অতঃপর বাদ এশা 'দাঈ ইলাল্লাহ্র বৈশিষ্ট্য ও করণীয়' বিষয়ে বক্তব্য পেশ করেন ঢাকা-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ (কুমিল্লা)।

২য় দিন শুক্রবার বাদ ফজর সূরা ছফ-এর ১০-১১ আয়াতের উপর মারকাযের পশ্চিম পার্শ্বস্থ জামে মসজিদে দরসে কুরআন পেশ করেন কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম (মারকায) এবং পূর্ব পার্শ্বস্থ মসজিদে মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম (শিক্ষক, মারকায)।

দরসের পর ১০ মিনিট বিরতি দিয়ে বিষয়ভিত্তিক বক্তব্য শুরু হয়। (১) 'ইহতিসাব : কেন রাখব, কিভাবে রাখব?' বিষয়ে বক্তব্য পেশ

করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম (যশোর), (২) 'সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠকের পদ্ধতি' বিষয়ে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ মাওলানা আলতাফ হোসাইন (সাতক্ষীরা), (৩) 'সংগঠনের গতিশীলতা বৃদ্ধিতে করণীয়' বিষয়ে খুলনা যেলা সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম (৪) 'কথা ও কাজে সততা ও আমানতদারিতার গুরুত্ব' বিষয়ে কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম (মেহেরপুর), (৫) 'নিয়মিত সাংগঠনিক সফর পরিকল্পনা ও তা বাস্তবায়নের গুরুত্ব' বিষয়ে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়ার ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল ড. নূরুল ইসলাম (মারকায), (৬) 'জঙ্গীবাদ, চরমপন্থা ও অন্যান্য বাতিল মতবাদ (আহলে কুরআন, কাদিয়ানী)-এর বিরুদ্ধে আন্দোলন -এর ভূমিকা' বিষয়ে জামালপুর-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার সাধারণ সম্পাদক ক্বামারুযযামান বিন আব্দুল বারী (৭) 'জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের গুরুত্ব' বিষয়ে হাফেয আব্দুল মতীন (শিক্ষক, মারকায)।

নাশতার বিরতির পর (৮) 'আদর্শ সন্তান প্রতিপালনে অভিভাবকদের করণীয়' বিষয়ে বক্তব্য পেশ করেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম (মারকায), (৯) 'আল-'আওন-এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা' বিষয়ে 'আল-'আওন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির (মারকায) ও (১০) 'কর্মীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য' বিষয়ে 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন (মারকায) প্রমুখ। অতঃপর ২০২২-২৩ বছরের বার্ষিক পরিকল্পনা পেশ করেন কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম (যশোর)। এরপর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক জালালুদ্দীন (নরসিংদী) কর্মী সম্মেলনের পক্ষ থেকে সরকারের নিকট ১৩ দফা প্রস্তাবনা পেশ করেন। যা সমস্বরে গৃহীত হয়। এরপর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন?' বইয়ের উপর গ্রুপ ভিত্তিক সামষ্টিক পাঠের ফলাফল ঘোষণা করেন কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন। এতে প্রথম স্থান অধিকার করেন হাফেয মুহাম্মাদ গোলাম রহমান (সাতক্ষীরা), দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন মুহাম্মাদ আশরাফুল আলম (লালমণিরহাট) ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেন হাফেয মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান (কুমিল্লা)। তাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত। অতঃপর 'যুবসংঘ'-এর ২০২২-২৪ সেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি হিসাবে মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম (শিক্ষক, মারকায)-এর বায়'আত গ্রহণ করেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত। অতঃপর বায়'আত গ্রহণ করেন, সদ্যগঠিত 'আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরাম'-এর সহ-সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার ড. মুহাম্মাদ আলী নাঈম (সহকারী অধ্যাপক, বুয়েট), ইঞ্জিনিয়ার মহিবুল হোসাইন (ঢাকা), ডা. যুবায়ের হোসাইন (রামেক), শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক শরীফুল ইসলাম (ঢাকা)। অতঃপর সবাইকে ধন্যবাদ দেন কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল।

শূরা সম্মেলন : সম্মেলনের ২য় দিন শুক্রবার সকাল ৭-টা থেকে ৮.৩০টা পর্যন্ত ২০২১-২০২৩ সেশনের তৃতীয় শূরা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সকল সদস্য উপস্থিত ছিলেন ৩ জন ব্যতীত। তারা হ'লেন, ২০২১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর মঙ্গলবার মৃত্যুবরণকারী 'যুব বিষয়ক সম্পাদক' অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম (রাজশাহী), অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী জনাব গোলাম মুক্তাদির (খুলনা) ও আলহাজ্জ আব্দুর রহমান (সাতক্ষীরা)। তাদের জন্য বিশেষভাবে দো'আ করা হয়। সম্মেলনে ২০২২-২০২৩-এর বার্ষিক পরিকল্পনা ও বাজেট অনুমোদিত হয়। এছাড়া প্রস্তাবিত দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃহত্তর ক্যাম্পাস ও তাবলীগী ইজতেমা ময়দানের জন্য জমি ক্রয়ের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য সম্মেলন : সম্মেলনের ২য় দিন শুক্রবার সকাল ৯-টা থেকে ১১-টা পর্যন্ত আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর শিক্ষক মিলনায়তনে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের সভাপতিত্বে ও কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম-এর পরিচালনায় 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য মাওলানা দুর্রুল হুদা (রাজশাহী) কর্তৃক অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াতের পর সেক্রেটারী জেনারেল উদ্বোধনী ভাষণ দেন। অতঃপর ইতিপূর্বে মজলিসে শূরা কর্তৃক অনুমোদিত ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক অডিট রিপোর্ট পেশ করেন কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম (কুষ্টিয়া)। এরপর ২০২২-২৩ বর্ষের বার্ষিক বাজেট ও পরিকল্পনা পেশ করেন কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম (যশোর)।

অতঃপর সংগঠনের অগ্রগতি সম্পর্কে পরামর্শমূলক বক্তব্য আহ্বান করা হয়। যেখানে একে একে পরামর্শ পেশ করেন রাজশাহী সদর সাংগঠনিক যেলার উপদেষ্টা এ্যাডভোকেট জারজিস আহমাদ, সাতক্ষীরা যেলা সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, পিরোজপুর যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ মাহবূব আলম, গাযীপুর যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান, কুমিল্লা যেলা সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ, জয়পুরহাট যেলার সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল মুন'ইম, খুলনা যেলার প্রশিক্ষণ সম্পাদক শেখ আব্দুল কুদ্দূস ও নওগাঁ যেলার প্রতিনিধি মামূনুর রশীদ প্রমুখ। এ সময় লিখিত পরামর্শ পেশ করেন, কুমিল্লা যেলার সাধারণ সম্পাদক মাওলানা জামীলুর রহমান, নওগাঁ যেলার সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আফযাল হোসাইন, নওগাঁ যেলা প্রতিনিধি তাওফীকুল ইসলাম ও জামালপুর-দক্ষিণ যেলা সভাপতি অধ্যাপক বযলুর রহমান। সবশেষে কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ে হেদায়াতী ভাষণ পেশ করেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত।

সম্মেলনের অন্যান্য রিপোর্ট : দু'দিন ব্যাপী কর্মী সম্মেলনের বিভিন্ন অধিবেশনে অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াত করেন, হাফেয লুৎফর রহমান (মারকায), হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির (মারকায), হাফেয রবীউল ইসলাম (মারকায), হাফেয আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ (সভাপতি, ঢাকা-দক্ষিণ যেলা যুবসংঘ)। ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠীর সদস্য মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান (জয়পুরহাট), রাক্বীবুল ইসলাম (মেহেরপুর) ও কেরামত আলী (পাবনা) প্রমুখ।

সম্মেলনের বিভিন্ন অধিবেশনে পরিচালক ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আলতাফ হোসাইন, যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার, দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, শূরা সদস্য কাযী হারূণুর রশীদ ও মুহাম্মাদ তরীকুয্যামান। সম্মেলনে ৬৪টি সাংগঠনিক যেলা থেকে ১৭৭০ জন বাছাইকৃত কর্মী উপস্থিত হন। ট্রেন ও অন্যান্য বাহন ছাড়াও সাতক্ষীরা যেলা থেকে রিজার্ভ বাস ৩টি, কুমিল্লা, মেহেরপুর, যশোর, বগুড়া থেকে ১টি করে মোট ৪টি সর্বমোট ৭টি বাস; চাঁপাই নবাবগঞ্জ-দক্ষিণ থেকে ১টি ও জয়পুরহাট থেকে ১টি মোট ২টি মাইক্রোবাস এবং নরসিংদী থেকে ২টি প্রাইভেট কার নিয়ে কর্মীরা আসেন।

আহলেহাদীছ যুবসংঘের কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য সম্মেলন :

মারকাযের পূর্ব পার্শ্বস্থ শিক্ষক মিলনায়তনে বৃহস্পতিবার বাদ মাগরিব থেকে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। প্রধান অতিথি ছিলেন **মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম ও যুব বিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার। সম্মেলনের শেষ দিকে মাননীয় প্রধান অতিথি কাউন্সিল

সদস্যদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত হেদায়াতী ভাষণ দেন।

জুম'আর খুৎবা : খুৎবায় মুহতারাম আমীরে জামা'আত সূরা শূরার ১৩ আয়াত উদ্ধৃত করে বলেন, মক্কার নেতারা আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা হিসাবে বিশ্বাস করত। তারা আখেরাত ও ক্বিয়ামতে বিশ্বাসী ছিল। তাহ'লে কোন্ সে কারণ ছিল যেজন্য তারা 'মুশরিক' বলে অভিহিত হ'ল? তাদের রক্ত হালাল বলে সাব্যস্ত হ'ল? এর একটাই মাত্র জওয়াব এই যে, তারা আল্লাহকে 'খালেক্ব' ও 'রব' হিসাবে মেনে নিলেও তাঁর নাযিলকৃত হালাল-হারাম ও অন্যান্য বৈষয়িক বিধি-বিধান সমূহ মানেনি। এমনকি রাসূল (ছাঃ)-কে 'হক' জেনেও অহংকার বশে তারা তাঁকে অস্বীকার করে। বরং সহিংস বিরোধিতায় লিপ্ত হয়।

তিনি বলেন, 'ইক্বামতে দ্বীন' অর্থ 'ইক্বামতে তাওহীদ' তথা তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করা। যা নূহ (আঃ) থেকে মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত সকল নবীর দাওয়াত ছিল। ছাহাবায়ে কেরামের যুগ হ'তে আধুনিক যুগের সেরা মুফাসসিরগণের তাফসীর সেটাই। আমরাও সেই ব্যাখ্যা পেশ করেছি। কিন্তু বর্তমান যুগের কোন কোন রাজনৈতিক মুফাসসির এই আয়াতটির ভিন্নরূপ ব্যাখ্যা দিয়ে 'ইক্বামতে দ্বীন' অর্থ 'ইক্বামতে হুকূমত' তথা 'রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা' বলেছেন। তাদের মতে, ইক্বামতে দ্বীনের অর্থই হ'ল ইসলামী হুকূমত কায়েম করা ও এজন্য রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়া এবং এর বাইরে সবকিছুই হ'ল 'খিদমতে দ্বীন'। তাঁরা বলেন, 'দ্বীন আসলে হুকূমতের নাম। শরী'আত হ'ল ঐ হুকূমতের কানূন। আর ইবাদত হ'ল ঐ আইন ও বিধানের আনুগত্য করার নাম'। অর্থাৎ নূহ (আঃ) থেকে মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত সকল নবী প্রেরিত হয়েছিলেন 'ইসলামী রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠা করার জন্য। আর তাঁদের দৃষ্টিতে হুকূমত প্রতিষ্ঠাই হ'ল সবচেয়ে 'বড় ইবাদত'। যেমন তাঁরা বলেন,'উক্ত ইবাদতের তাৎপর্য যার সম্বন্ধে লোকেরা বুঝে রেখেছে যে, ওটা স্রেফ নামায-রোযা ও তাসবীহ-তাহলীলের নাম, দুনিয়াবী বিষয়ের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। অথচ প্রকৃত কথা এই যে, ছওম ও ছালাত, হজ্জ ও যাকাত, যিকর ও তাসবীহ মানুষকে উক্ত 'বড় ইবাদত' অর্থাৎ ('ইসলামী হুকূমত') প্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তুতকারী 'ট্রেনিং কোর্স' মাত্র'।

মূলতঃ ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন থেকে মুসলমানদের দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় ঐসময় তিনটি আন্দোলন গতি লাভ করে। সেগুলি হ'ল ১৯০৮ সালে পাঞ্জাবের ভণ্ডনবী গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর আন্দোলন, ১৯২১ সালে তাবলীগ জামাত ও ১৯৪১ সালে জামায়াতে ইসলামী। এগুলো থেকে আমাদের কর্মীদের সাবধান থাকা আবশ্যক। তিনি বলেন, দ্বীনের প্রসারের জন্য দাওয়াত অপরিহার্য। সেইসাথে দ্বীন কায়েমের জন্য সংগঠন অপরিহার্য। কিন্তু দ্বীনের বিজয় সাধন আল্লাহ্র ইচ্ছাধীন। অতএব দুনিয়া ও আখেরাতে সফলতার জন্য আমাদের জাগ্রত জ্ঞান সহকারে আল্লাহ্র পথে দাওয়াত দান ও জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন করা অবশ্য কর্তব্য।

আল-'আওন-এর ক্যাম্পিং ও ব্লাড গ্রুপিং :

সম্মেলন উপলক্ষ্যে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স-এর আবাসিক ভবনের মেইন গেটের উত্তর পার্শ্বস্থ ৪নং স্টলে 'আন্দোলন'-এর অঙ্গসংগঠন স্বেচ্ছাসেবী নিরাপদ রক্তদান সংস্থা আল-'আওন-এর ক্যাম্পিং অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ক্যাম্পিংয়ে উপস্থিত ছিলেন আল-'আওন-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক আব্দুল্লাহ নাবীল, দফতর সম্পাদক শরীফুল ইসলাম, মারকায এলাকা সভাপতি আশিকুয্যামান, অর্থ সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম প্রমুখ। উক্ত ক্যাম্পিংয়ে মোট ২৯ জনের ব্লাড গ্রুপিং করা হয় এবং ১৩ জন ডোনর বা রক্তদাতা সদস্য তালিকাভুক্ত হন। এ সময় আল-'আওনের শ্লোগান সম্বলিত ফেস্টুন সমূহ প্রদর্শন করা হয়।

যুবসংঘ

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় কমিটি পুনর্গঠন

রাজশাহী ২৫শে আগস্ট বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর অফিস কক্ষে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার প্রমুখ। সম্মেলনে কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যদের পরামর্শক্রমে 'যুবসংঘ'-এর ২০২২-২০২৪ সেশনের সভাপতি হিসাবে মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলামকে মনোনীত করা হয়। পরদিন জুম'আর খুৎবার পূর্ব মুহূর্তে 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় কর্মী সম্মেলনে 'যুবসংঘ'-এর নবমনোনীত কমিটির বায়'আত গ্রহণ করেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**।

২০২২-২০২৪ সেশনের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের তালিকা

পদবী	নাম	সাংগঠনিক মান	শিক্ষাগত যোগ্যতা
সভাপতি	মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম	কে.কা. সদস্য	লিসান্স, মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়
সহ-সভাপতি	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ	কে.কা. সদস্য	এম.এ
সাধারণ সম্পাদক	মুহাম্মাদ আবুল কালাম	কে.কা. সদস্য	কামিল
সাংগঠনিক সম্পাদক	ইহসান ইলাহী যহীর	কে.কা. সদস্য	কামিল, এম.এ
অর্থ সম্পাদক	মিনারুল ইসলাম	কে.কা. সদস্য	দাওরায়ে হাদীছ, এম.এ
প্রচার সম্পাদক	আহমাদুল্লাহ	কে.কা. সদস্য	এম.এ
প্রশিক্ষণ সম্পাদক	আব্দুন নূর	কে.কা. সদস্য	এম.এ
ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক	আসাদুল্লাহ আল-গালিব	কে.কা. সদস্য	দাওরায়ে হাদীছ, এম.এ
তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক	মুহাম্মাদ মুজাহিদুর রহমান	কে.কা. সদস্য	কামিল
সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক	মুহাম্মাদ আজমাল	কে.কা. সদস্য	এম.এ
সমাজকল্যাণ সম্পাদক	ফয়ছাল মাহমূদ	কে.কা. সদস্য	দাওরায়ে হাদীছ, কামিল
দফতর সম্পাদক	মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ	কে.কা. সদস্য	এম.এ

বিভাগীয় যুব সম্মেলন

বরিশাল ১৯শে আগস্ট শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' বরিশাল বিভাগের উদ্যোগে শহরের প্রাণকেন্দ্র বরিশাল মহিলা ক্লাবের এস. শারফুদ্দীন আহমাদ মিলনায়তনে এক বিভাগীয় যুব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বরিশাল-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন' সভাপতি মাওলানা ইব্রাহীম কাওছার সালাফীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক, 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ও মাসিক আত-তাহরীকের সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ও হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল ড. নূরুল ইসলাম এবং নওদাপাড়া মারকাযের শিক্ষক মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম। সম্মেলনের আহ্বায়ক ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ মুহাম্মাদ রাক্বীবুল ইসলাম (মেহেরপুর)।

যেলা কমিটি পুনর্গঠন

১. বিরামপুর, দিনাজপুর ১লা সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার বিরামপুর থানাধীন কলেজপাড়া দারুস সালাম সালাফিইয়াহ মাদ্রাসা সংলগ্ন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি এ. এইচ. এম রায়হানুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীকের সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ও হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব এবং 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়ার শিক্ষক মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন' এর সাধারণ সম্পাদক যাকির হোসাইন, বিরামপুর উপযেলা 'আন্দোলন'-সভাপতি মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান, সহ-সভাপতি সাইফুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কাদের, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবু তাহের প্রমুখ। সভাশেষে মুহাম্মাদ সাইফুর রহমানকে সভাপতি ও আব্দুল কাদেরকে সাধারণ সম্পাদক করে যেলা 'যুবসংঘে'র কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

২. রংপুর ১লা সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ যোহর হতে যেলার সদর থানাধীন শেখ জামালুদ্দীন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুছতফা সালাফীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব এবং 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন বদরগঞ্জ উপযেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি সাদ্দাম হোসাইন। সভাশেষে মুহাম্মাদ মতীউর রহমানকে সভাপতি ও মুফীযুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে যেলা 'যুবসংঘে'র কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

পরদিন শুক্রবার বাদ ফজর কেন্দ্রীয় মেহমান ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম যেলার পীরগঞ্জ থানাধীন জলাইডাঙ্গা পূর্বপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে মহিলা সমাবেশে বক্তব্য প্রদান করেন এবং উক্ত মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন। এছাড়া কেন্দ্রীয় মেহমান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব লালমণিরহাট যেলার সদর থানাধীন সেলিমনগর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন এবং মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম অত্র মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন।

আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরাম

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরাম' গঠন

রাজশাহী ২৬শে আগস্ট শুক্রবার : অদ্য জুম'আর ছালাতের পূর্বে বেলা ১২-টায় পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দাওয়াত পেশাজীবীদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষে **'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরাম'** গঠন করা হয় এবং এর তিন বছর মেয়াদী কেন্দ্রীয় কমিটি ঘোষণা করা হয়। জুম'আর খুৎবার পূর্ব মুহূর্তে নবমনোনীত কমিটির নাম ঘোষণা করেন এবং উপস্থিত সদস্যদের বায়'আত গ্রহণ করেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**।

২০২২-২০২৫ সেশনের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের তালিকা

পদবী	নাম	পেশা	যেলা
সভাপতি	ডা. শওকত হাসান	ডি-কার্ড (কোর্স) ইনচার্জ, ফেনী কার্ডিয়াক সেন্টার	রাজশাহী
সহ-সভাপতি	ইঞ্জি. ড. মুহাম্মাদ আলী নাঈম	সহকারী অধ্যাপক, সিএসই, বুয়েট	নাটোর
সাধারণ সম্পাদক	ডা. ছাবিত বিন হান্নান	বিসিএস, এমডি (কোর্স), সিসিএম, বারডেম, ঢাকা।	কুষ্টিয়া
সহ-সাধারণ সম্পাদক	ইঞ্জি. মুহাম্মাদ মহিবুল হোসাইন	বিএসসি, বুয়েট। কন্সালট্যান্ট, ঢাকা ডিজাইনার	কুমিল্লা
সাংগঠনিক সম্পাদক	ইঞ্জি. তারিক আহমাদ	বিএসসি, বুয়েট। ইঞ্জিনিয়ার, বসুন্ধরা তেল ও গ্যাস কোম্পানী	নাটোর
প্রশিক্ষণ সম্পাদক	ইঞ্জিনিয়ার আহমাদ শাফী	সিনিয়র লেকচারার, স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটি, ঢাকা	কুষ্টিয়া
অর্থ সম্পাদক	ডা. যুবায়ের ইসলাম	এমডি (কোর্স), অনকোলজী, রামেক	চাঁপাই নবাবগঞ্জ
সমাজকল্যাণ সম্পাদক	ডা. যাকারিয়া বিন আব্দুল হামীদ	বিসিএস, এমএস (অর্থপেডিক) হাড়জোড়া বিশেষজ্ঞ, নিটোর, ঢাকা	সিরাজগঞ্জ
শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক	শরীফুল আলম	ব্যবস্থাপক, ইস্টার লিংক ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড	রাজশাহী
পাঠাগার ও প্রকাশনা সম্পাদক	মনছূর আলম	ব্যবসা	ঢাকা
দফতর সম্পাদক	আরীফুর রহমান	প্রিন্সিপাল, উইনস্টন স্কুল, ঢাকা	সিরাজগঞ্জ

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/১) : হাতে মেহেদী দেওয়ার কারণে মহিলাদের হাত মোযা ব্যবহার করা আবশ্যক কি?

-তাহমিনা তামান্না, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : নারীদের হাতে মেহেদী ব্যবহারে বাধা নেই *(আবূদাউদ হা/৪১৬৬)*। তবে প্রচলিত নকশাদার মেহেদী ব্যবহারকারী নারী বাইরে গেলে ফেৎনার আশংকা রয়েছে। অতএব তার জন্য হাতে হাত মোযা ব্যবহার করাই কর্তব্য *(তাফসীরে ইবনু কাছীর সূরা নূর ৩১ আয়াতের ব্যাখ্যা ৬/৪২; বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ-দারব ১৭/২৭২; উছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ-দারব ৭/২)*।

প্রশ্ন (২/২) : প্রথম স্বামী মারা যাওয়ার পর দ্বিতীয় বিয়ে করে উভয় স্বামী যদি জান্নাতীয়, তাহ'লে আমি কোন স্বামীকে পাব?

-পারভীন আখতার, গাবতলী, বগুড়া।

উত্তর : কোন জান্নাতী ব্যক্তির একাধিক স্ত্রী জান্নাতী হ'লে সবাই উক্ত স্বামীর সাথে জান্নাতে থাকবে। পক্ষান্তরে একাধিক জান্নাতী স্বামীর অধিকারী জান্নাতী মহিলা তার সর্বশেষ স্বামীর সাথে জান্নাতে অবস্থান করবে। আবুদ্দারদা (রাঃ)-এর মৃত্যুর পর তাঁর বিধবা স্ত্রী উম্মে দারদাকে মু'আবিয়া (রাঃ)-এর সাথে বিবাহের প্রস্তাব করা হ'লে তিনি বলেন, আমি অন্য কোথাও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে রাযী নই। কারণ আবুদ্দারদা (রাঃ) বলেছেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, মহিলাগণ তাদের শেষ স্বামীর সাথে থাকবে। অতএব আমি আমার স্বামী আবুদ্দারদার পরিবর্তে কাউকে চাই না। একই ধরনের বক্তব্য এসেছে আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) হ'তে। অনুরূপভাবে হুযায়ফা (রাঃ) স্বীয় স্ত্রীকে বলেন, যদি তুমি আমার সাথে জান্নাতে থাকতে চাও, তাহ'লে আমার পরে অন্যত্র বিবাহ করো না *(ত্বাবারাণী আওসাত্ব হা/৩১৩০; বায়হাক্বী হা/১৩৪২১; ছাহীহাহ হা/১২৮১)*।

প্রশ্ন (৩/৩) : জনৈক বক্তা বলেন, মৃত ব্যক্তির নামে দান করলে মৃতের উপকার হবে না। কারণ মৃত্যুর পর নেকীর পথ বন্ধ হয়ে যায়। উক্ত বক্তব্যের সত্যতা জানতে চাই।

-জাহানারা বিলকীস, মিরপুর, ঢাকা।

উত্তর : উক্ত বক্তব্য ভিত্তিহীন। কারণ মৃত্যুর পরে তার আমল বন্ধ হয়ে গেলেও তার জন্য কিছু নেক আমল আছে, যেগুলির ছওয়াব মাইয়েত পেতে থাকেন। জনৈকা মহিলা বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার মা হঠাৎ মারা গেছেন। তিনি এভাবে মারা না গেলে ছাদাক্বা ও দান করে যেতেন। এখন আমি যদি তার পক্ষ থেকে ছাদাক্বা করি, তবে তিনি কি এর ছওয়াব পাবেন? নবী করীম (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ, তুমি তার পক্ষ থেকে ছাদাক্বা কর' *(বুখারী হা/১৩৮৮; মিশকাত হা/১৯৫০)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, সা'দ ইবনু ওবাদাহ (রাঃ)-এর মা মারা গেলে তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার মা আমার অনুপস্থিতিতে মারা যান। আমি যদি তাঁর পক্ষ থেকে কিছু ছাদাক্বা করি, তাহ'লে কি তাঁর কোন উপকারে আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। সা'দ (রাঃ) বললেন, তাহ'লে আমি আপনাকে সাক্ষী করছি আমার মিখরাফ নামক বাগানটি তাঁর জন্য ছাদাক্বা করলাম' *(বুখারী হা/২৭৫৬, ২৭৬২; আহমাদ হা/৩০৮০)*।

অন্য বর্ণনায় এসেছে, সা'দ বিন ওবাদাহ (রাঃ) বললেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! 'উম্মে সা'দ (আমার মা) মারা গেছেন। অতএব তার জন্য কোন ছাদাক্বা সবচেয়ে উত্তম হবে? তিনি বললেন, পানি পান করানো। বর্ণনাকারী বলেন, সা'দ (রাঃ) একটি কুয়া খনন করে বললেন, এটি সা'দের মায়ের জন্য ছাদাক্বা *(আবুদাউদ হা/১৬৮১; নাসাঈ হা/৩৬৬৪; মিশকাত হা/১৯১২)*। অতএব মৃত্যুর পরে তার নিজস্ব ছাদাক্বার আমল বন্ধ হয়ে গেলেও তার পক্ষ থেকে কৃত ছাদাক্বার ছওয়াব পেয়ে যাবে। এছাড়া অন্যেরা দো'আ করলেও তিনি পাবেন। আর সেজন্যই জানাযায় মাইয়েতের জন্য দো'আ করা হয় *(আহমাদ হা/১০৬১৮; মিশকাত হা/২৩৪৫)*।

প্রশ্ন (৪/৪) : কোন কোন মসজিদে মাগরিবের আযানের পর ইমাম ছাহেবগণ ছোট ছোট হাদীছ বর্ণনা করেন। এসময় নিয়মিতভাবে এরূপ করা যাবে কি?

-গিয়াছুদ্দীন, ইবরাহীমপুর, ঢাকা।

উত্তর : মাগরিবের আযানের পর ছালাতের পূর্বে এরূপ আমল নিয়মিত করা যাবে না। কেননা রাসূল (ছাঃ) মাগরিবের আযানের পর ও ফরয ছালাতের পূর্বে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতে উৎসাহ দিতেন। রাসূল (ছাঃ) একদিন তিনবার নির্দেশনা দিয়ে বলেন, 'তোমরা মাগরিবের পূর্বে দু'রাক'আত ছালাত আদায় কর। তবে যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১১৬৫; ছহীহাহ হা/২৩২-এর আলোচনা)*। আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে মাগরিবের ছালাতের পূর্বে সূর্য ডোবার পর দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতাম। তাঁকে বলা হ'ল, তিনি কি সেই দুই রাক'আত পড়তেন? আনাস (রাঃ) বলেন, তিনি আমাদেরকে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতে দেখতেন, তিনি আদেশ করতেন না, নিষেধও করতেন না *(মুসলিম হা/৩০৩)*।

আনাস (রাঃ) আরো বলেন, আমরা মদীনায় ছিলাম। মুওয়াযযিন মাগরিবের ছালাতের আযান দিলে তারা তাড়াহুড়া করে স্তম্ভের নিকট গিয়ে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতেন। এমনকি কোন আগন্তুক মসজিদে প্রবেশ করলে অধিক সংখ্যক ছালাত আদায়কারীর কারণে তার মনে হ'ত যে, (ফরয) ছালাত শেষ হয়ে গেছে *(মুসলিম হা/৮৩৭; মিশকাত হা/১১৮০)*। নির্দেশটি তিনবার বলার মধ্যেই উক্ত নফল ছালাতের গুরুত্ব বুঝা যায়। অতএব এসময় হাদীছ পাঠ বা অন্য কোন আলোচনার পরিবর্তে সুযোগ ও সাধ্যমত নফল দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবে।

প্রশ্ন (৫/৫) : জনৈক আলেম বলেন, 'জামা'আতে ছালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে মসজিদে গমনকারী ব্যক্তি মারা গেলে সে জান্নাতী'-উক্ত বক্তব্যের সত্যতা জানতে চাই।

-মা'ছূম বিল্লাহ, গাযীপুর, ঢাকা।

উত্তর : উক্ত বক্তব্য সঠিক। কারণ এ সময় মুছল্লী আল্লাহ্র যিম্মায় থাকে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ছয়টি এমন আমল রয়েছে, কোন মুসলমান যদি তার একটির উপরও আমলরত অবস্থায় মারা যায়, তবে আল্লাহ তার জান্নাতে প্রবেশ করানোর জন্য যিম্মাদার হবেন- (১) যে ব্যক্তি মুজাহিদ হিসাবে বাড়ি থেকে বের হয় এবং ঐ অবস্থাতেই মারা যায় (২) যে ব্যক্তি কোন জানাযায় অংশগ্রহণ করে এবং ঐ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে (৩) যে ব্যক্তি কোন রোগীর সেবা বা তাকে দেখতে যাওয়া অবস্থায় মারা যায় (৪) যে ভালভাবে ওযূ করে ছালাত আদায়ের জন্য মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হয় এবং মারা যায় (৫) যে ইমাম বা শাসকের নিকট কেবল তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার জন্য বের হয়ে মৃত্যুবরণ করে (৬) যে ব্যক্তি নিজ গৃহে অবস্থান করে, কোন মুসলমানের নিন্দা করে না, তাদের প্রতি ক্রোধ প্রদর্শন করে না, প্রতিশোধও নেয় না। উক্ত ৬টি অবস্থায় মৃত্যুবরণকারীকে আল্লাহ জান্নাতে প্রবেশ করানোর যিম্মাদার হবেন' *(ত্বাবারাণী আওসাত্ব হা/৩৮২২; ছহীহাহ হা/৩৩৮৪; ছহীহুত তারগীব হা/২৭৩৯)*।

প্রশ্ন (৬/৬) : আমাদের এলাকায় মুসলমানরা পাঠা লালন-পালন করে, যা মূলতঃ হিন্দুদের পূজার সময় বলী দেওয়া হয়। এরূপ কাজে সহযোগিতার উদ্দেশ্যে পাঠা পালন করা জায়েয হবে কি?

-শাহজালাল ওয়াসিত্ব, কর্ণফুলী, চট্টগ্রাম।

উত্তর : জেনেশুনে পূজার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার জন্য কোন কিছু বিক্রয় করা বা দান করা যাবে না। কারণ এটি অন্যায় কাজে সহায়তা করার শামিল। আর আল্লাহ বলেন, 'নেকী ও তাক্বওয়ার কাজে তোমরা পরস্পরকে সাহায্য কর এবং গোনাহ ও সীমালংঘনের কাজে সহযোগিতা কর না' *(মায়েদাহ ৫/২)*। শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, 'যা বিক্রয় করা হয়, তা দিয়ে যদি হারাম কাজে সহায়তা করা হয় তাহ'লে তা নাজায়েয' *(মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২৯/২৭৫)*। ইবনু হাজার হায়তামী বলেন, 'প্রতিটা পণ্য যে সম্পর্কে বিক্রেতা জানে যে, সেগুলো ক্রেতা হারাম বা অবাধ্যতার কাজে ব্যবহার করবে, তাহ'লে তা বিক্রয় করা হারাম' *(আল-ফাতাওয়াল কুবরা ২/২৭০)*। অতএব হিন্দুদের পূজায় বিক্রয়ের উদ্দেশ্য নিয়ে পশু পালন করা যাবে না।

প্রশ্ন (৭/৭) : মসজিদে অনেক সময় মুছল্লী পাওয়া যায় না। দেখা যায়, মুওয়াযযিন আযান দিয়ে একা ছালাত পড়ে সময়ের পূর্বেই বাসায় চলে গেছেন। সেক্ষেত্রে মসজিদে একাই ছালাত আদায় করতে হয়। এভাবে একাকী ছালাত আদায় করলে জামা'আতের নেকী পাওয়া যাবে কি?

-সাজিদুল ইসলাম, কালীগঞ্জ, পঞ্চগড়।

উত্তর : এমতাবস্থায় মুছাল্লী জামা'আতের ছওয়াব পেয়ে যাবে *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২২/২৪৩)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'কোন ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযূ করে মসজিদে গিয়ে দেখতে পেল লোকেরা ছালাত আদায় করে ফেলেছে। এমতাবস্থায় মহান আল্লাহ তাকেও জামা'আতে শামিল হয়ে ছালাত আদায়কারীদের সমান ছওয়াব দান করবেন। অথচ তাদের ছওয়াব থেকে কিছুই কমানো হবে না *(আবুদাঊদ হা/৫৬৪; মিশকাত হা/১১৪৫; ছহীহুল জামে' হা/৬১৬৩)*। অন্যত্র তিনি বলেন, 'তোমাদের কেউ যখন উত্তমরূপে ওযূ করে ছালাতের উদ্দেশ্যে বের হয়, তখন সে তার ডান পা উঠাতেই মহান আল্লাহ তার জন্য একটি ছওয়াব লিখে দেন। এরপর বাম পা ফেলার সাথে সাথেই মহা সম্মানিত আল্লাহ তার একটি গুনাহ ক্ষমা করে দেন। এখন তোমাদের ইচ্ছা হ'লে মসজিদের নিকটে থাকবে অথবা দূরে। অতঃপর সে যখন মসজিদে গিয়ে জামা'আতে ছালাত আদায় করে, তখন তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়। যদি জামা'আত শুরু হয়ে যাওয়ার পর মসজিদে উপস্থিত হয় এবং অবশিষ্ট ছালাতে শামিল হয়ে ছালাতের ছুটে যাওয়া অংশ পূর্ণ করে, তাহ'লেও তাকে অনুরূপ (জামা'আতে পূর্ণ ছালাত আদায়কারীর সমান ছওয়াব) দেয়া হয়। আর যদি সে (মসজিদে এসে) জামা'আত সমাপ্ত দেখে একাকী ছালাত আদায় করে নেয়, তবুও তাকে ঐরূপ (ক্ষমা করে) দেয়া হয় *(আবুদাউদ হা/৫৬৩; ছহীহুত তারগীব হা/৩০১)*। উল্লেখ্য যে, মুওয়াযযিন বিনা ওযরে আগে চলে গেলে তিনি জামা'আতের ছওয়াব থেকে বঞ্চিত হবেন। বরং দায়িত্বহীনতার কারণে গোনাহগারও হ'তে পারেন।

প্রশ্ন (৮/৮) : ফরয ও নফল ছালাত শেষে একাকী নিয়মিতভাবে হাত তুলে দো'আ করা যাবে কি?

-নাজমুল হাসান, বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তর : ফরয বা নফল ছালাত শেষে নিয়মিত হাত তুলে দো'আ করা সুন্নাতসম্মত নয়। তবে মাঝে-মধ্যে একাকী হাত তুলে দো'আ করা যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ অত্যধিক লজ্জাশীল ও দাতা। যখন কোন ব্যক্তি তার দরবারে দুই হাত তুলে (প্রার্থনা করে), তখন তিনি তার হাত শূন্য বা বঞ্চিত অবস্থায় ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন *(তিরমিযী হা/৩৫৫৬; মিশকাত হা/২২৪৪; ছহীহুত তারগীব হা/১৬৩৫)*। এখান থেকে প্রমাণিত হয় যে, যেকোন সময় হাত তুলে আল্লাহ্র নিকট দো'আ করা যায়। কিন্তু এটাকে নির্দিষ্ট নিয়ম বানিয়ে নেওয়া যাবে না। কেননা ছালাতই হ'ল দো'আ কবুলের শ্রেষ্ঠ সময়।

প্রশ্ন (৯/৯) : মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর প্রতি যেভাবে সালাম ও দরূদ পাঠ করা হয় অন্যান্য নবী-রাসূলগণের প্রতিও কি সেভাবে দরূদ পাঠ করতে হবে?

-আয়েশা, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : শেষ নবীর মতই অন্যান্য নবীর প্রতি দরূদ পাঠ করা মুস্তাহাব। তবে গুরুত্বের দিক থেকে রাসূল (ছাঃ) দরূদের সর্বাধিক হকদার। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের প্রতি দরূদ পাঠ কর। কারণ আমার মতই তাদেরকে নবুঅত দিয়ে পাঠানো হয়েছিল' *(ছহীহাহ হা/২৯৬৩)*। হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের প্রতি দরূদ পাঠ করা শরী'আতসম্মত হওয়ার ব্যাপারে ইজমা রয়েছে *(জালাউল আফহাম ৪৬৩ পৃ.)*। উছায়মীন

(রহঃ) বলেন, পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের প্রতি দরূদ পাঠ করা জায়েয *(ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ দারব ৪/০২)*।

প্রশ্ন (১০/১০) : অর্থ, মর্ম কিছু না বুঝে উদ্দেশ্য ছাড়াই আরবী ভাষায় মুনাজাত করলে উক্ত দো'আ কবুল হবে কি?

-মুজীবুর রহমান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর : কুরআন বা হাদীছে বর্ণিত দো'আর অর্থ না জেনেও কেউ দো'আ করলে আল্লাহ তার নিয়ত ও উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে দো'আ কবুল করবেন ইনশাআল্লাহ। কারণ দো'আর উৎস থাকে হৃদয়ে। আর জিহ্বা তার অনুগামী *(মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২২/৪৮৯)*। তবে অর্থ বুঝে দো'আ করলে তা মানসিক প্রশান্তির কারণ হয়। সেকারণ দো'আর অর্থ বুঝা প্রয়োজন এবং আমরা আল্লাহ্র নিকট কী প্রার্থনা করছি সেটাও জানা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সারগর্ভ দো'আগুলি পাঠ করা উত্তম। যেমন রব্বানা আ-তেনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাওঁ...। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) অত্র দো'আটি অধিকাংশ সময় পড়তেন *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/২৪৮৭)*।

প্রশ্ন (১১/১১) : মাসআলা-মাসায়েল সাব্যস্তের ক্ষেত্রে ফিক্বহের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু? বিভিন্ন জবাবের ক্ষেত্রে কুরআন-হাদীছের সাথে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বিদ্বানদের সিদ্ধান্ত আহলেহাদীছ-হানাফী উভয়েরই বই-পত্রে উল্লেখ করা হয়। এক্ষণে ইমামদের মতামত গ্রহণের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারের মূলনীতি কি?

-আব্দুল্লাহ, জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা।

উত্তর : 'ফিক্বহ' অর্থ বুঝ। পারিভাষিক অর্থে কুরআন ও সুন্নাহ্র সঠিক বুঝ। আর এ ব্যাপারে ছাহাবায়ে কেরামের বুঝই সর্বাগ্রগণ্য। কারণ তাঁরাই 'অহি' নাযিলের প্রত্যক্ষ সাক্ষী এবং রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক তার প্রয়োগ ও ব্যাখ্যার যথার্থ অনুসারী ও বর্ণনাকারী। আল্লাহ বলেন, 'অতএব তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হয় না, যাতে তারা দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করতে পারে এবং ফিরে এসে নিজ কওমকে (আল্লাহ্র নাফরমানী হ'তে) সতর্ক করতে পারে, যাতে তারা সাবধান হয়' *(তওবা ৯/১২২)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের বুঝ দান করেন' *(বুখারী হা/৭১; মিশকাত হা/২০০)*। তিনি ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর জন্য দো'আ করে বলেন, 'আল্লাহ তুমি তাকে দ্বীনের বুঝ দাও এবং কুরআনের ব্যাখ্যা শিক্ষা দাও' *(বুখারী হা/১৪৩; আহমাদ হা/২৩৯৭; ছহীহাহ হা/২৫৮৯)*।

ছাহাবায়ে কেরামের মধ্যে চার খলীফা সহ বিশিষ্ট কয়েকজন ছাহাবী এ ব্যাপারে অগ্রগণ্য ছিলেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁরাই ফৎওয়া দিতেন। অতঃপর তাবেঈ ও তাবে-তাবেঈদের যুগে এ ব্যাপারে বহু বিদ্বান খ্যাতি লাভ করেছেন। তাঁদের পরে মুজতাহিদ ইমাম ও বিদ্বানগণের মধ্যেও এরূপ রয়েছে।

বস্তুতঃ ফিক্বহ বলতে বুঝায় শরী'আতের বিস্তারিত প্রমাণাদি থেকে শরী'আতের ব্যবহারিক বিধি-বিধান সম্বন্ধে সঠিক বুঝ হাছিল করা। ফিক্বহ কোন শাস্ত্রের নাম নয়, এটি শরী'আতের সঠিক বুঝের নাম। প্রসিদ্ধ চার ইমামের কেউ ফিক্বহের নামে কোন পৃথক কিতাব লিখে যাননি। বরং তাঁরা তাঁদের বুঝের আলোকে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ফৎওয়া দিয়ে গেছেন। পরবর্তী কালে তাঁদের অনুসারীগণ তাদের দিকে সম্বন্ধ করে তাঁদের নামে ফিক্বহের কিতাব সমূহ রচনা করেছেন। যারা নির্দিষ্টভাবে কোন একটি মাযহাবের অনুসরণ করেন, তারা সেই মাযহাবের বিগত কিতাব সমূহে লিখিত ক্বিয়াসী ফৎওয়া সমূহের উপরে ক্বিয়াস করে আধুনিক যুগ-জিজ্ঞাসার জবাব দেন। এদেরকে বলা হয় 'মুজতাহিদ ফিল-মাযহাব'। পক্ষান্তরে আহলেহাদীছ বিদ্বানগণ নির্দিষ্টভাবে বিগত কোন একজন ইমাম বা বিদ্বানের অনুসরণ করেননা, বরং আহলে সুন্নাতের যেকোন বিদ্বানের যে সিদ্ধান্ত কুরআন ও সুন্নাহ্র সর্বাধিক নিকটবর্তী অথবা ছাহাবায়ে কেরামের বুঝের সর্বাধিক অনুকূলে, তার আলোকে ফৎওয়া দেন। তাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার থাকে কুরআন ও সুন্নাহ্র যথাযথ অনুসরণ করা। আর এটিই তাদের গৃহীত প্রধান মূলনীতি। এজন্য হাদীছের ছহীহ-যঈফ-মওযূ' সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেকারণ আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক বলেন, 'আমার নিকটে সনদ হ'ল দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত। যদি সনদ যাচাই না হ'ত, তাহ'লে যে যা খুশী তাই বলত' *(মুক্বাদ্দামা মুসলিম পৃ. ১৫)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আমার উপরে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যারোপ করে, সে জাহান্নামে তার ঠিকানা করে নিল' *(বুখারী হা/৩৪৬১; মিশকাত হা/১৯৮)*।

সুতরাং ইমামদের মতামত গ্রহণের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারের মূলনীতি হ'ল, কোনটি কুরআন ও ছহীহ হাদীছভিত্তিক এবং কোনটি সালাফে ছালেহীনের বুঝের অধিকতর নিকটবর্তী তা নির্ণয় করা। এক্ষেত্রে সত্যকে গ্রহণের জন্য অন্তরকে খোলা রাখতে হবে। আর তাক্বলীদ (অন্ধ অনুসরণ) এবং অতি যুক্তিবাদ থেকে দূরে থাকতে হবে *(যুমার ১৭-১৮; ছহীহুল জামে' হা/৯৪৮)*। সর্বোপরি কুরআন ও সুন্নাহ্র প্রকৃত মর্মার্থ উদঘাটন করা আল্লাহ্র বিশেষ রহমতেই সম্ভব। আর আল্লাহ যাকে চান তার রহমতের জন্য খাছ করে নেন *(বাক্বারাহ ২/১০৫)*।

প্রশ্ন (১২/১২) : বড় বড় অনেক ইমাম আছেন, যাদের ইলমী খেদমত ব্যাপক। কিন্তু কিছু আক্বীদার ক্ষেত্রে তাদের চরম বিভ্রান্তি আছে। তাদের বই পাঠ করা বা ফৎওয়া গ্রহণের ক্ষেত্রে আমাদের অবস্থান কি হবে?

-আহমাদুল্লাহ, জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা।

উত্তর : এ সকল বিদ্বানের কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক ফৎওয়াগুলো গ্রহণ করতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'দলীল-প্রমাণ ও প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ব্যতীত কাউকে ফৎওয়া দেয়া হ'লে তার পাপের বোঝা ফৎওয়া প্রদানকারীর উপর বর্তাবে *(ইবনু মাজাহ হা/৫৩; ছহীহুল জামে' হা/৬০৬৯)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) ইবলীসের নিকট থেকে হাদীছ গ্রহণ করেছিলেন তা সঠিক হওয়ার কারণে *(বুখারী হা/২৩১১; মিশকাত হা/২১২৩)*। মুহাদ্দিছগণ অনেক ক্ষেত্রে বিদআ'তী এবং শী'আদের নিকট থেকেও হাদীছ গ্রহণ করেছেন, যদি তারা সত্যবাদী হয় এবং বাতিল মতবাদের গোঁড়া প্রচারক না হয়। যেমন ইমাম বুখারী আবান বিন তাগলিব ও আদী বিন ছাবিতের বর্ণনা গ্রহণ করেছেন, যদিও তারা শী'আ হিসাবে সুপরিচিত। ইমাম যাহাবী এ বিষয়ে বলেন, فلنا صدقه وعليه بدعته ' আমাদের

জন্য তার সত্যবাদিতা আর তার জন্য তার বিদ'আত প্রযোজ্য' *(মীযানুল ই'তিদাল ১/৫)*। অতএব কোন আলেমের বিশেষ কোন বিষয়ে ভুল আক্বীদা থাকলে তা বর্জন করতঃ তার সঠিক ফৎওয়াগুলো গ্রহণ করা যাবে *(উছায়মীন, লিকাউল বাবিল মাফতূহ ৩২/২২৫)*। তবে সুস্পষ্ট বিদ'আতী, পথভ্রষ্ট ও চরমপন্থীদের থেকে ইলম অন্বেষণ করা যাবে না। কেননা এটি ক্বিয়ামতের অন্যতম আলামত *(ছহীহাহ হা/৬৯৫)*।

প্রশ্ন (১৩/১৩) : হাদীছে এসেছে দু'টি কালো পশুর রক্তের চেয়েও ধুসর রংয়ের পশুর রক্ত আল্লাহ্র নিকট অধিকতর উত্তম। এ হাদীছ ছহীহ কি? আর রাসূল (ছাঃ) অধিকাংশ ক্ষেত্রে কালো পশু কুরবানী দিয়েছেন। এক্ষণে উভয়ের মধ্যে সমন্বয় কি?

-আছিফুল ইসলাম, চরপাড়া, ময়মনসিংহ।

উত্তর : উপরোক্ত হাদীছটির সনদ হাসান *(ছহীহাহ হা/১৮৬১)*। দু'টি কালো পশু কুরবানী দেওয়া অপেক্ষা সাদা রংয়ের একটি পশু কুরবানী দেওয়া উত্তম। عَفْرَاءَ অর্থ মেটে/ধুসর নয় বরং যার অধিকাংশ সাদা বা সাদাটে রং। যেমন আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে সরাসরি সাদা রংয়ের বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে *(বায়হাক্বী হা/১৯০৯০; তালখীছুল হাবীর হা/২৩৮৭; ছহীহাহ হা/১৮৬১-এর আলোচনা)*। এজন্য বিদ্বানগণ কুরবানীর পশুর রংয়ের ব্যাপারে বলেন, সর্বোত্তম হ'ল সাদা। এরপর হলুদ/লাল, এরপর মেটে, এরপর সাদা-কালোর মিশ্রণ, এরপর কালো *(নববী, আল-মাজমূ' ৮/৩৯৬; ইবনু কুদামা, মুগনী ৯/৪৩৯)*। কারণ রাসূল (ছাঃ) সাদা রংয়ের দুম্বা কুরবানী করতেন *(বুখারী হা/১৭৭৪; মিশকাত হা/১৪৫৩)*। এক্ষণে রাসূল অধিকাংশ সময় কালো পশু কুরবানী করতেন বলে ধারণা করা সঠিক নয়। কারণ উক্ত হাদীছের অর্থ ঐ পশুর পা, হাত, মুখ ও পেট কালো রংয়ের ছিল। কিন্তু তার দেহের রং ছিল সাদা। আর এই ধরনের পশু কুরবানী তিনি কয়েকবার করেছেন *(মুসলিম হা/১৯৬৭; মিশকাত হা/১৪৫৪; নববী, শরহ মুসলিম ১৩/১২০)*। উল্লেখ্য যে, যেকোন রংয়ের পশু দ্বারা কুরবানী করা জায়েয। কেননা রাসূল (ছাঃ) বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেছেন, হে জনগণ! নিশ্চয় প্রত্যেক পরিবারের উপর প্রতি বছর একটি করে কুরবানী *(তিরমিযী হা/১৫১৮; আবুদাঊদ হা/২৭৮৮; ইবনু মাজাহ হা/৩১২৫; মিশকাত হা/১৪৭৮)*।

প্রশ্ন (১৪/১৪) : অমুসলিম নারী বা পুরুষকে বিবাহের ক্ষেত্রে শারঈ বিধান কি?

-আকবর হোসাইন, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : অমুসলিম নারীকে বিবাহ করা যাবে না *(ইমাম শাফেঈ, কিতাবুল উম্ম ৬/৩৮৫)*। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা মুশরিক নারীদের বিয়ে করো না, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। (মনে রেখ) মুমিন ক্রীতদাসী মুশরিক স্বাধীনার চাইতে উত্তম। যদিও সে তোমাদের বিমোহিত করে। আর তোমরা মুশরিক পুরুষদের বিয়ে করোনা, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। (মনে রেখ) মুমিন ক্রীতদাস মুশরিক স্বাধীন পুরুষের চাইতে উত্তম। যদিও সে তোমাদের বিমোহিত করে' *(বাক্বারাহ ২/২২১)*। তবে যদি কোন অমুসলিম মুসলমান হয়ে যায় তাহ'লে তাকে বিয়ে করা যাবে *(বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ২১/৭৬ ; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৮/২৭৫)*।

প্রশ্ন (১৫/১৫) : কোন বেগানা নারীকে যদি চিকিৎসার কাজে বাধ্যগত অবস্থায় আনা-নেওয়া করতে হয়, সেটা জায়েয হবে কি?

-মুহাম্মাদ মাসঊদ, রাজশাহী।

উত্তর : বিকল্প না থাকলে বাধ্যগত অবস্থায় শারঈ পর্দা বজায় রেখে বেগানা নারীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যাবে। তবে সাধ্যমত সেই নারীর কোন মাহরামকে সাথে রাখার চেষ্টা রাখতে হবে। কারণ বেগানা নারী-পুরুষ একত্রিত হ'লে ফিৎনার আশঙ্কা থাকে। এজন্য রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'কোন বেগানা পুরুষ কোন বেগানা মহিলার সাথে নির্জনে অবস্থান করলে তাদের তৃতীয় জন হয় শয়তান' *(তিরমিযী হা/১১৭১; মিশকাত হা/৩১১৮)*।

প্রশ্ন (১৬/১৬) : গোসল ফরয হওয়া অবস্থায় হালাল পশু যবেহ করা যাবে কি?

-সজীব হোসাইন, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।
[শুধু 'হোসাইন' নাম রাখুন (স.স.)]

উত্তর : যাবে। কেননা যবেহের জন্য পবিত্রতা শর্ত নয়। তবে অবশ্যই 'বিসমিল্লাহ' বলে যবেহ করবে *(বুখারী হা/৫৫০১; নববী, আল-মাজমূ' ৯/৭৪; ইবনু কুদামাহ, মুগনী ১১/৬১)*।

প্রশ্ন (১৭/১৭) : অনেক বই-পত্রে দেখা যায় আরবী লেখা আছে। তাতে আল্লাহ্র নাম বা কুরআনের আয়াতও থাকে। সেগুলোর প্রয়োজন না থাকলে পুড়িয়ে ফেলা যাবে কী?

-আখতার হুসাইন, গাযীপুর, ঢাকা।

উত্তর : আল্লাহ্র নাম বা আয়াত বিশিষ্ট বই-পত্র বা পুরাতন কাগজগুলো পুড়িয়ে ফেলা জায়েয। বরং পদদলিত বা অপমানিত হওয়ার আশঙ্কা থাকলে সেগুলো দ্রুত পুড়িয়ে ফেলাই কর্তব্য। ওছমান (রাঃ) কুরআন সংকলন করার পর ছিন্ন কপিগুলো আগুনে পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিলেন *(বুখারী হা/৪৯৮৭; মিশকাত হা/২২২১)*। ইবনু বাত্ত্বাল (রহঃ) বলেন, উক্ত হাদীছে পুরাতন কাগজে আল্লাহ্র নাম লিখা বই পুড়িয়ে ফেলা জায়েযের দলীল রয়েছে। আর এটা কুরআনের সম্মানের জন্য। এটিকে মানুষের পদদলিত হওয়া থেকে হেফাযতের জন্য *(শারহুল বুখারী ১০/২২৬; ফাৎহুল বারী ৯/২১)*। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, সামগ্রিক কল্যাণের জন্য কুরআনের ছিন্ন অংশ পুড়িয়ে ফেলা জায়েয। যেমন ওছমান (রাঃ) গভর্নরদের নির্দেশ দিয়েছিলেন *(শরহ মুসলিম ১৭/১০১)*। শায়খ উছায়মীন (রহঃ) বলেন, মুছহাফের ছিন্ন অংশ যখন তা দ্বারা উপকৃত হওয়া যাবে না, তখন তা পুড়িয়ে ফেলা জায়েয এবং এতে কোন দোষ নেই। কারণ ওছমান (রাঃ) তা করেছিলেন *(ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ৫/২)*।

প্রশ্ন (১৮/১৮) : ছোট ভাইকে আমার জমি চাষাবাদের জন্য দিয়েছি। কিন্তু সে আমাকে কোন ভাগ দেয় না। ফেরত নিতে চাইলে মা নিষেধ করেন। এদিকে খোঁজ নিয়ে দেখি সে তা বন্ধক দিয়ে রেখেছে। এক্ষণে মায়ের পরামর্শ গ্রহণ করব না হারাম কাজে আমার জমি ব্যবহার থেকে ফিরিয়ে নিব?

-এনামুল হক, পীরগাছা, রংপুর।

উত্তর : লাভ ভোগ করার প্রচলিত নিয়মে জমি বন্ধক রাখা

যাবে না। কারণ ঋণের বিনিময়ে লাভ ভোগ করা সূদ *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৪/২৫০; আল-মুদাওয়ান্নাহ ৪/১৪৯; ছালেহ ফাওযান, মাজমূ' ফাতাওয়া ২/৫০৫; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৪/১৭৬-৭৭)*। ছাহাবীগণ এমন ঋণ নিষেধ করতেন, যা মুনাফা নিয়ে আসে *(বায়হাক্বী ৩/৩৪৯-৩৫০; ইরওয়াউল গালীল হা/১৩৯৭)*। এক্ষণে মাকে বুঝিয়ে ভাইকে হারাম কাজ থেকে বিরত রাখতে হবে। সে হারাম কাজ থেকে বিরত না থাকলে তার কাছ থেকে জমি ফিরিয়ে নিবে। কারণ শরী'আতের বিধান অমান্য করে মায়ের আনুগত্য করা যাবে না *(বুখারী হা/৭২৫৭; মিশকাত হা/৩৬৬৫)*। তাছাড়া সে শর্ত ভঙ্গ করে উক্ত জমি নিজে আবাদ না করে বন্ধক দিয়েছে যা শরী'আতসম্মত নয়।

প্রশ্ন (১৯/১৯) : কিছু মানুষকে দেখা যায়, দো'আ করার সময় ভুল করে। যেমন বলে, আল্লাহ তুমি অমুককে জাহান্নামের ভালো স্থান দান কর। এমন দো'আ কবুল হবে কি?

-আব্দুল মাজেদ, সখিপুর, টাঙ্গাইল।

উত্তর : দো'আ করার সময় নিয়তই মূল। মুখের ভুল উচ্চারণ বা ভাষা ধর্তব্য নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমরা কোন ভুল করলে তাতে তোমাদের কোন অপরাধ নেই *(আহযাব ৩৩/৫)*। আর আল্লাহ তা'আলা মানুষের নিয়ত ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভালো জানেন। ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, দো'আর মৌলিকত্ব হচ্ছে অন্তর আর জিহ্বা তার অনুগামী *(মাজমূউল ফাতাওয়া ২২/৪৮৯)*। অতএব দো'আর সময় অন্তরে একটি রেখে মুখে অন্যটি বের হয়ে গেলে তা দোষণীয় নয়। তবে সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

প্রশ্ন (২০/২০) : আমার পিতা আমাকে না জানিয়ে তার সম্পদের কিছু অংশ পৃথকভাবে আমার নামে লিখে দিয়েছেন। এককভাবে আমাকে দেওয়ার কারণ হ'ল আমি ছাড়া আর কোন ভাই তাদের দেখাশোনা করে না। এক্ষণে আমার করণীয় কি?

-আশরাফুল ইসলাম, গাংনী, মেহেরপুর।

উত্তর : উক্ত সম্পদ ভাই-বোনদের সম্মতি ছাড়া গ্রহণ করা জায়েয হবে না। তবে ভাই-বোনেরা যদি পিতা-মাতার খেদমত করার কারণে সম্মতি দেয় তাহ'লে তা গ্রহণে কোন দোষ নেই। আর তারা সম্মতি না দিলে অতিরিক্ত অংশটুকু ফেরত দিতে হবে এবং পিতা-মাতার খেদমতের প্রতিদান আল্লাহর নিকট চাইতে হবে। পিতা-মাতার খেদমত অনেক ছওয়াবের কাজ, যার বিনিময় হ'ল জান্নাত। *(আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া ১১/৩৫৯; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ৯/২৩৫, ৪৫২)*।

প্রশ্ন (২১/২১) : আদম (আঃ) যখন মাটি ও পানির মধ্যে ছিলেন তখন মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর শেষ নবী হওয়ার বিষয়টি কিতাবে লেখা ছিল মর্মে হাদীছটির বিশুদ্ধতা জানতে চাই।

-বাহরুল ইসলাম, কুষ্টিয়া।

উত্তর : উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটির সনদ 'হাসান'। শায়খ আলবানী, শু'আইব আরনাউত্ব, ইবনু তায়মিয়াহ, যাহাবীসহ অনেকে এর সনদকে হাসান বা ছহীহ বলেছেন *(আহমাদ হা/১৭১৯০, ১৭২০৩; মিশকাত হা/৫৭৫৯; ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা বাক্বারাহ ১২৭ আয়াত; ইবনু তায়মিয়াহ, আর-রাদ্দু 'আলাল বিকরী ৬১ পৃ.)*।

প্রশ্ন (২২/২২) : ইয়াতীম শিশুর পিতার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত সম্পদ কার যিম্মায় থাকবে? মায়ের যিম্মায় থাকবে না দাদা, চাচা বা নানার কাছে?

-হোসনে মোবারক, চিলমারী, কুড়িগ্রাম।

উত্তর : ইয়াতীমের সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্যয় নির্বাহের দায়িত্ব নিবেন দাদা। তবে পিতা মৃত্যুকালে কারো ব্যাপারে অছিয়ত করে গেলে সে-ই ইয়াতীমের সম্পদ দেখা-শুনা করবে। যদি দাদা না থাকে বা পিতা কারো ব্যাপারে অছিয়ত করে না যান, তাহ'লে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি বা আদালত ইয়াতীমের জন্য কল্যাণকামী কাউকে যিম্মাদার নিযুক্ত করবে। মাকে ইয়াতীম সন্তানের জন্য অধিক কল্যাণকামী মনে হ'লে আদালত তাকেও এই দায়িত্ব দিতে পারে। তবে সে ইয়াতীম সন্তানদের রেখে অন্যত্র বিবাহ করলে অধিক কল্যাণকামী হিসাবে গণ্য নাও হ'তে পারে। এজন্য বিচারক সার্বিক বিষয় বিবেচনা করে ফয়ছালা দিবেন *(হাশিয়াতুল বুজায়রামী ২/৪৪২; বাহুতী, কাশশাফুল কেনা' ৩/৪৪৭)*।

প্রশ্ন (২৩/২৩) : আমার মৃত পিতা শিরক ও কুফরীর মধ্যে নিমজ্জিত ছিলেন। এমনকি তিনি ঈদের ছালাতও আদায় করতেন না। তার জন্য দো'আ করা যাবে কি? যদি করা না যায় সেক্ষেত্রে কেবল মায়ের জন্য দো'আ করার পৃথক কোন দো'আ আছে কি?

-আল-ইয়াসা, উত্তরখান, ঢাকা।

উত্তর : তিনি যদি শিরক ও কুফরীর মধ্যে নিমজ্জিত থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে থাকেন, তবে তার জন্য দো'আ করা যাবে না। আল্লাহ বলেন, 'নবী ও মুমিনদের উচিত নয় মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা যদিও তারা নিকটাত্মীয় হয়' *(তওবা ৯/১১৩)*। শায়খ বিন বায (রহঃ) বলেন, যদি কেউ কবর পূজার উপর এবং মৃত ব্যক্তির অসীলায় প্রার্থনা ও তার নিকটে সাহায্য প্রার্থনার উপর মৃত্যুবরণ করে তবে তার জন্য দো'আ বা ক্ষমা প্রার্থনা করা যাবে না। কেননা এটা মূর্তিপূজার মতই শিরকে আকবর বা বড় শিরক *(বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ২৮/২৯১)*।

তবে যদি তার আমল সন্দেহযুক্ত হয়। যেমন হয়ত তিনি বিধান না জানার কারণে শিরকে জড়িয়ে পড়েছেন বা ছালাত পরিত্যাগ করেছেন কিংবা ছালাতের বিধান অস্বীকারকারী ছিলেন না, তাহ'লে দো'আর সময় বলবে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দাও যদি তোমার ইলমে সে মুসলিম হয় *(উছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ৮/০২)*। এক্ষণে কেবল মায়ের জন্য দো'আ করার সময় কুরআন ও হাদীছে বর্ণিত দো'আই পাঠ করবে ও দো'আয় কেবল মায়ের নিয়ত করবে।

উল্লেখ্য যে, অলসতার কারণে ছালাত পরিত্যাগ করে থাকলে তাকে সরাসরি কাফের হিসাবে গণ্য করা যাবে না। এমতাবস্থায় তার জন্য মাগফিরাতের দো'আ করা যাবে *(নববী, আল-মাজমূ' ৩/১৬)*। আর যদি ছালাতের বিধানকে অস্বীকার করে তাহ'লে সে কাফের হিসাবে গণ্য হবে। তার জন্য মাগফিরাত কামনা করা যাবে না *(তওবা ৯/১১৩)*।

প্রশ্ন (২৪/২৪) : জনৈক নারী নিজ সম্পদ মেয়েদের বঞ্চিত করে এককভাবে ছেলেকে দান করে দিয়েছেন। এখন তিনি ভুল বুঝতে পেরে ফিরিয়ে নিতে চাচ্ছেন কিন্তু ছেলের বিরুদ্ধে

মামলা করেও তা ফেরত পাচ্ছেন না। এক্ষণে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও মেয়েদেরকে ঐ সম্পদ থেকে অংশ দিতে না পারলে তিনি গোনাহগার হবেন কি? দান করার পর তা ফেরত নেওয়া জায়েয হবে কি?

-গোলাম ক্বাদের, চট্টগ্রাম।

উত্তর : পিতামাতা চাইলে সন্তানকে প্রদত্ত কোন দান ফেরত নিতে পারেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, কোন ব্যক্তির জন্য কোন কিছু দান করার পর তা ফেরত নেওয়া জায়েয নয়। কেবল পিতা তার সন্তানদের কিছু দিয়ে তা ফেরত নিতে পারেন *(আবুদাউদ হা/৩৫৩৯; নাসাঈ হা/৩৬৯০; মিশকাত হা/৩০২১)*। এক্ষণে আদালতের আশ্রয় নেয়ার পরও ছেলের নিকট থেকে কোনভাবেই জমি ফেরত না পাওয়া গেলে মেয়েদের উচিৎ মায়ের প্রতি দাবী ছেড়ে দেওয়া, যাতে মা গুনাহ থেকে মুক্ত হতে পারেন। কেননা তিনি ভুল বুঝে অনুতপ্ত হয়েছেন।

প্রশ্ন (২৫/২৫) : পশ্চিমা দেশগুলোতে পড়াশোনা বা চাকুরীর জন্য গিয়ে গাড়ি, বাড়ি, টিউশন ফি সহ বিভিন্ন খাতে ঋণ নিতে বাধ্য হ'তে হয়। যার উপর অল্প হ'লেও নিয়মিতভাবে সূদ পরিশোধ করতে হয়। বাধ্যগত অবস্থায় এভাবে সূদের উপর ঋণ নেওয়া যাবে কি?

-ইউসুফ আলী, নিউইয়র্ক, আমেরিকা।

উত্তর : প্রথমতঃ এসকল দেশে দীর্ঘ সময়ের জন্য গমন থেকে দূরে থাকতে হবে। কারণ এসব দেশগুলোতে অবস্থান করে ঈমান রক্ষা করা অতীব কঠিন *(উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ৩/৩০, ৬/১৩৮)*। দ্বিতীয়তঃ এই দেশগুলোতে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ বা ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে যেতে হ'লে ঋণ গ্রহণ থেকে বিরত থাকার সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে এবং বিকল্প ব্যবস্থা নিবে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১২/৫৮)*। যদি একান্ত বাধ্য হ'তেই হয় তাহ'লে অপারগ অবস্থায় তাদের রাষ্ট্রীয় নিয়মের অধীনে লেনদেন করবে এবং আল্লাহ্র নিকট অধিকহারে ক্ষমা চাইবে *(বাক্বারাহ ২/১৭৩)*।

প্রশ্ন (২৬/২৬) : কোন ব্যক্তি মাহরামের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'লে বা যেনায় লিপ্ত হ'লে তার শাস্তি কি হবে?

-আল-মামূন, রহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : মাহরাম নারীকে বিবাহ করা হারাম। কেউ জেনেশুনে মাহরাম নারীকে বিবাহ করলে এবং তার সাথে সহবাস করে থাকলে তার উপর হদ্দ কায়েম হবে। আর না জেনে বিবাহ করে থাকলে জানার সঙ্গে সঙ্গে আলাদা হয়ে যাবে এবং খালেছ নিয়তে তওবা করবে *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ১২/৩৪১-৩৪৩; ইবনু আবেদীন, রাদ্দুল মুহতার ৪/২৫)*। বারা ইবনু আযেব (রাঃ) বলেন, আমার মামা (আবূ বুরদা) এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হ'ল। আর তার হাতে একটি পতাকা ছিল। আমি তাকে প্রশ্ন করলাম, কোথায় যাচ্ছেন? তিনি বললেন, আমাকে রাসূল (ছাঃ) এমন এক লোকের নিকট পাঠিয়েছেন যে লোক তার পিতার স্ত্রীকে (সৎমাকে) বিবাহ করেছে। ফলে তিনি আমাকে তার মাথা কেটে ফেলা ও তার সম্পদ সমূহ নিয়ে আসার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন *(আবুদাউদ হা/৪৪৫৭; নাসাঈ হা/৩৩৩২; ইরওয়া হা/২৩৫১)*। আর বিবাহিত হৌক বা অবিবাহিত হৌক কোন পুরুষ বা নারী মাহরামের সাথে যেনায় লিপ্ত হ'লে তার উপর হদ্দ কায়েম করতে হবে *(ইবনুল ক্বাইয়িম, আল-জাওয়াবুল কাফী ১/১৭৪; উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ১৪/২৪৬)*। উল্লেখ্য যে, যেকোন শারঈ হদ্দ কায়েমের দায়িত্ব হ'ল সরকারের।

প্রশ্ন (২৭/২৭) : জনৈক আলেম বলেন, ৭টি কাজ করলে মানুষ দরিদ্র হয়ে যাবে। যেমন দাঁড়িয়ে পেশাব ও পানাহার করা, দাঁত দিয়ে নখ কামড়ানো, ফুঁ দিয়ে বাতি নিভানো ইত্যাদি। এসব কি সঠিক?

-অনিক আহমাদ রাজন, মিরপুর, ঢাকা।

**[আরবীতে ইসলামী নাম রাখুন (স.স.)]*

উত্তর : হাদীছে হুবহু এমন কথা বর্ণিত হয়নি। তবে বিভিন্ন অসৎ কর্মের কারণে যে মানুষের রিযিকে বরকত কমে যায়, তা সঠিক। যেমন- ১. যেনায় লিপ্ত হওয়া *(ইবনু মাজাহ হা/৪০১৯; ছহীহুত তারগীব হা/৭৬৫)*। ২. ওযনে কম দেওয়া *(ছহীহাহ হা/১০৬)*। ৩. আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী বিচার না করা *(ছহীহাহ হা/৪০০৯)*। ৪. যাকাত না দেওয়া *(ছহীহাহ হা/৪০০৯)*। ৫. সূদ খাওয়া *(বাক্বারাহ ২/২৭৬)*। ৬. মিথ্যা কসম করা *(ছহীহাহ হা/৯৭৮)*। ৭. মিথ্যা বলা *(বুখারী হা/২০৭৯)*। ৮. আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা *(ছহীহাহ হা/৯৭৮)*। ৯. হজ্জ ও ওমরা না করা *(তিরমিযী হা/৮১০; ছহীহাহ হা/১১৮৫)*। ১০. হারাম ও অবাধ্যতায় লিপ্ত হওয়া *(ত্বোয়াহা ২০/১২৪)*। এগুলো ছাড়াও আরো কিছু অপকর্ম রয়েছে যার কারণে সম্পদ কমে যেতে পারে। আর দাঁড়িয়ে পেশাব ও পানাহার করা অপসন্দনীয় কাজ *(মুসলিম হা/২০২৪, ২০২৬; মিশকাত হা/৪২৬৭)*। আর দাঁত দিয়ে নখ কামড়ানো বা ফুঁ দিয়ে বাতি নিভানোতে স্বাস্থ্যগত ক্ষতি রয়েছে। এজন্য এগুলো থেকে বিরত থাকা কর্তব্য *(মারদাভী, আল-ইনছাফ ৮/৩৩০)*।

প্রশ্ন (২৮/২৮) : জনৈক নারীর ফোনে প্রবাসী ১ জনের সাথে বিবাহ হয়। কয়েক মাস পর তিনি দেশে এসে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্ত্রীকে উঠিয়ে নেন। এক সপ্তাহ একত্রে থাকার পর স্ত্রীর ইচ্ছায় তাদের মধ্যে তালাক হয়ে যায়। তবে এর মধ্যে তাদের কোন শারীরিক সম্পর্ক হয়নি। এরপর এক সপ্তাহের মধ্যে পারিবারিকভাবে অন্যত্র তার বিবাহ হয়। এক্ষণে ইদ্দত পালন ব্যতীত এই বিবাহ জায়েয হয়েছে কি?

-উম্মু ইবরাহীম, দোহার, ঢাকা।

উত্তর : উক্ত বিবাহ জায়েয হয়েছে। কারণ বিবাহের পর তাদের শারীরিক কোন সম্পর্ক হয়নি। আর শারীরিক সম্পর্ক না হয়ে থাকলে কোন ইদ্দত পালন করতে হবে না। আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা মুমিন নারীদের বিবাহ করবে; অতঃপর তাকে স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিবে, তখন তোমাদের জন্য তাদের উপর কোন ইদ্দত নেই যা তোমরা গণনা করবে। অতএব তাদেরকে কিছু সম্পদ দিবে ও সুন্দরভাবে বিদায় করবে' *(আহযাব ৩৩/৪৯)*। উল্লেখ্য যে, যদি শারীরিক সম্পর্ক হ'ত তাহলেও এটি খোলা' তালাক হ'ত। এমতাবস্থায় এক সপ্তাহের মধ্যে হায়েয হয়ে পবিত্র হয়ে গেলে অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া যায়। আর হায়েয হয়ে পবিত্র না হ'লে বিবাহ জায়েয হবে না *(আবুদাউদ*

হা/২২২৯; ইরওয়া হা/২০৩৬-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য; ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৩২/৩২৫; ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৮/৯৭)।

প্রশ্ন (২৯/২৯) : 'লা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' পাঠ করার উপকারিতা কি কি? এটা পাঠ করলে যাবতীয় বিপদাপদ দূর হয় এবং এর সর্বনিম্ন হ'ল দরিদ্রতা মোচন মর্মে বর্ণিত হাদীছটি ছহীহ কি?

-মিনহাজ পারভেয, হড়গ্রাম, রাজশাহী।

উত্তর : লা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ পাঠ করার অনেক ফযীলত আছে। যেমন (১) একে জান্নাতের ধনভাণ্ডার বলা হয়েছে *(বুখারী হা/৪২০৫; মিশকাত হা/২৩০৩)*। (২) জান্নাতের দরজা বলা হয়েছে *(তিরমিযী হা/৩৫৮১; ছহীহাহ হা/১৭৪৬)*। (৩) এটি পাঠ করে দো'আ করলে দো'আ কবুল হয় *(বুখারী হা/১১৫৪; মিশকাত হা/১২১৩)*। (৪) বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় পাঠ করলে নিজেকে হেফাযত করা যায় এবং শয়তান দূরে সরে যায় *(তিরমিযী হা/৩৪৩৭; ছহীহুত তারগীব হা/১৬০৫)*। (৫) এটি নিয়মিত পাঠ করলে সমুদ্রের ফেনারাশি সমান গুনাহ হ'লেও ক্ষমা করে দেওয়া হয় *(তিরমিযী হা/৩৪৬০; ছহীহুত তারগীব হা/১৫৬৯)*। (৬) এটি পাঠ করলে জান্নাতে একটি করে বৃক্ষ রোপণ করা হয় *(ছহীহুত তারগীব হা/১৫৮৩)*। তবে এটি পাঠ করলে বিপদাপদ দূর হয় বা চিন্তা দূর হয় মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(হাকেম হা/১৯৯০; মিশকাত হা/২৩২০; যঈফুল জামে' হা/৬২৮৬; যঈফুত তারগীব হা/৯৮০)*।

প্রশ্ন (৩০/৩০) : গার্মেন্টসগুলোতে বিদেশী কাপড়ের অর্ডার নেওয়া হয়। সেখানে মহিলাদের শরী'আত বিরোধী পর্দা বিনষ্টকারী ছোট ছোট কাপড় তৈরী করতে হয়। এসব কাজ করা শরী'আতসম্মত হবে কি?

-তানভীর হাসান, আশুলিয়া, ঢাকা।

উত্তর : যে কোন অন্যায় কাজে সহযোগিতা করা যাবে না। আল্লাহ বলেন, 'নেকী ও তাক্বওয়ার কাজে তোমরা পরস্পরকে সাহায্য কর এবং গোনাহ ও অন্যায় কাজে সহযোগিতা কর না' *(মায়েদাহ ৫/২)*। শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, যদি নিশ্চিত অনুমান করা যায় যে, উক্ত পোষাক পরিধানের মাধ্যমে আল্লাহ্র নাফরমানী করা হবে তাহ'লে তা বিক্রয় করা বা সেলাই করা যাবে না। কারণ এতে অবাধ্যতা ও সীমালংঘনে সহযোগিতা করা হবে *(শারহুল 'উমদাহ ৪/৩৮৬; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৩/১০৯)*। শায়খ বিন বাযও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন *(ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ১৮/৪২৩)*। এজন্য এসকল অর্ডার গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। সুযোগ না থাকলে কর্মক্ষেত্র পরিবর্তন করতে হবে।

প্রশ্ন (৩১/৩১) : স্বপ্নদোষ হওয়ার পর ভুলে যাওয়ায় একাধিক ওয়াক্তের ছালাত গোসল না করেই আদায় করেছি। ২ দিন পর মনে আসলে করণীয় কি?

-রাফী, রংপুর।

উত্তর : উক্ত ছালাতগুলো পুনরায় আদায় করতে হবে। কারণ অপবিত্র অবস্থার ছালাত আল্লাহ কবুল করেন না *(নববী, আল-মাজমূ' ২/৭৮; বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ১২/১৪৭; উছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ৮/০২)*। উল্লেখ্য যে, অজ্ঞতা বা না জানার কারণে কেউ যদি অগণিত ছালাত এমন অবস্থায় আদায় করে থাকে, তাহ'লে খালেছ নিয়তে তওবা করবে এবং আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে।

প্রশ্ন (৩২/৩২) : আমার স্ত্রী আমার থেকে খোলা' নিয়ে বিবাহ বিচ্ছেদ করেছে। এখন সে ইদ্দত পালন করছে। আমি কি তাকে তার ইদ্দতের মধ্যে নতুন বিবাহের মাধ্যমে ফিরিয়ে নিতে পারব?

-আসাদুয্যামান, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তর: খোলা'র মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন হওয়া স্ত্রীকে তার স্বামী ইদ্দত চলাকালে নতুন বিবাহের মাধ্যমে ফিরিয়ে নিতে পারবে *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৮/১২৭; তাফসীর ইবনু কাছীর ১/৬২০)*। তবে পূর্ব স্বামী ব্যতীত অন্য কেউ ইদ্দত চলাকালীন বিবাহ করলে সে বিবাহ বাতিল বলে গণ্য হবে *(আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া ২৯/৩৪৬)*।

প্রশ্ন (৩৩/৩৩) : আমি দোকানে চাকুরী করি। আমি সময়মত সুন্নাত সহ ছালাত আদায়ের জন্য নিয়মিত মসজিদে যাই। কিন্তু সময় কিছুটা বেশী লাগায় মালিক প্রায়ই আমাকে বকাবকি করেন। এমতাবস্থায় আমি কি করতে পারি? সুন্নাত ছালাতগুলো নিয়মিতভাবে জমা রেখে পরে বাসায় গিয়ে পড়তে পারব কি?

-আব্দুল ওয়াহেদ, শিবগঞ্জ, বগুড়া।

উত্তর : সুন্নাত ছালাত নিয়মিত কাযা করা যাবে না। মালিককে বুঝিয়ে যথাসময়ে আদায় করার চেষ্টা করবে। অথবা ফরয ছালাত পড়ে এসে সুন্নাত দোকানে পড়ে নিবে। প্রয়োজনে কখনও বাসায় ক্বাযা আদায় করতে পারে। আর যদি ক্বাযা আদায় না করতে পারে, তাতে গুনাহ নেই *(বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ১০/৩১০; উছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ-দারব ৬/২)*।

প্রশ্ন (৩৪/৩৪) : আলী (রাঃ) একবার যুদ্ধে তীরবিদ্ধ হ'লে তিনি ছালাতে দাঁড়িয়ে যান। ছাহাবায়ে কেরাম তার ছালাতরত অবস্থায় তীর টেনে বের করেন। কিন্তু ছালাতে গভীর মনোযোগ থাকায় তিনি কিছু বুঝতে পারেননি। ঘটনাটির সত্যতা আছে কি?

-জাহিদ হাসান, কমলাপুর, ঢাকা।

উত্তর : আলী (রাঃ) সম্পর্কে উক্ত ঘটনা বিশুদ্ধ সনদে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে ৪র্থ হিজরীতে সংঘটিত যাতুর রিক্বা' যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে এক স্থানে রাতে বিশ্রামকালে রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশে পাহারারত আনছার ছাহাবী 'আব্বাদ বিন বিশ্র (রাঃ) গভীর মনোযোগে ছালাত আদায়কালে শত্রু কর্তৃক পরপর তিনটি তীর দ্বারা আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও ছালাত পরিত্যাগ না করার কারণ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হ'লে তিনি বলেন, আমি এমন একটি সূরা তেলাওয়াত করছিলাম, যা পরিত্যাগ করতে আমার মন চাচ্ছিল না *(আবুদাঊদ হা/১৯৮; হাকেম হা/৫৫৭; আহমাদ হা/১৪৭৪৫, সনদ হাসান)*। এছাড়া উরওয়া ইবনু যুবায়ের (রাঃ) সম্পর্কে এরূপ একটি ঘটনা প্রসিদ্ধ রয়েছে যে, তাঁর পা কেটে ফেলার প্রয়োজন হ'লে তিনি ছালাতে দণ্ডায়মান হন। অতঃপর তা কাটা হয়। কিন্তু তিনি কিছুই অনুভব করতে পারেননি *(ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৯/১০২)*।

প্রশ্ন (৩৫/৩৫) : জনৈক আলেম বলেন, ওযূর পর সূরা ক্বদর পাঠ করতে হবে। এর সত্যতা আছে কি?

-জাহাঙ্গীর আলম, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : এ মর্মে দায়লামী তার মুসনাদুল ফিরদাউসে একটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। যা মওযূ' বা জাল *(সিলসিলা যঈফাহ হা/১৪৪৯)*।

প্রশ্ন (৩৬/৩৬) : আমি ৫ ওয়াক্ত ছালাত পড়ি। আমাদের ১২ বছরের সংসারে ৪টি সন্তান রয়েছে। আমার স্বামী ছালাতে অভ্যস্ত নয়। আমার সাথে উনি সবসময় জঘন্যতম দুর্ব্যবহার করেন। আর বাড়ীর বাইরে থাকাকালীন সবধরনের পাপাচার ও কুকর্মের সাথে জড়িত থাকেন। উনি আমাকে বিভিন্ন সময়ে পৃথকভাবে বহুবার তালাক দেন ও ফিরিয়ে নেন। আমাদের সংসার কি টিকে আছে? এক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কি?

-খালেদা তাছফিয়া, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তর : বিভিন্ন সময়ে বহুবার তালাক দেওয়ায় সংসার ভেঙ্গে গেছে *(মুসলিম হা/১৪৭১; আহমাদ হা/৪৫০০)*। ফাতেমা বিনতে কায়েস (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বললাম, আমি আলে খালিদের কন্যা। হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার স্বামী অমুক আমার নিকট তিন তালাকের খবর পাঠিয়েছে। আমি তার অভিভাবকের নিকট খোরপোষ এবং বাসস্থান চাইলে তারা তা আমাকে দিতে অস্বীকার করেছে। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, খোরপোষ এবং বাসস্থান স্ত্রীর জন্য ঐ সময় দেওয়া হবে যখন তাকে ফিরিয়ে আনার অধিকার স্বামীর থাকে *(নাসাঈ হা/৩৪০৩; ছহীহাহ হা/১৭১১)*।

বস্তুতঃ তালাক শরী'আতের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান। এটি নিয়ে খেল-তামাশা করা যাবে না। মাহমূদ ইবনু লাবীদ (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে কোন লোক সম্বন্ধে সংবাদ দেয়া হ'ল যে, লোকটি তার স্ত্রীকে একই সাথে তিন তালাক দিয়ে ফেলেছে। (এরূপ শুনে) নবী করীম (ছাঃ) রাগান্বিত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন অতঃপর বললেন, তোমাদের মধ্যে আমি বিদ্যমান থাকা অবস্থাতেই কুরআন নিয়ে কি খেলা করা হচ্ছে? এমনকি এক ব্যক্তি (ছাহাবী) দাঁড়িয়ে গিয়ে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি কি তাকে হত্যা করব না? *(নাসাঈ হা/৩৪০১; মিশকাত হা/৩২৯২; গায়াতুল মারাম হা/২৬১)*। এক্ষণে করণীয় হ'ল অভিভাবক বা দায়িত্বশীলদের মাধ্যমে এই তালাক দ্রুত কার্যকর করা।

প্রশ্ন (৩৭/৩৭) : ইজতিহাদী মাসআলার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোন বিশুদ্ধ আক্বীদা ও আমল সম্পন্ন আলেমের সিদ্ধান্তকে অগ্রাধিকার দেওয়ায় শারঈ কোন বাধা আছে কি?

-এনায়েত হোসাইন, জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা।

উত্তর : কোন ইজতিহাদী মাসআলায় কোন নির্ভরযোগ্য আলেমের কুরআন ও ছহীহ হাদীছভিত্তিক এবং সালাফে ছালেহীনের বুঝের আলোকে কৃত ইজতিহাদকে গ্রহণ করলে তা দোষ হবে না। বরং এমন পরিস্থিতিতে কারো প্রতি অন্ধ পক্ষপাত না করে আল্লাহ্র প্রতি ভরসা রেখে নির্ভরযোগ্য আলেমের ছহীহ দলীলভিত্তিক অভিমত গ্রহণ করে আমল করবে *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২০/২২০; ইবনুল কাইয়িম, ই'লামুল মুআক্কিঈন ৪/২০২; উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১১/৮৩; বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব)*।

প্রশ্ন (৩৮/৩৮) : ওযূতে ঘাড় মাসাহ করলে ওযূ বাতিল হয়ে যাবে কি?

-গোলাম রাব্বি, বরিশাল।

উত্তর : ওযূতে ঘাড় মাসাহ করা সুন্নাতও নয়, মুস্তাহাবও নয়। কারণ এর স্বপক্ষে কোন ছহীহ দলীল নেই *(বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১০/১০২)*। আবূদাঊদে এ সম্পর্কে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, তা যঈফ *(আবূদাঊদ হা/১৩২, সিলসিলা যঈফাহ হা/৬৯-এর আলোচনা দ্রঃ)*। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, এটি সুন্নাত বা মুস্তাহাব নয়। আর এটিই সঠিক মত *(আল-মাজমূ' ১/৪৬৪)*। ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, ওযূতে ঘাড় মাসাহ করার ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে কোন হাদীছ বর্ণিত হয়নি *(মাজমূঊল ফাতাওয়া ২১/১২৭)*। হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, 'ঘাড় মাসাহ-এর ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) হ'তে কোন ছহীহ হাদীছ নেই' *(যাদুল মা'আদ ১/১৮৭)*। উল্লেখ্য যে, 'যে ব্যক্তি ওযূতে ঘাড় মাসাহ করবে, ক্বিয়ামতের দিন তার গলায় বেড়ী পরানো হবে না' বলে যে হাদীছ বলা হয়ে থাকে, সেটি মওযূ' বা জাল *(আলবানী, সিলসিলা যঈফাহ হা/৭৪৪)*। এক্ষণে যে ব্যক্তি ভিত্তিহীন জানার পরেও এর উপর আমল করবে তার ওযূ ত্রুটিপূর্ণ হবে এবং সে গুনাহগার হবে *(আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া ২৩/৭)*।

প্রশ্ন (৩৯/৩৯) : স্বামীর আপন চাচা, মামা, খালু কি স্ত্রীর জন্য মাহরাম? অন্যদিকে স্ত্রীর আপন খালা, ফুফু কি স্বামীর জন্য মাহরাম?

-রাসেল মাহমূদ, হাজিগঞ্জ, চাঁদপুর

উত্তর : স্বামীর চাচা, মামা, খালু স্ত্রীর জন্য মাহরাম নয়। স্ত্রীকে এদের সামনে পর্দা করতে হবে। কেবলমাত্র স্বামীর পিতা ও দাদা স্ত্রীর জন্য মাহরাম *(নূর ২৪/৩১; বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ২০/২৯৩-৯৪; উছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ১৯/০২)*। আর স্বামীর জন্য স্ত্রীর ফুফু ও খালারা সাময়িক মাহরাম। তবে তাদের সামনেও পর্দা বজায় রাখতে হবে। কারণ স্ত্রী মারা গেলে বা তালাকপ্রাপ্তা হ'লে তার খালা ও ফুফুকে বিবাহ করা জায়েয *(বুখারী হা/৫১০৯; মিশকাত হা/৩১৬০; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৭/৪৩৬)*।

প্রশ্ন (৪০/৪০) : আমরা পারিবারিকভাবে ঠিকাদারী ব্যবসায় জড়িত। এ ব্যবসায় নিয়মিত ও বাধ্যগতভাবে অফিসকে ঘুষ দিতে হয়। অন্যথা হলে বিল আটকে দেয়। এ ব্যবসা করা জায়েয হবে কি?

-আহসানুল হাবীব, বগুড়া।

উত্তর : এই ব্যবসা ছেড়ে বিকল্প কর্মক্ষেত্র খুঁজতে হবে। কারণ এই পেশায় সাধারণতঃ ঘুষের কারবার চলমান থাকে। রাসূল (ছাঃ) ঘুষদাতা ও ঘুষগ্রহীতার প্রতি লা'নত করেছেন *(আবূদাঊদ হা/৩৫৮০; ইবনু মাজাহ হা/২৩১৩; মিশকাত হা/৩৭৫৩)*। আল্লাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য উপায় বের করে দেন'।... 'বস্তুতঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর ভরসা করে, তিনিই তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান' *(তালাক ৬৫/২-৩)*।

পাঠক ও দানশীল ভাই-বোনদের দৃষ্টি আকর্ষণ

আসসালা-মু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহ

সম্মানিত পাঠক! কলমী জিহাদের অগ্রসৈনিক আপনাদের প্রিয় পত্রিকা **মাসিক আত-তাহরীক** চলতি অক্টোবর'২২ সংখ্যায় ২৬তম বর্ষে পদার্পণ করেছে। *ফালিল্লা-হিল হাম্দ*। এই দীর্ঘ পথচলায় আপনাদের আন্তরিক ভালবাসা ও সহযোগিতা আমাদেরকে যারপরনাই অনুপ্রাণিত করেছে। বন্ধুর পথ অতিক্রমে যুগিয়েছে সাহস। মহান আল্লাহ আপনাদের এই নিখাদ ভালবাসা এবং বিশুদ্ধ দ্বীন অনুশীলন ও প্রচার-প্রসারের প্রচেষ্টাকে কবুল করুন- আমীন!

প্রিয় পাঠক! বর্তমানে আত-তাহরীক-এর মুদ্রিত সংস্করণের পাশাপাশি অনলাইন ও মোবাইল এ্যাপ সংস্করণে পাঠক সংখ্যাও আশানুরূপ বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্রমশঃ দীর্ঘ হচ্ছে এই তালিকা। অনেকে মুদ্রিত সংস্করণের চেয়ে অনলাইনে পাঠ করতেই বেশী স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। আবার অনেক প্রবাসী ভাই নানা কারণে অনলাইনে পড়তে বাধ্য হন। যদিও মুদ্রিত সংস্করণে পাঠের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী। মোটকথা অনলাইন ও অফলাইন উভয় মাধ্যমেই ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ছে বিশুদ্ধ দ্বীনের এই দাওয়াত। কিন্তু দুঃখজনক বিষয় হ'ল- বৈশ্বিক পরিস্থিতির কারণে চলতি বছরে কাগজের মূল্য অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিদ্যুৎ ও আনুষঙ্গিক খরচও বেড়েছে কয়েকগুণ। ফলে স্বল্প মূল্যে পাঠকের হাতে পত্রিকা তুলে দেওয়া চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইসলামী পত্রিকা হওয়ায় এখানে সবধরনের বিজ্ঞাপনও গ্রহণ করা যায় না। ফলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও চলতি অক্টোবর'২২ সংখ্যা থেকে পত্রিকার মূল্য ৫/- (পাঁচ) টাকা বৃদ্ধি করতে হয়েছে। তথাপি শুধুমাত্র পত্রিকার মূল্য থেকে প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা পত্রিকা চালানো কষ্টকর। সেকারণ হকের অতন্দ্র প্রহরী এই পত্রিকাটির নিয়মিত প্রকাশনা অব্যাহত রাখতে সহযোগিতা করা আমাদের ঈমানী দায়িত্ব। এমতাবস্থায় এর ক্রমোন্নতি ও অগ্রগতির জন্য আমরা সর্বস্তরের পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের নিকটে বার্ষিক এককালীন অনুদানের উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি। নিঃসন্দেহে আপনাদের ইখলাছপূর্ণ দান 'ছাদাক্বায়ে জারিয়া' হিসাবে মহান আল্লাহ্র দরবারে গৃহীত হবে এবং আপনার সহযোগিতায় প্রকাশিত এই পত্রিকা পাঠে একজন ব্যক্তিও যদি হেদায়াত পান তবে তা আপনার আমল নামায় মূল্যবান লাল উট কুরবানীর চেয়েও শ্রেষ্ঠ হবে ইনশাআল্লাহ *(বুখারী হা/২৯৪২)*।

অতএব বার্ষিক অন্যূন ৫০০/-, ১০০০/-, ৫০০০/- অথবা যেকোন পরিমাণ অর্থ দান করে আত-তাহরীক-এর 'নিয়মিত দাতা সদস্য' হওয়ার জন্য আপনার প্রতি বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি। ওয়াসসালাম। *-সম্পাদক*।

নিয়মিত দাতা সদস্য হওয়ার জন্য ফরমটি পূরণ করুন : https://cutt.ly/5C0fQfu। অথবা যোগাযোগ করুন : মাসিক আত-তাহরীক, নওদাপাড়া, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭১৭-৫০৬৮৬৫, ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪, ০১৭১৫-০০২৩৮০।
Web : www.at-tahreek.com, Email : tahreek@ymail.com

অনুদান প্রেরণের ঠিকানা : মাসিক আত-তাহরীক, হিসাব নং এসএনডি ০০৭১২২০০০০১১৫, আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী শাখা। বিকাশ নং : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০।

ATAB MEMBER
Biman BANGLADESH AIRLINES

ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস

(ট্রাভেল এজেন্সী নিবন্ধন সনদ নং ০০১৩৫৯৬, ATAB রেজিঃ নং ১৭১৪২)

আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহ

সম্মানিত হজ্জ ও ওমরাহ গমনেচ্ছু ভাই ও বোনেরা! ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস (সাবেক ক্বাযী হজ্জ কাফেলা) বিগত কয়েক বছর যাবৎ রাসূল (ছাঃ)-এর শেখানো পদ্ধতি মোতাবেক পবিত্র হজ্জ ও ওমরাহ পালনকারীদের খিদমত করে আসছে। আগামী বছরগুলিতেও এ ট্রাভেলস আপনাদের খিদমতে নিয়োজিত থাকবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে বিশুদ্ধ নিয়তে ও সুন্নাতসম্মত পদ্ধতিতে হজ্জব্রত পালনের তাওফীক দান করুন-আমীন!

আমাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ :

- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক হজ্জ ও ওমরাহ্র সকল কার্যাবলী সম্পন্ন করার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা।
- একাধিক প্যাকেজ মোতাবেক উভয় হারামের সম্ভবপর নিকটবর্তী স্থানে আবাসনের ব্যবস্থা।
- দেশী বাবুর্চী দ্বারা রান্না করা খাবারের ব্যবস্থা।
- ঢাকা বিমানবন্দর হ'তে শুরু করে ফেরত আসা পর্যন্ত সার্বক্ষণিক গাইডের ব্যবস্থা।
- হজ্জ ও ওমরাহ্র যাবতীয় কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সমাধা করার জন্য নিয়মিত তা'লীমের ব্যবস্থা।

বিঃ দ্রঃ

- **সব সময় হজ্জের প্রাক-নিবন্ধন চালু আছে।**
- **প্রতিমাসে ওমরাহ্র প্যাকেজ চালু থাকবে (যাত্রী হওয়া সাপেক্ষে)। সেক্ষেত্রে কমপক্ষে ২ (দুই) মাস আগে যোগাযোগ করতে হবে।**

ঢাকা অফিস : ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস, আল-আমীন কমপ্লেক্স, ২৬২, ফকিরের পুল (৪র্থ তলা, স্যুট নং ৪০৩), মতিঝিল, ঢাকা- ১০০০।
মোবাইল নং ০১৭১১-৭৮৮২৩৫, ০১৭১৩-৩৮০২৩৩। ই-মেইল : quaziharuntravels@gmail.com

রাজশাহী যোগাযোগ : ক্বাযী হারূণুর রশীদ, তুহিন বস্ত্রালয়, ইসলামিক কমপ্লেক্স মার্কেট, নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭১১-৭৮৮২৩৫।

শরীফবাগ ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসা, ধামরাই, ঢাকা

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

ঢাকা যেলার ঐতিহ্যবাহী দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শরীফবাগ ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসায় নিম্নোক্ত বিভাগসমূহে ভর্তি চলছে

❖ কামিল হাদীছ ❖ কামিল তাফসীর (শিক্ষাবর্ষ ২০২০-২১) ❖ ফাযিল সাধারণ ❖ ফাযিল অনার্স (শিক্ষাবর্ষ ২০২১-২২)
(আল-হাদীছ এ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ) **(আবাসিক ও অন্যান্য সুবিধা রয়েছে)**

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন : ০১৭০৯-৯০৭২৫২ (অধ্যক্ষ), ০১৩০৯-১০৭৯৪৩ (অফিস) ০১৮১৮-৫৫১০০৯; ০১৭২৬-৪৮০৬৫৫; ০১৯১১-৯৩২০১৮। ই-মেইল : m.107943@yahoo.in

‘সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ছায়েম ইফতার করবে’ *(বুখারী হা/১৯৫৪)*। **‘সর্বোত্তম আমল হ’ল আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা’** *(আবূদাঊদ হা/৪২৬)*।

সাহারী ও ইফতার সহ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচী : অক্টোবর-নভেম্বর ২০২২ (ঢাকার জন্য)

খ্রিষ্টাব্দ	হিজরী	বঙ্গাব্দ	বার	ফজর	সূর্যোদয়	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
০১ অক্টোবর	০৪ রবীঃ আউঃ	১৬ আশ্বিন	শনিবার	০৪:৩৫	০৫:৫০	১১:৪৮	০৩:১২	০৫:৪৬	০৭:০১
০৩ অক্টোবর	০৬ রবীঃ আউঃ	১৮ আশ্বিন	সোমবার	০৪:৩৬	০৫:৫০	১১:৪৭	০৩:১১	০৫:৪৪	০৬:৫৯
০৫ অক্টোবর	০৮ রবীঃ আউঃ	২০ আশ্বিন	বুধবার	০৪:৩৭	০৫:৫১	১১:৪৭	০৩:১০	০৫:৪২	০৬:৫৭
০৭ অক্টোবর	১০ রবীঃ আউঃ	২২ আশ্বিন	শুক্রবার	০৪:৩৭	০৫:৫২	১১:৪৬	০৩:০৯	০৫:৪০	০৬:৫৫
০৯ অক্টোবর	১২ রবীঃ আউঃ	২৪ আশ্বিন	রবিবার	০৪:৩৮	০৫:৫৩	১১:৪৬	০৩:০৭	০৫:৩৮	০৬:৫৩
১১ অক্টোবর	১৪ রবীঃ আউঃ	২৬ আশ্বিন	মঙ্গলবার	০৪:৩৯	০৫:৫৪	১১:৪৫	০৩:০৬	০৫:৩৬	০৬:৫১
১৩ অক্টোবর	১৬ রবীঃ আউঃ	২৮ আশ্বিন	বৃহস্পতি	০৪:৪০	০৫:৫৪	১১:৪৫	০৩:০৫	০৫:৩৫	০৬:৫০
১৫ অক্টোবর	১৮ রবীঃ আউঃ	৩০ আশ্বিন	শনিবার	০৪:৪০	০৫:৫৫	১১:৪৪	০৩:০৪	০৫:৩৩	০৬:৪৮
১৭ অক্টোবর	২০ রবীঃ আউঃ	০১ কার্তিক	সোমবার	০৪:৪১	০৫:৫৬	১১:৪৪	০৩:০৩	০৫:৩১	০৬:৪৬
১৯ অক্টোবর	২২ রবীঃ আউঃ	০৩ কার্তিক	বুধবার	০৪:৪২	০৫:৫৭	১১:৪৩	০৩:০২	০৫:২৯	০৬:৪৫
২১ অক্টোবর	২৪ রবীঃ আউঃ	০৫ কার্তিক	শুক্রবার	০৪:৪৩	০৫:৫৮	১১:৪৩	০৩:০১	০৫:২৮	০৬:৪৩
২৩ অক্টোবর	২৬ রবীঃ আউঃ	০৭ কার্তিক	রবিবার	০৪:৪৪	০৫:৫৯	১১:৪৩	০৩:০০	০৫:২৬	০৬:৪২
২৫ অক্টোবর	২৮ রবীঃ আউঃ	০৯ কার্তিক	মঙ্গলবার	০৪:৪৪	০৬:০০	১১:৪২	০২:৫৯	০৫:২৪	০৬:৪০
২৭ অক্টোবর	৩০ রবীঃ আউঃ	১১ কার্তিক	বৃহস্পতি	০৪:৪৫	০৬:০১	১১:৪২	০২:৫৮	০৫:২৩	০৬:৩৯
২৯ অক্টোবর	০২ রবীঃ আখের	১৩ কার্তিক	শনিবার	০৪:৪৬	০৬:০২	১১:৪২	০২:৫৭	০৫:২১	০৬:৩৮
৩১ অক্টোবর	০৪ রবীঃ আখের	১৫ কার্তিক	সোমবার	০৪:৪৭	০৬:০৩	১১:৪২	০২:৫৬	০৫:২০	০৬:৩৭
০১ নভেম্বর	০৫ রবীঃ আখের	১৬ কার্তিক	মঙ্গলবার	০৪:৪৮	০৬:০৪	১১:৪২	০২:৫৫	০৫:২০	০৬:৩৬
০৩ নভেম্বর	০৭ রবীঃ আখের	১৮ কার্তিক	বৃহস্পতি	০৪:৪৯	০৬:০৫	১১:৪২	০২:৫৪	০৫:১৮	০৬:৩৫
০৫ নভেম্বর	০৯ রবীঃ আখের	২০ কার্তিক	শনিবার	০৪:৫০	০৬:০৬	১১:৪২	০২:৫৪	০৫:১৭	০৬:৩৪
০৭ নভেম্বর	১১ রবীঃ আখের	২২ কার্তিক	সোমবার	০৪:৫১	০৬:০৭	১১:৪২	০২:৫৩	০৫:১৬	০৬:৩৩
০৯ নভেম্বর	১৩ রবীঃ আখের	২৪ কার্তিক	বুধবার	০৪:৫২	০৬:০৯	১১:৪২	০২:৫২	০৫:১৫	০৬:৩৩
১১ নভেম্বর	১৫ রবীঃ আখের	২৬ কার্তিক	শুক্রবার	০৪:৫৩	০৬:১০	১১:৪২	০২:৫২	০৫:১৪	০৬:৩২
১৩ নভেম্বর	১৭ রবীঃ আখের	২৮ কার্তিক	রবিবার	০৪:৫৪	০৬:১১	১১:৪৩	০২:৫১	০৫:১৪	০৬:৩১
১৫ নভেম্বর	১৯ রবীঃ আখের	৩০ কার্তিক	মঙ্গলবার	০৪:৫৫	০৬:১৩	১১:৪৩	০২:৫১	০৫:১৩	০৬:৩১

যেলা ভিত্তিক সময়সূচী [ঢাকার আগে (-) ও পরে (+)] **আরবী তারিখ চন্দ্রোদয়ের উপর নির্ভরশীল**

ঢাকা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
নরসিংদী	-১	-১	-১	-১	-১
গাযীপুর	০	০	০	০	০
শরীয়তপুর	০	০	০	০	০
নারায়ণগঞ্জ	০	০	০	০	০
টাঙ্গাইল	+২	+২	+২	+২	+২
কিশোরগঞ্জ	-১	-১	-২	-২	-২
মানিকগঞ্জ	+২	+২	+১	+২	+২
মুন্সিগঞ্জ	০	০	০	-১	-১
রাজবাড়ী	+৩	+৩	+৩	+৪	+৩
মাদারীপুর	+১	+১	+১	+১	+১
গোপালগঞ্জ	+৩	+২	+৩	+৩	+২
ফরিদপুর	+৩	+২	+২	+২	+২

ময়মনসিংহ বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
শেরপুর	+২	+২	+১	০	+১
ময়মনসিংহ	০	০	-১	-১	০
জামালপুর	+২	+২	+১	+১	+২
নেত্রকোণা	-১	-১	-২	-২	-১

খুলনা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
যশোর	+৫	+৫	+৫	+৫	+৫
সাতক্ষীরা	+৬	+৫	+৬	+৬	+৫
মেহেরপুর	+৭	+৭	+৭	+৭	+৭
নড়াইল	+৪	+৪	+৪	+৪	+৪
চুয়াডাঙ্গা	+৭	+৬	+৬	+৬	+৬
কুষ্টিয়া	+৫	+৫	+৫	+৫	+৫
মাগুরা	+৪	+৪	+৪	+৪	+৪
খুলনা	+৪	+৪	+৪	+৪	+৪
বাগেরহাট	+৩	+৩	+৩	+৩	+৩
ঝিনাইদহ	+৫	+৫	+৫	+৫	+৫

বরিশাল বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
ঝালকাঠি	+১	+১	+২	+২	+১
পটুয়াখালী	০	০	+১	+১	০
পিরোজপুর	+২	+২	+২	+২	+২
বরিশাল	০	০	+১	+১	০
ভোলা	-১	-১	-১	০	-১
বরগুনা	+১	+১	+২	+২	+১

রাজশাহী বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিরাজগঞ্জ	+৩	+৩	+৩	+২	+৩
পাবনা	+৫	+৫	+৪	+৪	+৫
বগুড়া	+৫	+৪	+৪	+৩	+৪
রাজশাহী	+৮	+৭	+৭	+৬	+৭
নাটোর	+৬	+৬	+৫	+৫	+৬
জয়পুরহাট	+৬	+৬	+৫	+৪	+৫
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+৯	+৯	+৮	+৮	+৮
নওগা	+৬	+৬	+৫	+৫	+৬

রংপুর বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
পঞ্চগড়	+৮	+৮	+৬	+৬	+৭
দিনাজপুর	+৮	+৭	+৬	+৫	+৭
লালমণিরহাট	+৪	+৪	+৩	+২	+৪
নীলফামারী	+৭	+৬	+৫	+৫	+৬
গাইবান্ধা	+৪	+৪	+৩	+২	+৩
ঠাকুরগাঁও	+৮	+৮	+৭	+৬	+৭
রংপুর	+৫	+৫	+৪	+৩	+৪
কুড়িগ্রাম	+৪	+৩	+২	+১	+৩

চট্টগ্রাম বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
কুমিল্লা	-৩	-৩	-৩	-৩	-৩
ফেনী	-৪	-৪	-৪	-৪	-৪
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	-২	-৩	-৩	-৩	-৩
রাঙ্গামাটি	-৭	-৭	-৭	-৬	-৭
নোয়াখালী	-৩	-৩	-৩	-২	-৩
চাঁদপুর	-১	-১	-১	-১	-১
লক্ষ্মীপুর	-১	-২	-১	-১	-২
চট্টগ্রাম	-৫	-৫	-৫	-৫	-৫
কক্সবাজার	-৬	-৬	-৬	-৫	-৬
খাগড়াছড়ি	-৬	-৬	-৬	-৬	-৬
বান্দরবান	-৭	-৭	-৭	-৬	-৭

সিলেট বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিলেট	-৫	-৬	-৬	-৭	-৬
মৌলভীবাযার	-৫	-৫	-৬	-৬	-৬
হবিগঞ্জ	-৪	-৪	-৪	-৪	-৪
সুনামগঞ্জ	-৪	-৪	-৫	-৫	-৪

সূত্রঃ বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ (www.bmd.gov.bd), মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com), গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Sciences, Karachi.

সদ্য প্রকাশিত ও পরিমার্জিত বই সমূহ

অর্ডার করুন

০১৭৭০-৮০০৯০০

www.hadeethfoundationbd.com

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১০

Reg. No. Raj-164, Monthly At-Tahreek, Vol. 26, Issue 1, October 2022

হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত পাঠ্য বই সমূহ

শিশু শ্রেণীর বই সমূহ

প্রথম শ্রেণীর বই সমূহ

দ্বিতীয় শ্রেণীর বই সমূহ

বৈশিষ্ট্য সমূহ

- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে মুহাদ্দিছীনে কেরামের মাসলাক অনুসরণে রচিত।
- শিরক-বিদ'আতমুক্ত নির্ভেজাল তাওহীদী আক্বীদাপুষ্ট বিষয়বস্তুর অবতারণা।
  ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো দ্বীনিয়াত আকারে ও সাবলীল ভাষায় দলীলভিত্তিক উপস্থাপন।
- কোমলমতি শিশুদের মনন বিকাশ ও সহজে বোঝার জন্য ধর্মীয় ভাব বজায় রেখে প্রাণী মুক্ত ছবি সংযোজন।
- সকল বিষয়ে ইসলামী চেতনাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

অর্ডার করুন

✆ ০১৭৭০-৮০০৯০০

www.hadeethfoundationbd.com

তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর বই সমূহ